কারা-জীবনী

শ্রীউল্লাসকর দত্ত

এক টাকা

আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট,—কলিকাতা

শ্রীশরচ্চন্দ্র গুহ বি, এ, কর্ত্তৃক
আর্য্য পাব্‌লিশিং হাউস
২০নং কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা
হইতে প্রকাশিত।

দ্বিতীয় সংস্করণ

কার্ত্তিক,—১৩৩০

প্রিণ্টার—শ্রীশশিভূষণ পাল,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেস;
৭৯নং বলরাম দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

প্রথম সংস্করণের ভূমিকা

"চেনা বামুনের পৈতার দরকার নাই।" উল্লাসকরেরও পরিচয় অনাবশ্যক। আলীপুরের বোমার মামলায় ফাঁসীর দায় মাথায় লইয়া যে উল্লাসকর স্বীয় স্বভাবসুলভ সরলতা, অনাবিল হাস্য-কৌতুক ও মর্ম্মস্পর্শী রাগ-রাগিণীতে ফৌজদারী আদালতের কঠোরতা ও নির্ম্মমতা সাময়িক ভাবে বিদূরিত করিয়াছিল, যে উল্লাসকরের নির্ভীকতা ও সত্যবাদিতা সর্ব্বসাধারণের প্রাণে এক অনির্ব্বচনীয় উচ্চ-নৈতিক ভাবের সঞ্চার করিয়াছিল এবং যে উল্লাসকরের অকৃত্রিম স্বদেশ-প্রেম এই প্রাণহীন দেশেও এক অভিনব ভাবের বন্যা প্রবাহিত করিয়াছিল, সেই উল্লাসকর আজ তাহার কারা-জীবনী লইয়া পাঠকবর্গের সমক্ষে উপস্থিত। শ্রীযুক্ত উপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত বারীন্দ্রকুমার ঘোষের কারা-কাহিনী পাঠ করার পর উল্লাসকরের কারা-জীবনী পাঠ করার আগ্রহ থাকা পাঠকবর্গের পক্ষে স্বাভাবিক। সেই কৌতূহল চরিতার্থ করার উদ্দেশ্যে এই ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করা হইল। পাঠকবর্গের কৌতূহল পরিতৃপ্ত হইলে উল্লাসকরের শ্রম সার্থক হইবে। এই গ্রন্থে কারা-জীবনের ঘটনারাশির ধারাবাহিক বিবরণ অতি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ হইলেও উল্লাসকর তাহার অপূর্ব্ব পূর্ব্বানুভূতির অলৌকিক কাহিনী সন্নিবেশ করিয়া সত্যান্বেষী সুধীবর্গের তত্ত্বানুসন্ধানের উপাদান সংগ্রহ করিয়াছে। অলমতিবিস্তারেণ। ইতি—

শ্রীনরেন্দ্রচন্দ্র দত্ত

কারা-জীবনী।

[১]

আমি তখন কলিকাতা সিটি কলেজে পড়ি। একদিন ষ্টার থিয়েটার হলে বিপিন বাবুর বক্তৃতা শুনিতে যাইয়া রাজনীতিবিষয়ক আলোচনার প্রথম আস্বাদন পাই। মনে আছে একটি কথা তখন তিনি বলিয়াছিলেন যাহা এমন কৌতূহল ও সুযুক্তিপূর্ণ ভাষায় আর কাহারও নিকট শুনি নাই। ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেস কনফারেন্স ইত্যাদি প্রায় ২০।২৫ বৎসর যাবৎ সরকার বাহাদুরের নিকট দেশের কল্যাণ কামনায় আবেদন নিবেদন ইত্যাদি করিয়া কোনও আশানুরূপ ফল না পাওয়ায় উক্ত পন্থা যে প্রকৃত পন্থা নহে ইহাই প্রতীয়মান কর্‌াইবার জন্য বিপিন বাবু বলিলেন, "আমরা কেবল চাহি ক্রন্দনের রোলে সুকোমল-কম্বল-লালিত ইংরাজের সুখ-নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মাইয়া আমাদিগের উদ্দেশ্য সফল করিয়া লইব" ইত্যাদি। যদিও তখন, বলিতে গেলে, এই প্রথম বক্তৃতা শুনিতে যাওয়া, ইহার পূর্ব্বে কি রাজনীতি,

কি ধর্ম্মনীতি কোন বিষয়েই বক্তৃতা শুনিবার বড় একটা স্পৃহা জন্মে নাই, এবং শুনিলেও বুঝিবার ক্ষমতা হয় নাই, তথাপি ঐ কথাগুলি যেন কেমন কানে বাজিল এবং এই ১৫।২০ বৎসর পরেও কেন যেন ভুলিতে পারি নাই। তারপর মনে আছে মিনার্ভা থিয়েটার হলে (Minerva Theatre Hall) রবি বাবুর বক্তৃতা—বিষয় "স্বদেশী সমাজ"। ‍দুর্ভাগ্যের বিষয় বক্তৃতাটী শুনিবার তখন আর অবসর হইয়া উঠে নাই। প্রবেশ দ্বারেই পুলিশ পাহারা ইত্যাদির সঙ্গে প্রবেশাধিকার লইয়া হাতাহাতি, মারামারি ও থানায় সোপর্দ্দ; থানায় যাইবার পথে একেবারে বেওয়ারিস মাল পাইয়া পুলিশ-মহাপ্রভুদের হস্ত-কণ্ডুয়ন ও রুলের ডাণ্ডা সাহায্যে তাহার প্রভূত চরিতার্থতা। থানায় দারোগা বাবুর নিকট হাজির হইবার পর আমারই বিরুদ্ধে উল্টা লাথি, ঘুসি ইত্যাদি মারার এবং শান্তিভঙ্গের অভিযোগ। আমি ত ব্যাপার দেখিয়া একেবারেই হতভম্ব। দারোগা বাবু আমাকে পুলিশদিগের মধ্যে কেহ প্রহার করিয়া থাকিলে তাহাকে অথবা তাহাদিগকে সনাক্ত করিতে পারি কি না জিজ্ঞাসা করায় আমাকে বাধ্য হইয়া উত্তর করিতে হইল "না"; কারণ তাহারা যে যখন আক্রমণ করিয়াছে আমার পশ্চাৎদিক হইতেই করিয়াছে, সুতরাং কাহারও মুখ চিনিবার আমাকে সুবিধা দেয় নাই। ইত্যাদি প্রকার আলোচনা হইতেছে এমন সময় বিপিন বাবু ও ডাক্তার ডি, এন, মৈত্র কোন্ সূত্রে খবর পাইয়া থানায় আসিয়া উপস্থিত। তাঁহাদিগকে দেখিয়া দারোগা বাবু একটু অপ্রস্তুত হইলেন ও দুঃখ প্রকাশ করিলেন। কিন্তু case diaryতে তোলা হইয়া গিয়াছে, কি করা যায়; সুতরাং আমাকে একবার পরদিন পুলিশ কোর্টে হাজির হইতে হইবে সেখানে case শুনানির সময় দারোগা বাবু নিজেই যথাযথ ব্যবস্থা করিয়া লইবেন সে জন্য আমাদের চিন্তিত হইবার কোনও কারণ

নাই বলিয়া অস্মৎপক্ষীয়দিগকে আশ্বস্ত করিলেন, এবং সেই রাত্রে যাহাতে আমাকে হাজতে থাকিয়া ভুগিতে না হয় তজ্জন্য ডাক্তার মৈত্র স্বয়ং জামিন হইয়া আমাকে ছাড়াইয়া লইলেন। আমরা তখন শিবপুর ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে থাকিতাম। সেই রাত্রে আর শিবপুর না গিয়া ডাক্তার সুন্দরীমোহন দাস মহাশয়ের বাসায় আসিয়া রহিলাম, এবং সেখানে আসিয়া দেখা গেল যে, পিঠে রুলের গুঁতার দাগগুলি কাল হইয়া ফুলিয়া উঠিয়াছে। ডাক্তারের বাড়ী—ঔষধপত্রের কোনও ত্রুটী হইল না। পরদিন পুলিশ কোর্টে গিয়াও বিশেষ কোন বেগ পাইতে হয় নাই। বিচারক বাহাদুর হ্যালিডে সাহেব কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়াই case hush up করিয়া লইলেন। সেই অবধি পুলিশের ব্যবহার তথা গবর্ণমেণ্টের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে বেশ একটা স্পষ্ট ধারণা জন্মিতে লাগিল।

ইতিমধ্যে বঙ্গভঙ্গ লইয়া সমগ্র বঙ্গদেশব্যাপী তুমুল আন্দোলন উপস্থিত। আমাদেরও অন্তরাত্মা যেন এই সময়ে স্বদেশ-প্রেমের এক অপূর্ব্ব আস্বাদন লাভ করিয়া দিন দিন আপন অকিঞ্চিৎকরতার, নগণ্যতা ভুলিয়া গিয়া, জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন সার্থকতা লাভের জন্য একটী বিশেষ লক্ষ্যের দিকে অগ্রসর হইতে চাহিল। ইতিমধ্যে কলিকাতা য়ুনিভারসিটি রিপোর্টে অধ্যাপক রাসেল সাহেব কলিকাতা ছাত্রবৃন্দের প্রতি এক কুৎসিত দোষারোপ করায় তাঁহার বিরুদ্ধে কয়েকটী সভা আহূত হয় এবং সকলেই তথায় রাসেল সাহেবকে যথেষ্ট ভৎ‌সনা করেন। আমিও তখন একবার এফ, এ পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হইয়া দ্বিতীয়বার প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতেছি। ঐ সকল আলোচনা গবেষণার পর এমন একটি ব্যাপার ঘটিল যার জন্য আমাকে আর প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়িতে হইল না, একেবারে সোজা চম্পট দিতে বাধ্য হইলাম, এবং বম্বে ভিক্টোরিয়া টেক্‌নিক্যাল

ইনস্‌টিটিউটে গিয়া ভর্ত্তি হইয়া গেলাম। এবং প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে কিছুদিন অধ্যয়নান্তে ছুটীতে একবার বাড়ী আসিলাম।

ঠিক সেই সময়েই বরিশাল প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন, এতদুপলক্ষে আমিও তথায় হাজির। সেখানে পুলিশ কর্ত্তৃপক্ষের কাণ্ডকারখানা অবশ্য অনেকেই অবগত আছেন। বলা বাহুল্য অধমের প্রতিও পুলিশ রেগুলেশন লাঠির এক ঘা কৃপা করিতে বিস্মৃত হন নাই। চিত্তরঞ্জন প্রভৃতির প্রতি যা অমানুষিক অত্যাচার হইল তাহা তো স্বচক্ষেই দেখিলাম। ইত্যাদি কারণে মনের অবস্থা ক্রমশঃই একটা দৃঢ় নিশ্চয়ের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। আমাদের অপরিণত মস্তিষ্কের চিন্তা-স্রোতকে পরিণত ও বিশিষ্ট আকার দান করিবার পক্ষে প্রধান সহায় পাইলাম তৎকালীন সদ্য-প্রবর্ত্তিত 'যুগান্তর' পত্রিকা। স্বদেশী আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্ব পর্য্যন্তও কাব্য, সাহিত্য অথবা চিন্তাশীল-গবেষণাপূর্ণ রচনা কিছুরই আস্বাদন পাই নাই। এই আন্দোলনেই যেন প্রাণের সকল রুদ্ধদ্বার উন্মুক্ত হইয়া গেল এবং টমাস কারলাইলের Heroes and Hero worship, ম্যাট্‌সিনির Faith & Future, বঙ্কিমচন্দ্রের অনুশীলন ও ধর্ম্মতত্ত্ব ইত্যাদি কয়েকখানি বই পড়িয়া পড়ার ভিতরেও যে একটা প্রাণ-মাতান জিনিষ কিছু আছে তাহা এই প্রথম অনুভব করিলাম। এতদ্ব্যতীত বিপিন বাবুর তখনকার বক্তৃতা ও রবি বাবুর স্বদেশী আন্দোলন সংক্রান্ত গান আমাদিগের যুবক-হৃদয়ে এক নূতন উন্মাদনা আনিয়া দিল যাহার ফলে স্বদেশকে এক নূতন চক্ষে দেখিতে শিখিলাম।

ছুটীর পর বোম্বাই ফিরিয়া গিয়া আর যেন কলের ঘর্ ঘর্ শরীরে সহ্য হইল না। অবশেষে কামলা রোগ লইয়া বাড়ী চলিয়া আসিতে বাধ্য হইলাম ও ঔষধাদি পথ্য করিতে লাগিলাম। কিছু সুস্থ হইলে পর

দেখিলাম যে, শিবপুরে থাকিয়া বিস্ফোরক দ্রব্য প্রস্তুত বিষয়ে নানা প্রকার পরীক্ষা ইত্যাদির একটী চমৎকার সুযোগ। কলেজ লাইব্রেরীতে যথেষ্ট বই ইত্যাদি পাওয়া যাইতে পারিবে এবং বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাগারে রাসায়নিক দ্রব্য ইত্যাদিরও অভাব হইবে না। সুতরাং পুনর্ব্বার বোম্বাই গিয়া কলের ঘর্ ঘরানিতে মাথা খারাপ করা অপেক্ষা যদি দুই একটা বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা সফলকাম হইতে পারি তাহা হইলে অনায়াসে দেশে যে গুপ্তদল প্রস্তুত হইতেছে বলিয়া শুনা যায় তাহার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া কাজ করিতে পারিব, এই প্রকার আলোচনা করিয়া কাজে নামিয়া পড়িলাম। অনন্তর যাহা যাহা ঘটিল তাহা বারীন বাবুর "দ্বীপান্তরের কথা" ও উপেন বাবুর "নির্ব্বাসিতের আত্মকথা" ইত্যাদি পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। যাহা হউক উক্ত নির্ব্বাসন ও কারাবাস বিষয়ে আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাও অপরাপর সকলের সহিত একরূপ নহে; একরূপ নহে কেন এতই বিভিন্ন যে, তাহার একটা বিস্তারিত বর্ণনা বোধ হয় অনেকেরই নিকট বাঞ্ছনীয় বোধ হইবে।

যে পার্থক্যের কথা বলিলাম তাহা ঠিক সাধারণ লৌকিক হিসাবে নহে এবং কারাগারের সাধারণ বিধি-নিষেধের ভিতর তাহা হইবারও কথা নয়। আমার কারাজীবনের সাধারণ লৌকিক ঘটনাবলীর ভিতর দিয়া অতিলৌকিক এমনই কতকগুলি ঘটনার সমাবেশ হইতে থাকে যে, যদি সম্পূর্ণ দ্বাদশবর্ষব্যাপী ঘটনাবলীর একটী চিত্র মানসপটে অঙ্কিত করি, দেখিতে পাই যে, সেই অতিলৌকিক ব্যাপারগুলিই প্রায় সব স্থান অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। তাই যাহাতে ঐসকল ব্যাপার সর্ব্বসাধারণে আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইয়া কোনও সুযুক্তিপূর্ণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আকারে সকলের অধিগম্য হয়, ইহা সকলেই ইচ্ছা করিবেন। ইহাও জিজ্ঞাসা করি আমাদিগের লৌকিক ও অতি-লৌকিক অথবা অলৌকিকের বিভেদ কোথায়? আজ যাহা অলৌকিক, কাল

কি তাহা লৌকিকের রাজ্যে আসিয়া পড়িতেছে না ? আজ আমাদের চর্মচক্ষে যাহা শূন্যাকার দেখিতেছি ও কিছুই নয় বলিতেছি,কাল কি তাহাই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রত্যক্ষগোচর হইয়া পড়িতেছে না ? আমাদিগের পুরাতন ইতিহাস, পুরাণ ইত্যাদিতে নানা প্রকার অতিলৌকিক ঘটনার বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহা কেবল বর্ণনারূপেই সন্নিবিষ্ট, অথবা রূপকচ্ছলেই বর্ণিত। তাহার কার্য্যকারণশৃঙ্খলা বিশদরূপে আলোচিত ও নির্দ্ধারিত হইয়া কোনও সাধারণ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ভিতর সন্নিবিষ্ট হয় নাই। আমাদের আজকালকার বৈজ্ঞানিক সভ্যতার দিনে, চিন্তাশীল জগতে কি ঐ সকল পুরাণ কাহিনী অথবা দিদিমার গল্প আমাদিগের জ্ঞানবুদ্ধির চরিতার্থতার পক্ষে যথেষ্ট হইবে ? তাই বলিতেছিলাম যাহাতে ঐ সকল ঘটনাবলী বিধিবদ্ধ হইয়া একটী সাধারণ তত্ত্বের অভিব্যক্তিরূপে আমাদিগের জ্ঞান, বুদ্ধির পুষ্টিসাধন করে তাহাই আমাদিগের সর্ব্বথৈব বাঞ্ছনীয়।

আলীপুর কোর্টে আমার ও বারীনদা'র ফাঁসির হুকুম হইবার পর আমাদের দুইজনকেই ফাঁসির আসামীর ঘরে অথবা পাশাপাশি দুইটী condemned cell-এ রাখা হয়। ফাঁসির হুকুমের পর আমাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল "আপিল করিবে কিনা"। আমি বলিলাম,"আপিল আবার কি করিব, যার কোর্টই মানি না তার আবার আপীলই বা কি আর বিচারই বা কি ?" এই ভাবে কয়েকদিন গেলে বারীন দা' দেওয়ালে টোকা দিয়া আমাকে আপীল করিবার জন্য অনুরোধ করিতে লাগিল, এবং বলিল আমাদিগের যাহা কিছু ঘটিয়াছে তাহার জন্য বারীনদা'ই দায়ী ; এবং যে স্থলে একটা আপীল ফরম্-এ দস্তখত করিলেই একটী প্রাণহানি কম হয়, সে স্থলে হুজ্জুৎ করিয়া পৈতৃক প্রাণটী হারাইয়া তাহাকে অধিক দায়ভারগ্রস্ত করা আমার উচিত হইবে না ইত্যাদি। এদিকে বাড়ী হইতেও মা, বাবা

সকলে পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অবশেষে আমারও যেন মনে হইতে লাগিল তাইত আত্মীয় স্বজন সকলের অনুরোধ অমান্য করিয়া কেবল একটা আপীল ফর্‌ম্-এ দস্তখত করিবার যে নৈতিক বাধা, তার জন্য আমার ফাঁসি কাঠে যাওয়া ঠিক উচিত হইবে কি না, আর গেলেও জনসাধারণ কথাটা ঠিক আমারই চক্ষে দেখিবে কি না, ইত্যাদি আলোচনার পর ঠিক করিয়া ফেলিলাম আপীল করিব, এবং তদনুযায়ী সাহেব-ওয়ারডারকে ডাকিয়া বলিলাম। তারপর একদিন দেখি সকাল বেলা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র সেন ও আমার পূজনীয় মাতুল ডাক্তার শ্রীযুক্ত মহেন্দ্রচন্দ্র নন্দী মহাশয় আমার সেল এর সম্মুখে আসিয়া হাজির। আমি নমস্কার করিলে পর তাঁহারা একখানা আপীল ফর্‌ম্ বাহির করিয়া আমাকে দস্তখত করিতে বলিলেন। আমিও তাঁহাদের নিকট হইতে দোয়াত কলম লইয়া তাহাই করিলাম। তারপর দুই একটা কথা-বার্ত্তার পর তাঁহারা চলিয়া গেলেন। ঠিক পরদিন, অথবা তার পরদিন, আমার ঠিক মনে নাই, আবার দেখি আমার মাতুল ও শরৎবাবু সেইরূপ আর একখানা আপীল ফর্‌ম্ লইয়া উপস্থিত। আমাকে সই করিতে বলিলে আমি বলিলাম, "আবার কেন? এই যে সে দিন সই করে দিলাম?" তাঁরা ত শুনিয়া অবাক্! তাঁরা ত ইহার বিন্দুমাত্রও জানেন না! জিজ্ঞাসা করিলেন "কার নিকট সই করে দিয়েছ?" আমি বলিলাম "আপনাদের নিকট, আবার কার!" তাঁরা বলিলেন, "আমরা ত পূর্ব্বে আর কোনও দিন আপীল ফর্‌ম্ লইয়া তোমার নিকট আসি নাই, কি আশ্চর্য্য! যাক্ তুমি এই ফর্‌ম্ খানা সই করিয়া দাও ত, যা হইয়া গিয়াছে তার জন্য ভাবিয়া কি হইবে।" এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক, যে সময় ঐ রূপ ঘটনা ঘটিয়াছিল সেই সময় আমার মনে ইহা যে কোনও অলৌকিক অথবা অতিলৌকিক ব্যাপার এরূপ

ধারণা হয় নাই। আমার মনে হইল শরৎ বাবু বুঝি আমাকে লইয়া একটু রহস্য করিলেন, সুতরাং যে কোন কারণেই হোক দুইখানা ফরমই যে তাঁহারা আমার নিকট হইতে সই করাইয়া লইয়াছেন সে বিষয়ে আমার মনে তখনও কোন সন্দেহ উপস্থিত হয় নাই। এই ঘটনা এই পর্য্যন্তই থাকিয়া গেল এবং বিশেষ কোনও কৌতূহল উদ্দীপন না করায় উহার কার্য্যকারণ সম্বন্ধে আলোচনা করিবার তখন কোন চেষ্টা মনে স্থান পাইল না। পরে ঐ প্রকার ক্রমান্বয়ে কতকগুলি ঘটনা লক্ষ্য হইবার পর ঐ বিষয়ে যেন একটা বিশেষ স্মৃতি মনের মধ্যে জাগরূক হইতে লাগিল। প্রথম অবস্থায় যখন ঐরূপ ঘটনা পরিলক্ষিত হইয়াছে তখন কেবল মাত্র যতক্ষণ ঘটনাটী পরিলক্ষিত হইয়াছে ঠিক ততক্ষণই মনের মধ্যে তাহা স্থান পাইয়াছে এবং তাহাও অতি অল্পক্ষণই বুঝিতে হইবে, এমন কি দুই এক মিনিটেরও বেশী হইবে না, পরক্ষণেই তাহা সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়া গিয়াছি এবং তার কোন চিহ্নই যেন মনে স্থান পায় নাই। এখানে আমার এই কথাগুলি বলিবার উদ্দেশ্য আর কিছুই নহে, কেবল এই সকল ঘটনা আমাদের মনে কি ভাবে কার্য্য করে তার যথাসম্ভব পারম্পর্য্য রক্ষা করিয়া একটী শৃঙ্খলাবদ্ধ বর্ণনা ও যদি সম্ভব হয় আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ইহার কোনও যুক্তিযুক্ত কারণ প্রদর্শন চেষ্টা। অবশ্য ইহা সকলেই স্বীকার করিবেন যে, এবম্প্রকার অতিলৌকিক অথবা অলৌকিক ঘটনা সচরাচর লোকসমক্ষে প্রকটিত হয় না; এবং ইহা কোনও নিত্য-নৈমিত্তিক ব্যাপারও নহে। সুতরাং এবিষয়ে কোনও সাধারণ নিয়মে উপনীত হওয়া নিশ্চয়ই অতীব দুরূহ ব্যাপার হইবে সন্দেহ নাই। তবে যে আমার ন্যায় অকৃতী লোক এ বিষয়ে হস্তার্পণ করিতেছে, ইহা কেবল আপন কৌতূহল চরিতার্থতার জন্য বই আর কি বলিব। কিন্তু যদি এই আলোচনার ফলে অপরাপর ব্যক্তিবিশেষ যাঁহারা ঐরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তাঁহাদিগের

মধ্যে অথবা সাধারণ বিদ্বজ্জনমণ্ডলীর মধ্যে ঐ তত্ত্বের বিশদ আলোচনা ও গবেষণার সৃষ্টি হয় তাহা হইলে আমি বিশ্বাস করি জাগতিক তত্ত্ববিদ্যা বিষয়ে আমাদিগের দৃষ্টির পরিসর বৃদ্ধি পাইবে ও আমরা কোনও নূতন তত্ত্ব লাভ করিয়া আপনাদিগকে ভাগ্যবান মনে করিতে পারিব।

২

এখন বোধ হয় আমাদিগের আরম্ভিত বিবরণ পুনর্গ্রহণ করিতে পারি। আমরা কালাপানি চালান হইলে পর সেখানকার সেণ্ট্রাল জেলে আমাদিগকে প্রায় আড়াই বৎসরেরও অধিক কাল আবদ্ধ রাখা হয়। অপরাপর কয়েদীদিগকে সাধারণতঃ সেখানে পৌঁছিবার পর ছয় মাসের অধিক কাল জেলে আবদ্ধ রাখা হইত না, এমন কি আমাদিগের ন্যায় যাহাদিগকে 'D' Tickets অর্থাৎ Dangerous criminals আখ্যা দেওয়া হইত, তাহাদিগকে পর্য্যন্ত খুব জোর এক বৎসর কাল আবদ্ধ রাখিয়াই বাহিরে Settlementএ থাকিতে ও কাজ করিতে দেওয়া হইত। আমাদের উপর সরকার বাহাদুরের কেন যে এরূপ কৃপাদৃষ্টি পড়িল ভগবান জানেন। আমরা যেন খুনে, ডাকাত, এমন কি বাঘ, ভালুক অপেক্ষাও ভীষণ ও হিংস্র ; তাই অপর লোকের উপর যে স্থলে ছয় মাস, আমাদের সে স্থলে আড়াই বৎসরেরও অধিক কাল জেল বাস করিতে হইল। শুধু তাহাই নহে, জেলের যাহা সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন পরিশ্রম আমাদিগের জন্য তাহাই ব্যবস্থা হইল, literate class বলিয়া কোনই বিবেচনা করা হইল না। আমরা মনে মনে আলোচনা করিলাম যতদিন দেহে বল আছে ততদিন তো ভাল মানুষের মত গতর খাটাইয়া চলি ও যেরূপ হুকুম হয় সেরূপই করিতে থাকি, দেখা যাক ব্যাপার কতদূর গড়ায়। এইরূপে ছয় মাস, এক বৎসর, দেড় বৎসর করিয়া

কাটিতে লাগিল, অপরাপর নূতন নূতন কয়েদীর দল কত আসিতে লাগিল ও নিয়মিত ছয় মাস অন্তে বাহিরে যাইতে লাগিল। আমাদের আর বাহিরে যাইবার হুকুম আসে না।

এইরূপে কমিটির পর কমিটি অপেক্ষা করিয়া যখন একেবারে হাড়ে জ্বালাতন হইয়া পড়িয়াছি, এমন সময় একদিন শুভ প্রভাতে সংবাদ আসিল, আমাদের বাহিরে যাইবার হুকুম আসিয়াছে। আমরা আমাদের যথাসর্ব্বস্ব,—থালা, বাটী, কম্বল গুটাইয়া জেলের ফটকে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। বলিতে ভুলিয়া গেলাম, ইতিমধ্যেই আমাকে শারীরিক অপটুতা নিবন্ধন বাধ্য হইয়া একবার কাজে অস্বীকার করিতে হইয়াছিল। জেলর আমাকে কারণ জিজ্ঞাসা করায় আমি তাহার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিলাম না, কেবল বলিলাম কাজ করিতে পারিতেছি না, শরীরে সহ্য হইতেছে না। সুতরাং সে আর কি বলিবে, সুপারিনটেণ্ডের সাহেব ডাক্তার, তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিল। তিনি ওজন করাইয়া দেখিলেন ও দুই একটি প্রশ্নের পর দুই একদিন বিশ্রামের হুকুম দিলেন। ইতিমধ্যেই আমাদের বাহিরে যাইবার হুকুম আসিল। আমরা কোলাহল করিয়া সদলবলে যার যার নির্দ্দিষ্ট গন্তব্য পথে রওয়ানা হইলাম। আমার স্থান নির্দ্দিষ্ট হইল প্রথম পোর্ট-মোয়াটে। অপরাপর সকলকেই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অথবা Station এ ভর্ত্তি করা হইল, যাহাতে আমরা সহজে পরস্পর দেখা সাক্ষাত করিতে না পারি। আমাকে পোর্টমোয়াটে লইয়া যাইবার জন্য যে লোক দেওয়া হইল তাহার সহিত কিছু দূর পথ চলিয়া একটী ক্ষুদ্র বস্তি দেখিতে পাইলাম। সেখানে লোকটী কিছুক্ষণ দাঁড়াইল এবং আমাকেও অপেক্ষা করিতে বলিল। এখানে আবার সেই অতিলৌকিক ভেল্কি।

আমার সঙ্গের লোকটী আমার সম্মুখস্থ একটী মুসলমান ticket of leave এর সঙ্গে আলাপ করিতে লাগিল। তাহার কথার ভঙ্গীতে বুঝিলাম লোকটী আমাদেরই দেশীয় একজন মুসলমান, বাড়ী ত্রিপুরা কি ময়মনসিংহ কোথাও হইবে। তাহার সহিত কথা হইতেছে এমন সময় হঠাৎ যেন নিকটস্থ একটী কুঁড়ে ঘর হইতে আমার একজন অতি পরিচিতা আত্মীয়ার স্বর শুনিতে পাইলাম। সে যেন আমাকে ডাকিয়া কি বলিতেছে। স্বর শুনিয়া এমন বোধ হইল যেন তাহাকে স্পষ্ট দেখিতে পাইতেছি। রঞ্জন আলোর দ্বারা যেমন একটী বাক্সের ভিতরকার জিনিষ দেখিতে পাওয়া যায়, উহাকেও যেন ঠিক সেইরূপ—যদিও সে ঘরের ভিতর হইতে কথা বলিতেছে তবুও—বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। আমি ত একেবারে অবাক! তখনও ঐ সকল অতিলৌকিক ব্যাপার সম্বন্ধে আমার স্মৃতি পূর্ণ জাগরূক নহে; আমি তাহাতেই ভুলিয়া গেলাম এবং সত্য সত্যই মনে করিলাম যে, সে কোন উপায়ে আত্মীয় স্বজন সকলকে ছাড়িয়া আমার পশ্চাদ্ধাবন করিয়াছে ও ঐ স্থানে ঐ বৃদ্ধ মুসলমানের বাড়ীতে থাকিবার বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছে। এইরূপ কত কি আকাশ পাতাল তখন মনের মধ্যে জল্পনা কল্পনা করিয়া আমার মনের অবস্থা যে কি হইল তাহা পাঠক অনুমান করিয়া লইবেন। অতি অল্পক্ষণই ঐ দৃশ্য দেখিলাম, বোধ হয় এক মিনিট কি আধ মিনিট হইবে; পরক্ষণেই আমার সঙ্গের লোক পথ চলিতে বলিল এবং আমিও যেন ঘটনা তখনই ভুলিয়া গেলাম। ইহা আমার সৌভাগ্যই বলিতে হইবে, নচেৎ এমত অবস্থায় উন্মাদ হইয়া কোন্ আলেয়ার পশ্চাদ্ধাবন করিতাম কে বলিতে পারে?

মোটের উপর ইহা বেশ সহজেই অনুমিত হইতে পারে যে, আমাদের লৌকিক জগতে গৃহ, সমাজ, জাতি এবং পরিশেষে বিশ্বমানবমণ্ডলীর মধ্যে

যেমন প্রত্যেকে আপন আপন বৈশিষ্ট্য-রক্ষা-কল্পে আপন আপন সীমা-রেখা টানিয়া নির্দ্দিষ্ট ও অনতিক্রমণীয় নিয়মের অধীন হইয়া চলিতেছে অথবা চলিতে পারিলে আপনাকে ভাগ্যবান বোধ করিতেছে, অতিলৌকিক জগতেও তাহাই হইবে সন্দেহ নাই ; নচেৎ যথেচ্ছ ভাবে পরস্পরের সীমা অতিক্রম করিয়া লৌকিক ও অতিলৌকিক দুইই উৎসন্ন যাইবার পথে দাঁড়াইত। কিন্তু তাহা হয় না বলিয়াই আমরা আমাদিগের দৈনন্দিন কর্ম্মপ্রবাহের ভিতর একটা সহজ ও সুশৃঙ্খল ব্যবস্থা দেখিতে পাই। তবে ইহাও বলিয়া রাখা উচিত যে গার্হস্থ্য, সামাজিক, জাতীয় ও মানবীয় প্রত্যেক নিয়মই অপর কোন উন্নততর ও ব্যাপকতর নিয়মের অধীন হইয়া কার্য্য করিতেছে। ঠিক ঐ প্রকার দুই নিয়মের সীমা-রেখাতেই অথবা একটা নিয়ম অপর একটা নিয়মে পর্য্যবসিত হইবার ঠিক পূর্ব্বাবস্থাতেই যত গোলমাল, যত সন্দেহ। জলের বেঙাচি ডাঙ্গার বেঙ হইবার ঠিক পূর্ব্বাবস্থাতেই ইহা বেঙ, কি বেঙাচি এই লইয়া তর্ক উঠিতে পারে, পরিণত অবস্থায় নহে। যাহা হউক, পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঐ প্রকার অতিলৌকিক ব্যাপার তখনও আমার স্মৃতিপটে স্থায়ী ভাবে অঙ্কিত হইতে আরম্ভ করে নাই ; সুতরাং উহার ক্রিয়া-কলাপ সম্বন্ধে বিশদ আলোচনা করিবার এখনও সময় নহে, পরে উহা বারংবার আবির্ভাব ও তিরোভাব দ্বারা যখনই স্মৃতিপটে স্থায়ী ভাবে অঙ্কিত হইতে থাকিবে, তখনই উহার কার্য্য-প্রণালীর ভিতর কোনও প্রকার কার্য্যকারণ-শৃঙ্খল আবিষ্কার করা অপেক্ষাকৃত সহজ ও সুগম হইয়া উঠিবে আশা করা যায়।

অতঃপর আমার গন্তব্য স্থান পোর্ট মোয়াটে পৌঁছিয়া, কিছুদিন অবস্থান করি। তথায় সাধারণ কয়েদীদিগের সহিত আমাকেও পাথর ভাঙ্গা, রাস্তা দুর্ম্মুট, লাকরি কামান ইত্যাদি কাজ দেওয়া হয়। সেখানে

অবস্থান-কালীন একদিন প্রাতঃকালে আমাদিগকে বলা হইল যে সেই দিবস তথাকার বাঙ্গালী এসিস্টাণ্ট সার্জ্জন আমাদিগের "টাপু" অর্থাৎ দ্বীপ পরিদর্শন করিতে আসিবেন। তদনুযায়ী আমরা সকলে পরিষ্কৃত বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক parade করিয়া দণ্ডায়মান রহিলাম ও কিয়ৎক্ষণ পরে যেন সকলে "ঐ আসিতেছে" বলিয়া একটা রব তুলিয়া দিল। পরক্ষণেই দেখিলাম কয়েকটা বাহক-চালিত একটা রিক্স করিয়া দুইজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক আসিয়া উপস্থিত। আমাদিগকে দেখিয়া আমার বিষয় দুই একটা প্রশ্ন করিয়া, এমন কি আমার ভবিষ্যৎ সম্বন্ধেও দুই একটা কথা বলিয়া, কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেলেন। যাহা বলিলেন তন্মধ্যে একটা কথা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে, তাহা এই—পূর্ব্বে যে আত্মীয়ার কথা উল্লেখ করিয়াছি তাঁহার নিকট হইতেই আমি একখানা চিঠি পাইব এবং তন্মধ্যে একটা লাইন বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিয়া আমাকে শুনান হইল। তাহা যথাযথ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম, "তোমার অতি আদরের ভগিনী পুঁটুরাণী ও করুণাকণা (আমার ভ্রাতুষ্পুত্রী) স্বর্গের বাগানের দু'টা ফুল, স্বর্গের বাগানে ফুটিতে গেল।" এই ঘটনার প্রায় ১৫ কি ২০ দিন পরেই ঠিক সেই চিঠি পাই এবং তন্মধ্যে ঐ লাইনটা দেখিতে পাই।

যাক সে কথা, ঐ আগন্তুক ভদ্রলোক অদৃশ্য হইয়া যাওয়ার প্রায় মিনিট কয়েক পরেই অবিকল সেই আকৃতির ও ঠিক সেইরূপ ভাবেই রিক্স চড়িয়া এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন ও সব্‌এসিস্টাণ্ট সার্জ্জন আসিয়া উপস্থিত হইলেন। আমি পূর্ব্বের ন্যায় এবারও যেন হতভম্ব হইয়া গেলাম। এই ব্যাপারের মাথা মুণ্ডু কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। তবে পূর্ব্বের ঘটনা হইতে ইহার পার্থক্য এই হইল যে, অন্যান্য বার যখন ঐরূপ

আবির্ভাব হইয়াছে, তখন উহা যে কোনও আবির্ভাব অথবা অতিলৌকিক ব্যাপার এরূপ ধারণা মোটেই হয় নাই ; মনে হইয়াছে, যাঁহাকে দেখিতেছি ও যাহার কথাবার্ত্তা শুনিতেছি সত্য সত্যই তিনি আমার সম্মুখে উপস্থিত। এ স্থলে একই লোক এত অল্প-ব্যবহিত সময়ের মধ্যে দুইবার একই দিক হইতে আসিয়া উপস্থিত হওয়ায়, ইহার ভিতর যে কোনও গূঢ় রহস্য আছে,- যাহার কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না, এরূপ একটা ধারণা জন্মিল। এস্থলেও এই ঘটনার স্মৃতি স্থায়ী হইল বলিয়া বলিতে পারি না। কেবল পূর্ব্ব পূর্ব্ব ঘটনা অপেক্ষা তৎসময়ের জন্য মনকে কিছু অধিক আলোড়িত করিল মাত্র। তারপর আবার দৈনন্দিন কর্ম্মের মধ্যেই ব্যাপৃত থাকিতে লাগিলাম, ঐ বিষয়ে কোনও চিন্তা মনে স্থান পাইল না। কিছুদিন পরেই পোর্ট মোয়াট হইতে Dundas Pt. নামক স্থানে আমার স্থান পরিবর্ত্তনের হুকুম হইল ও আমি তথায় নীত হইলাম।

সেখানে আমাকে ইটা কামানে (Brick-fields এ) ভর্ত্তি করা হইল। ইটা কামানের কাজ প্রায় তিন মাস কাল করিবার পর সে বৎসরকার জন্য সেখানকার কাজ শেষ হইল। বলিয়া রাখা আবশ্যক, এখানেও একদিন আমাদের পূর্ব্বকথিত ডাক্তার বাবু এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন আমাদের ফাইল পরিদর্শন করিতে আসেন এবং আমার সহিত আলাপ করিতে করিতে কিছুদুর অগ্রসর হইবার পর, হঠাৎ আমাদের সম্মুখস্থ একটা হিন্দুস্থানী Tindle-কে জিজ্ঞাসা করিলেন "তোমরা পাস্ বিড়ি হ্যায় ?" সে "হাঁ" বলিতেই তিনি আমাকে একটু সবুর করিতে বলিলেন ও নিজে কিছুদূর অগ্রসর হইলেন। ইতিমধ্যে আমি দেখিলাম যেন হঠাৎ ঝড়ের মত কোথা হইতে তিনিই যেন আমার দিকে ফিরিয়া আসিলেন ও আমার হাত ধরিয়া অন্য এক দিকে রান্নাঘরের পাশ দিয়া আমাকে লইয়া চলিলেন ও তিনি যে ডাক্তার বাবু

নন, কেবল তাঁহার রূপ ধরিয়া আসিয়াছেন মাত্র, এই কথা আমাকে বুঝাইবার জন্য বলিলেন "আপনি ভূত বিশ্বাস করেন? আমাকে দেখিয়া আপনার ভয় হইতেছে না?" ইত্যাদি। আমি ঐ সকল কথা কিছুই বুঝিলাম না, কেবল তিনি যে আমার সহিত একটু রহস্য করিবার চেষ্টা করিতেছেন এরূপ মনে করিয়াই নিশ্চিন্ত রহিলাম ও ঈষৎ হাসিলাম মাত্র।

এইরূপ আলাপ করিতে করিতে আমাদের থাকিবার ব্যারেক-এর নিকটস্থ প্রাঙ্গণে আসিয়া যেন কি একটা আপিসের কাজ করিতে হইবে তাই তাঁর অনুচর সেই tindle-কে একটী মোড়া আনিতে বলিলেন; সেও যেন নিমেষ মধ্যে কোথা হইতে একটী মোড়া আনিয়া হাজির করিল ও তৎসঙ্গে দোয়াত কলম ও লাল ফিতা বাঁধা কি একটা অফিসের কাগজও দেখিতে পাইলাম। তিনি যেন সেই কাগজ দেখিতে লাগিলেন; এবং তাহাই আড়াল দিয়া আমার সহিত আলাপ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিলেন আমার কপালে বড়ই দুঃখ আছে, এবং ঐরূপ অসহ্য দুঃখ হইতে পরিত্রাণ পাইবার জন্য, এমন কি, নিকটস্থ একটা বৃক্ষে যাইয়া উদ্বন্ধনে প্রাণ ত্যাগ করিবার পর্য্যন্ত উপদেশ তিনি দিয়া ফেলিলেন। পরে বলিলেন তাহা হইবার নয় 'নিয়তি কেন বাধ্যতে'। এইরূপ কথাবার্ত্তা হইতেছে এমন সময় দেখিতে পাইলাম যেন পশ্চাৎদিক হইতে তাঁহার সেই সহকারী সব এসিস্‌টাণ্ট সার্জ্জন আসিয়া, তাঁহার আসিতে বড় দেরী হইয়া গেল ইত্যাদি অজুহাত দিয়া, উপস্থিত হইলেন। অতঃপর আমাকে একটু অন্যদিকে তাকাইতে বলিয়া সকলেই ঝড়ের মত এক সময়েই অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

এই ব্যাপারের পর আমি কিছুক্ষণ একটু হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম। ইতি-মধ্যে ডাক্তার বাবু আমাকে ডাকিবার জন্য লোক পাঠাইলেন। সেখানে

গিয়া দেখিলাম, তিনি সেখানকার Brick-furnace দেখিতেছেন। আমাকে দেখিয়া কি যেন জিজ্ঞাসা করিতে চাহিতেছেন, কিন্তু পারিতেছেন না। বলিলেন, আমি অনেকক্ষণ ধরিয়া আপনার জন্য এখানে অপেক্ষা করিতেছি। এতক্ষণ হইবে আমি মনে করি নাই, কথার ভাবে মনে হইল যেন তাঁর অত্যন্ত ক্লান্তি বোধ হইতেছে। আমি কি দেখিলাম সে সম্বন্ধে কিছু জানিবার যে তাঁরও কৌতূহল জন্মিয়াছে তাহা বেশ বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু কি করিব, যা-কিছু দেখিলাম সকলই মূকাস্বাদনবৎ, কিছুই বলিবার যো নাই। অন্ততঃ পক্ষে তখনকার জন্য তো নয়ই।

ডুণ্ডাস পয়েন্ট-এর ইট কাটা শেষ হইলে পর অপরাপর কয়েদীদিগকে অল্পে অল্পে স্থানান্তরিত করা হইতে লাগিল এবং আমাকেও হয় তো অন্য কোথাও যাইবার হুকুম হইতে পারিত, কিন্তু তৎপূর্ব্বেই আমি কাজ অস্বীকার করিয়া বসি। ইটা কামানের পর দুই একদিন আমাকে রাস্তা দুর্ম্মট ও জলের বাঁক কাঁধে করিয়া খাড়া পাহাড় চড়াই করিতে দেওয়া হয়, তাহাও নিরাপত্তিতে দুই একদিন করিলাম। কিন্তু শরীরে আর সহ্য হইল না, সুতরাং যে কর্ম্মচারীটীর উপর আমার কাজ কর্ম্ম দেখিবার ভার ছিল তাকে বলিলাম, আমি আর কাজ করিব না, আমার নালিশ আছে। সে আমাকে সেখানকার ওভারসিয়ারের নিকট লইয়া গেল এবং ওভারসিয়ার আমাকে ডিষ্ট্রীক্ট অফিসার লিউইস সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিল। লিউইস সাহেব বেশ ভদ্রলোক। তাঁহার নিকট হাজির হইলে পর যখন আমি বলিলাম যে, আর কাজ করিব না। তখন তিনি আমাকে অনেক বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন—এবং বলিলেন, বেশ তো তুমি যদি এখন কাজ করিতে না পার, ডাক্তারের অনুমতানুসারে কিছুদিন বিশ্রাম লও, অথবা হাঁসপাতালে দাখিল হইয়া থাক। আমি বলিলাম, "ডাক্তার আমাকে হাঁস-

পাতালে দাখিল করিবে কেন ? আমার তো তেমন কোনও অসুখ করে নাই যে, জ্বর কিম্বা পেটের অসুখ একটা কিছু লিখিয়া ভর্ত্তি করিয়া লইবে ?" তা ছাড়া এতদ্দিনকার হাড়ভাঙ্গা খাটুনির পর যখন দেখিলাম যতই খাটি না কেন ঐ খাটুনি হইতে আর উদ্ধার নাই, তখন একেবারে মরিয়া হইয়া বলিলাম যে, আর কাজ করিব না। হুকুম মানিয়া যখন দেখিলাম যে, হুকুম মানার অন্ত নাই, যতই খাট ততই আরও খাটুনি রহিয়াছে, তখন একবার নিজমূর্ত্তি ধরিয়াই দেখি ; কেন আর স্বেচ্ছায় ভূতের বেগার খাটিয়া পৈত্রিক প্রাণটী খোয়াইতে যাই ? শরীরের উপরই কর্ত্তৃপক্ষের কতকটা আধিপত্য বলা যাইতে পারে, কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে মনের উপরেও তাহাদেরই আধিপত্য স্বীকার করিয়া একেবারেই আপন অস্তিত্বটুকু হারাইয়া বসিতে হইবে এমন কি কথা !

লিউইস সাহেব যখন দেখিলেন যে, আমি কিছুতেই তাঁহার কথায় ডাক্তারের সাহায্য লইতে রাজি হইলাম না, তখন আমার বিচার হওয়া অনিবার্য্য বুঝিয়া তাঁহার নিম্ন আদালতের ছোট সাহেবকে ডাকাইয়া বলিলেন, "ইঁহার বিরুদ্ধে আমি নিজে কোনও অভিযোগ আনিতে চাই না, তুমিই তোমার কোর্টে ইঁহার বিচার কর।" এই প্রকার বলিলে পর তিনি আমাকে তাঁহার কোর্টে লইয়া গেলেন। সেখানে আমার যাহা বক্তব্য শুনিয়া সব কথা লিখিলেন ও তিন মাস সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া সেলুলার জেলে পাঠাইয়া দিলেন। জেলে পৌছিলে পর জেলর পুনরায় আমাকে বলিল, "এখানে কাজ না করিয়া নিস্তার নাই। ইহা জেলের বাহির নহে যে, মাথা ফস্কাইয়া চলিবে। এখানকার Discipline (শাসন) অত্যন্ত কড়া, যদি কাজ না কর প্রথম খাড়া হাতকড়ি দিব, তথাপি যদি কাজ না কর পায়ে বেড়ী দিব, তাহাতেও যদি কাজ করিতে রাজী না হও তবে মনে রাখিও, সাধারণ বদমায়েস কয়েদীদিগের মত ত্রিশ বেত দিব, এবং এমন বেত দিব যে

এক একটী বেত এক এক ইঞ্চি মাংস কাটিয়া শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিবে, শিক্ষিত ভদ্রলোকের ছেলে বলিয়া একটুও রেয়াত করিব না।”

আমাদের এই জেলরটির পরিচয়, যাঁহারা বারীন বাবুর “দ্বীপান্তরের কথা” পড়িয়াছেন তাঁহারা অবশ্য কথঞ্চিৎ পাইয়াছেন। ইনি সেই সুদূর দ্বীপান্তর প্রবাসের কয়েদীদিগের মধ্যে প্রায় সিংহ শার্দ্দূলের ন্যায় সমস্ত জেল-ভূমি কম্পিত করিয়া সগর্ব্বে বিচরণ করিতেন, এবং কয়েদিরাও জেলে তাঁহাকে প্রায় বাঘের মতই ভয় করিত। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমাকেও ভয় দেখাইয়াই কাজ আদায় করিবার মতলব, আমি তো পূর্ব্ব হইতেই ভবিষ্যতের আশা ভরসা ছাড়িয়া একেবারে মরিয়া হইয়াই আসিয়াছি, সুতরাং তাঁহার তর্জ্জন গর্জ্জনে কোনও ফল হইল না; বরং বলিলাম, ভয় দেখাইয়া আমার নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে পারিবে না। তুমি ত্রিশ বেতের কথা বলিতেছ, আমাকে কাটিয়া টুকরা টুকরা করিয়া ফেলিলেও যতদিন পর্য্যন্ত কাজ করা উচিত বলিয়া মনে না করিব, ততদিন আমার নিকট হইতে এক পয়সার কাজও তুমি পাইবে না।

এখানে কিছু অতিলৌকিক ভেল্কিও দেখান হইল। জেলে জেলরই যে সর্ব্বময় কর্ত্তা, একথা সপ্রমাণ করাইবার জন্যই যেন সে আমাকে সোজা ভাবে দাঁড়াইতে বলিল, যেন আসামীর কাটরায় দাঁড়াইলাম এবং সে যেন, আমি তাহাকে অপমান করিয়াছি এই শ্লেষ সহ্য করিতে না পারিয়া আমার সহিত ডুয়েল খেলিতে প্রস্তুত। নিমেষে মধ্যে দেখিলাম তথায় টেবিলের উপর কত কি যন্ত্রপাতি সৃষ্টি হইল এবং তৎসাহায্যে যেন চারিদিকে কি খবর-বার্ত্তা প্রেরিত হইতে লাগিল। পরিশেষে সে জিজ্ঞাসা করিল, আমার পক্ষ সমর্থন করিবার কেহ দ্বিতীয় ব্যক্তি (second) আছে কিঁ না। আমি তখনও ব্যাপারখানা ঠিক ভাল করিয়া বুঝিয়া

উঠিতে পারি নাই, একটু স্তম্ভিত হইয়া আছি; তাই সে আপনা হইতে বলিল, সাভারকরকে ডাকিলে হয় না? সে অবশ্যই তোমার দ্বিতী হইবে? এই বলিয়া বিনায়ক বলিয়া ডাকিতেই যেন কোথা হইতে কতকট তাহারই আকৃতি, কিন্তু অপেক্ষাকৃত খর্ব্ব ও ক্ষীণকায়, একব্যক্তি আসিয় উপস্থিত হইল। তাহারই সহিত যেন সে ডুয়েল খেলিবে এই অভিপ্রা জ্ঞাপন করাতে উক্ত সাভারকর বলিল, "আমি তোমার প্রস্তাব অনুমোদ করিতেছি, কিন্তু ডুয়েলের নিয়মানুযায়ী আমাকে দস্তানা নিক্ষেপ করিতে হইবে, আমার নিকট তো কোন দস্তানা নাই; তুমি যদি তোমার একখান ধার দাও তবেই হইতে পারে। ঐরূপ বলাতে জেলর তাহার কল্পিত হ হইতে একখানা রবারের দস্তানা খুলিয়া দিল এবং উক্ত সাভারকর তাহ পাইয়া ইঙ্গিত মাত্রে একেবারে জেলরের মুখের উপর ছুঁড়িয়া মারিল সাভারকরের এরূপ হাতের টিপ দেখিয়া আমিও খুব খুসী হইলাম সন্দেহ নাই। কিন্তু পরক্ষণেই ঐ ভেল্কির রাজ্যের খেলা ভাঙ্গিয়া গেল ও আমা প্রতি এক সপ্তাহের জন্য খাড়া হাতকড়ির হুকুম হওয়ায় আমাকে হাত কড়িতে যাইতে হইল।

এখানে খাড়া হাতকড়ি ব্যাপারটি কি একটু বুঝাইয়া বলা আবশ্যক কারণ সে সম্বন্ধে বোধ হয় অনেকেরই কোনও স্পষ্ট ধারণা নাই। দাঁড়াইলে আমাদিগের প্রায় মাথার সমান উঁচু দেয়ালের গায়ে কতকগুলি হুক বসান আছে, তাহাতে এক একটি করিয়া হাতকড়ি ঝুলান রহিয়াছে, সেই হাত কড়িতে হাত পরাইয়া দেয়ালের দিকে মুখ করিয়া সকাল ছয়টা হইতে বিকাল চারিটা পর্য্যন্ত দাঁড় করিয়া রাখা হয়, মধ্যে কেবল দশটার সময় একবার আহারের জন্য খুলিয়া দেওয়া হয়। আমাকে হাতকড়িতে টাঙ্গাইয় দেওয়ার প্রথম দিনই কয়েক ঘণ্টা মধ্যেই, কেন জানি না, জ্বর বোধ করিতে

আত্মীয় স্বজনবর্গের আর্ত্তনাদ ও কাতরধ্বনি শুনিতে পাইতেছি, চারিদিকেই যেন একটা দুর্ব্বিসহ যন্ত্রণার চিত্র আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং আমার বোধ হইতে লাগিল যেন আমিই উহাদের সমস্ত যন্ত্রণার মূল কারণ। মনের এই নিম্নগতির অবস্থায় একেবারে আত্মসংযম হারাইয়া ফেলিলাম ও এমনই আত্মগ্লানি উপস্থিত হইল যে, আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলাম।

তখন আমার প্রথম অসুখের অবস্থায় যে মেডিকেল সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট চিকিৎসা করিয়াছিলেন তিনি বদলী হইয়া গিয়াছেন ও তৎস্থলে আমাদের পুরাতন সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট, যাঁহাকে আমরা প্রথম আন্দামানে আসিয়াই দেখিতে পাই, তিনিই নিযুক্ত আছেন। একদিন ঐরূপ মানসিক ক্লেশ সহ্য করিতে না পারিয়া আমাকে শুইবার জন্য যে সতরঞ্চখানা দেওয়া হইয়াছিল তাহারই একদিককার সূতা খুলিয়া খুলিয়া একটা দড়ি প্রস্তুত করিলাম ও পশ্চাদ্দিকের জানালার একটী লোহার শিকে বাঁধিয়া ফাঁসি খাইতে যাইব, এমন সময় কে একজন কয়েদী আমার পিছন হইতে দাঁড়াইয়া আমাকে দেখিতেছে এরূপ বোধ হওয়ায় গলায় ফাঁসি লাগাইয়াও আবার খুলিয়া নামিয়া পড়িলাম।

পরদিন প্রাতঃকালে সুপারিন্‌টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমার ব্যারাকের সম্মুখ দিয়া যাইবার সময় সতরঞ্চের ঐরূপ দুরবস্থা দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইহা কি করিয়াছ?" আমি আর কি বলিব, সোজা ভাবে কোন উত্তর না দিয়া তাঁহাকেই একটা প্রতি প্রশ্ন করিয়া বসিলাম; জানিতাম তিনি আমাদিগকে যথেষ্ট স্নেহ করিতেন, ঐরূপ প্রশ্ন করায় বিরক্ত হইবেন না। সুতরাং জিজ্ঞাসা করিলাম, "আচ্ছা আপনি কি মনে করেন, আমরা একটা অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়া এখানে আসিয়াছি?" এই প্রশ্ন করিতেই তিনি একটু অপ্রস্তুত হইলেন এবং বলিলেন, "আমার নিকট হইতে কেমন করিয়া

তুমি এইরূপ প্রশ্নের উত্তর আশা করিতে পার? আমি হইলাম ইংরেজ, তোমরা হইলে ভারতবাসী। আমার স্বার্থ ও তোমার স্বার্থ কি এক? তা ছাড়া, আমি গবর্ণমেণ্টের চাকুরে, কি করিয়া তোমাদের সহিত সায় দিব? তবে তোমাদের দিক হইতে তোমরা যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছ তাহাই করিয়াছ, সেজন্য আপনাকে দোষী মনে করিবার কি কারণ থাকিতে পারে?"

এই প্রকারে আমাকে আশ্বস্ত করিলে আমি বলিলাম, "কি করিব, কয়েক দিন যাবৎ চারিদিকে আত্মীয়স্বজনগণের মধ্যে এমন একটি যন্ত্রণার চিত্র আমার মনকে অধিকার করিয়া বসিয়াছে যে, আমি সহ্য করিতে না পারিয়া একেবারে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইয়াছিলাম। কিন্তু আমার সৌভাগ্য কি দুর্ভাগ্য জানি না আমার পশ্চাৎদিক হইতে কে একজন লোক দেখিতে পায় বলিয়া আর হইয়া উঠে নাই।" এই কথা শুনিয়া তিনি অত্যন্ত আশ্চর্য্য হইলেন ও আমাকে ভৎর্সনা করিলেন। "প্রথম যখন তোমাকে দেখি তখন তোমার উপর আমার একটা খুব উচ্চ ধারণা জন্মিয়াছিল, তুমি এইরূপ করিবে কখনও আশা করি নাই। তোমার এই যুবক বয়স, এখনই এত নিরাশা! বিশ বৎসর কাল আর কতটুকু সময়, অনায়াসে ঐ সময় কাটাইয়া ঘরের ছেলে ঘরে ফিরিয়া যাইবে। আমার দেখ এত বয়স হইয়াছে তথাপি কত কাজ করি। যা হোক, আমার মনে হয় অতিরিক্ত কঠিন পরিশ্রমই তোমার এই অসুখের কারণ। কিন্তু কি করিব সরকারের আদেশ এইরূপ যে, তোমাদিগকে কঠিন পরিশ্রম ব্যতীত আর কিছুই দেওয়া হইবে না। তবে আমি এক উপায় বলিয়া দিতে পারি; এখানকার যে পাগলা গারদ আছে তাহাতে যদি তোমাকে ভর্ত্তি করিয়া দি, তাহা হইলে তোমাকে কোনও কাজ করিতে হইবে না। অর্থাৎ সেখানে

কোনও compulsory labour নাই, ইচ্ছামত শারীরিক ব্যায়ামের জন্য যদি কোন কাজ করিতে চাও তাহা অবশ্য করিতে পার।" শুনিয়া যেন হাতে আকাশ পাইলাম এবং অমনি তাহাতে স্বীকৃত হইলাম ও তাঁহার এই সহৃদয় ব্যবহারের জন্য আপন কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

এইরূপে জেল হইতে পাগলা গারদে নীত হইলে পর সেখানকার ডাক্তার বাবুও আমার খুব যত্ন লইলেন। তিনিও আমাদের দেশীয় একজন বাঙ্গালী ব্রাহ্মণ, সহানুভূতি হইবার কথা। আমার খাবার দাবার ইত্যাদির জন্য আমি কখনও কিছু না বলিলেও আপনা হইতেই যথাসম্ভব ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। অনেক সময় নিজে আসিয়া সম্মুখে দাঁড়াইয়া খাওয়াইতে লাগিলেন ও নিজে না আসিলে যদি কখনও খাওয়া সম্বন্ধে অবহেলা করিয়াছি অথবা খাইব না বলিয়াছি, অমনি লোক পাঠাইয়া তাঁহার বাড়ীতে নেওয়াইয়া তাঁহাদের নিজেদের জন্য রান্না ভাত তরকারী আনিয়া খাওয়াইবার চেষ্টা করিয়াছেন; এমন কি, তাঁর ছেলে মেয়েদের পর্য্যন্ত "দাদা" বলিয়া পরিচয় দিয়া আমার সহিত খেলা করিবার জন্য বলিয়াছেন ও তাহাদের খেলনা ছবি ইত্যাদি আমাকে দিয়াছেন। আমারও তখন দারুণ পীড়ার যম-যন্ত্রণার পর প্রায় এক প্রকার ছেলে মানুষেরই অবস্থা। সেখানকার পাগল কয়েদীদের মধ্যে যাহারা একটু অপেক্ষাকৃত সজ্ঞান তাহারা বাগানের কাজ করিত এবং সেই পাগলা গারদের অধীনে বিস্তর জমি উহাদের দ্বারা কর্ষিত হইয়া নানা প্রকার ফুল ফলে সুশোভিত থাকিত। ঐ বাগানের শাক সবজী, তরকারী Settlement-এর অধিবাসীদিগের ব্যবহারের জন্য প্রেরিত হইত। আমাকে বলা হইল যদি আমার পক্ষে সম্ভব হয় তবে ঐ তরকারীর দৈনিক হিসাব রাখিবার জন্য। আমি কয়েকদিন চেষ্টা করিয়া দেখিলাম তখনও হিসাব রাখিবার মত অবস্থা আমার হয় নাই, কাজেই আর সেদিকে

বড় একটা ঘেঁসিলাম না। একজন নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারী ও পাহারাওয়ালা সর্ব্বদা আমার সঙ্গে সঙ্গে থাকিবার জন্য দেওয়া হইত, তাহাদের লইয়া গারদের সীমানার ভিতর যে দিকে ইচ্ছা বেড়াইতাম এবং মাঝে মাঝে যে না জানাইয়া বাহিরেও যাইতাম না এমন নহে। উপেন দা, বারীন দা'-রাও সুবিধা পাইলে আমাকে দেখিতে আসিতেন।

এইরূপে কিছুকাল কাটিলে পর একদিন শুনিলাম ভারত হইতে জেলের ডিরেক্টর জেনারেল আন্দামানে আসিয়াছেন, এবং আমাদের গারদ দেখিতে আসিতেছেন। ইনিই হইলেন সমস্ত ভারতবর্ষের জেল বিভাগের সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী। ইহার সহিত আমার আলিপুর জেলে পূর্ব্বেও একবার আলাপ হইয়াছিল। তিনি এবার আমাকে দেখিয়া যেন আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। পূর্ব্বে আমাকে বেশ সুস্থ ও সবল দেখিয়াছেন, এখন আমার এরূপ অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, তুমি এত রোগা হইয়া গিয়াছ এবং ওজনে এত কম হইয়া গিয়াছ, কিরূপে বিশ বৎসর কাটাইবে? আমি আমার অসুখের ইতিবৃত্ত বলিলে বলিলেন, "তোমাকে কোন ভারতীয় জেলে স্থানান্তরিত করা উচিত, নতুবা এখানে থাকিলে নিশ্চয় মারা যাইবে; তোমাকে আর বিশ বৎসর খাটিতে হইবে না। আমি তোমার পরিবর্ত্তনের বিষয় সরকারে লিখিতেছি। তোমাকে যাহাতে এখান হইতে বদলী করা হয় তার জন্য আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করিব।' এই প্রকার বলিয়া আমার শরীর পরীক্ষা করিলেন ও আমার যখন ফিট্ হয় তখন কি দেখি জিজ্ঞাসা করিলেন। তখনও আমার মধ্যে মধ্যে কম্প দিয়া জ্বর আসিত ও ভয়ানক ফিট্ হইত, এমন কি এক এক সময় দেয়ালে মাথা খুঁড়িতাম। জ্বর যখন খুব অধিক হইত, নানা প্রকার স্বপ্ন-চিত্র দেখিতাম। জিজ্ঞাসা করিলে বলিলাম, এক এক সময় মনে হয় যেন সমস্ত পৃথিবী ধ্বংসের পথে চলিয়াছে। ইংরাজীতে 'ঠিক এই

লাগিলাম এবং দেখিতে দেখিতে জ্বর অত্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া গেল। এরূপ ভাবে জ্বর লইয়াই কিছুক্ষণ দণ্ডায়মান আছি এমন সময় দেখিলাম যেন জেলর—অন্ততঃ তখন আমার তাঁহাকে জেলর বলিয়াই ধারণা, কারণ দেখিতে অবিকল জেলরেরই মত—এবং অপর একজন লোক দেখিতে কতকটা আমাদের তখনকার আলিপুর জেলের ডাক্তার অ'নিয়েল সাহেবেরই মত, এই দুই ব্যক্তি দরজা খুলিয়া আমার নিকট উপস্থিত। আমাকে "কি হইয়াছে" জিজ্ঞাসা করায় বলিলাম, "আমার জ্বর হইয়াছে।" এই কথা শুনিয়া তাহারা বলিল, "ও, জ্বর হইয়াছে? এই ঔষধটী খাও, ইহাতে তোমার ভাল হইবে।" এই বলিয়া আমার চোখের একটু আড়াল দিয়া যেন পিছন দিক হইতে, একটি সবুজ বর্ণ মেজার গ্লাসে এক দাগ ঔষধ বাহির করিল ও ইহা কুইনাইন বলিয়া আমাকে খাইতে দিল। আমি উহা বাস্তবিকই ঔষধ মনে করিয়া নিঃসন্দিগ্ধ চিত্তে যেমনই খাইতে যাইব অমনি তাহারা বলিয়া উঠিল, "খবরদার খাইও না, উহা কুইনাইন নয়—ষ্ট্রিক্‌নাইন্, খাইলেই মারা যাইবে।" আমি একটু অপ্রস্তুত হইলাম, তবে কোনও সন্দেহ করিলাম না; কেবল উহারা একটু তামাসা করিল মনে করিয়া ঐ ঔষধ খাইয়া ফেলিলাম, খাইতেও উহা ঠিক কুইনাইনেরই মত বোধ হইল কিন্তু যেন কিছু কম তিক্ত। তারপর তাহারা আমাকে একটী মন্ত্র জপ করিবার জন্য ভজাইবার চেষ্টা করিল। মন্ত্রটী এই—"কাইজার জার হ্যায়", অর্থাৎ—জর্ম্মণ সম্রাট "কাইজারই" রুষ সম্রাট "জার", কেবল ইহাই নহে জার শব্দটীর উচ্চারণ যে কতকটা "জ্বর" শব্দের ন্যায় হইবে তাহাও আমাকে বার বার স্মরণ করাইয়া দেওয়া হইল।

তাহারা চলিয়া গেলে জ্বর এতই বৃদ্ধি পাইল যে, হাতকড়ি খুলিয়া আমাকে কুঠরীতে রাখা হইল; কিন্তু সেখানেও এমন হাত পা খিঁচুনি হইতে

আরম্ভ করিল যে, অবশেষে ডাক্তার আসিয়া ছয় সাত জন লোক দিয়া ধরাধরি করিয়া আমাকে হাঁসপাতালে নিয়া ফেলিল। হাঁসপাতালে প্রায় সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ইন্‌জেকসন দেওয়া হইল ইহা স্মরণ হয়, এবং একবার ব্যাটারি চার্জ্জ করা হয় তাহাও স্মরণ আছে। কেবল স্মরণ আছে কেন, এমনি প্রবল বেগে তড়িত চালনা করা হয় যে, আমার তখন বোধ হইতে থাকে যেন আমার সমস্ত শরীর বিদীর্ণ করিয়া, সমস্ত স্নায়ুমণ্ডলীকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করিয়া ঐ তড়িত নির্গত হইতে থাকে, এবং কিছুক্ষণের জন্য আমার সমস্ত শক্তিকে পরাভূত করিয়া কতকগুলি কুৎসিৎ ও কদর্য্য গালি আমার মুখ দিয়া নির্গত হয়, যাহা জীবনে কখনও উচ্চারণ করি নাই। ঠিক বোধ হইল যেন তখনকার জন্য আমাকে দুর্ব্বল পাইয়া একটী বিপরীত শক্তি অথবা মানস-আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান হইয়া আমার সম্পূর্ণ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ঐ কথাগুলি বলাইয়া গেল। তারপর বাহ্য হিসাবে সংজ্ঞাশূন্য অবস্থাতেই কাটিতে লাগিল। কতক্ষণ অথবা কতদিন ঐরূপে গেল, সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নাই। কিন্তু পরে শুনিলাম যে, প্রায় তিনচার দিন হইবে। বাহ্য হিসাবে সংজ্ঞাশূন্য হইলেও অন্তর রাজ্যে কত আকাশ, পাতাল, স্বর্গ, নরক, প্রেত, পিশাচ, অপ্সর, গন্ধর্ব্ব, কিন্নর, লোক, লোকান্তর দর্শন করিলাম কে তার ইয়ত্তা করিবে! আমার অবস্থা দেখিয়া আমার সঙ্গীরা প্রায় সকলেই আর বাঁচিবার আশা নাই এইরূপ ধরিয়া লইয়াছিল।

সে যাহা হোক, ক্রমে সংজ্ঞাও লাভ করিলাম এবং বাঁচিবার পথে বলিয়া অনেকেরই ভরসা হইল। এইরূপে কিছু আরোগ্য লাভ করিলে পর আমাকে হাঁসপাতাল হইতে সরাইয়া ঐ হাঁসপাতাল সংলগ্ন একটী নির্জ্জন কুটুরীতে রাখা হয়। তখনও ভ্রান্তির রাজ্য হইতে সম্পূর্ণ নিস্কৃতি লাভ করি নাই, এমন অবস্থায় কয়েকদিন কাটিলে পর, বোধ হইতে লাগিল যেন চারিদিকে আমার

কথাটী বলিলাম, "I see as if the whole world is comming to an end." শুনিয়া ডিরেক্টর সাহেব বলিলেন, "কতকটা ঠিক, শীঘ্রই ইউরোপে এক মহাযুদ্ধের আয়োজন হইবে।" তখনও ইউরোপে যুদ্ধ আরম্ভ হয় নাই, এমন কি সে সম্বন্ধে কোন জনরবও আমরা শুনি নাই। ডিরেক্টর জেনারেল চলিয়া গেলে কয়েক মাসের মধ্যেই আমার স্থানান্তরের হুকুম আসিল ও আমাকে মান্দ্রাজে চালান দেওয়া হইল।

আমাকে জাহাজে তুলিয়া দিবার জন্য লইয়া যাইতে যাহারা আসিল, তাহাদের কথায় বুঝিলাম যে, আমার রেহাই-এর হুকুম আসিয়াছে, আমাকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। আমিও তাহাই বিশ্বাস করিয়া উহাদের সহিত জাহাজে উঠিবার জন্য রওয়ানা হইলাম। পথিমধ্যে দেখিতে পাইলাম আমাদের বিপরীত দিকে হইতে একটী বালক, বয়স আমা অপেক্ষা অনেক কম হইবে, আমাদের দিকে আসিতেছে, মহাব্যাধিতে তাহার মুখ যেন খসিয়া পড়িয়াছে। আমার সঙ্গের এক বাঙ্গালী টিণ্ডেল, অথবা সেই আকারে তখনকার জন্য আবির্ভূত কিনা ঠিক বলিতে পারিলাম না, আমি উহাকে চিনি কিনা জিজ্ঞাসা করায় কথাটা হাসিয়াই উড়াইয়া দিলাম। কিন্তু উহাকে দেখিয়া মনে হইল যেন কোথায় পূর্ব্বে উহাকে দেখিয়াছি এবং দুই এক পদ অগ্রসর হইতেই দেখিলাম উহার মুখটুকু বেশ ঠিক হইয়া গিয়াছে, মহাব্যাধির কোনও চিহ্নই নাই এবং দেখিতে ঠিক আমার ছোট ভাই, যে এখন বিলাতে রহিয়াছে তাহারই মত। আমার পাশের সেই টিণ্ডেল বলিল, "উহাকে চিন না?—তোমার ভাই।" আমি দেখিলাম ভাই তো, বোধ হয় আমারই জন্য তাহার ঐরূপ দুর্দ্দশা—পরিধানে কেবল মাত্র একখানা ধূতি, গায় কোট অথবা সার্ট কিছুই নাই, কিন্তু একটুও নিরুৎসাহ নহে বরং আমাকেই কত উৎসাহ ও আশার বাণী শুনাইল। সে যেন আমাকেই মুক্ত করিবার জন্য

আমার স্থানে বহাল হইয়া আমাকে ছাড়াইতে আসিয়াছে। কথাবার্ত্তা যাহা কিছু হইল ইংরাজীতেই হইল এবং উহার মুখে এমন পরিষ্কার ইংরাজী শুনিয়া খুব খুসী হইলাম। তবে আমার মনে হইল উহার বিলাত যাওয়ার কথা বুঝি কেবল ফাঁকি, বিলাতের নাম করিয়া আমাদেরই মত ভবঘুরে বৃত্তি লইয়াছে ইত্যাদি। এখন ভাবিয়া দেখুন ঐ সকল আবির্ভাব যেমন একদিকে আশ্চর্য্য ও কৌতূহল উদ্দীপক, অপর দিকে কেমন নিমেষ মধ্যে আমাদের পূর্ব্ব সংস্কারের সম্পূর্ণ বিপর্য্যয় ঘটাইয়া এক অদ্ভুত কল্পনা-রাজ্যের সৃষ্টি করে এবং এমনই কল্পনা যে উহাকে কল্পনা বলিয়া বুঝিতে হয় তো আপনার অর্দ্ধজীবন গত হইয়া যাইতে পারে। যাক্ সে কথা, আমার আন্দামান-প্রবাস এখানেই সমাপ্ত।

---

(৩)

জাহাজে উঠিবার সময় এমনই জড়তা প্রাপ্ত হইলাম যে, আমাকে চার পাঁচ জন লোক দিয়া ধরাধরি করিয়া উঠাইতে হইল ও জাহাজের নিম্নে খোলের ভিতর জড়বৎই পড়িয়া রহিলাম। ডাক্তার আমাকে জোর করিয়া এক ডোজ ব্র্যাণ্ডি খাওয়াইয়া দিল। তারপর সেই খোলের ভিতরই পড়িয়া আছি বলিয়া কয়েক জনে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া আমাকে তুলিয়া উপরে ডেকে লইয়া গেল এবং সেখানে ডাক্তারের নির্দ্দেশানুযায়ী জোর করিয়া ধরিয়া আমাকে নাকে নল দিয়া দুধ খাওয়াইয়া দেওয়া হইল। দুধ খাওয়ান হইলে পর চাহিয়া দেখিলাম feeding tube-এর অভাবে ডাক্তার একটী রবারের catheter দিয়াই কার্য্যোদ্ধার করিয়া বসিয়াছেন! ডাক্তারের ঐরূপ জঘন্য আচরণ দেখিয়া আমার তাহার উপর অত্যন্ত ঘৃণা জন্মিল, এবং পাশেই চাহিয়া দেখিলাম একখানা ইজিচেয়ারে বসিয়া একজন ইউরোপীয় কর্ম্মচারী। পরে জানিলাম ইনিই আমাকে মাদ্রাজ হইতে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন—ঐ ইউরোপীয়ানটীর দিকে ফিরিয়া ব্যাপারখানা লক্ষ্য করিবার জন্য ইঙ্গিত করিতেই তিনি বলিয়া উঠিলেন, "আমার এখানে কোনই হাত নাই, এস্থলে ডাক্তারই সর্ব্বে সর্ব্বা, আমাকে আর বলিয়া কি হইবে।" কাজেই কিছু না বলিয়া চুপ করিলাম এবং যে-কোনও প্রকারে গন্তব্য পথ অতিক্রম করিয়া বন্দরে পৌছিবার আশায় জড়বৎ পড়িয়া রহিলাম।

অবশেষে দুইদিন দুই রাত্র অনবরত চলিয়া জাহাজ বন্দরে পৌছিল। জাহাজ বন্দরে থামিলে পর শুনিলাম উহা কলিকাতা বন্দর নয়, মান্দ্রাজ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, জাহাজে উঠা অবধি বন্দরে আসা পর্য্যন্ত বরাবর আমার ধারণা যে, আমাকে দেশে পাঠাইয়া দেওয়া হইতেছে সুতরাং কলিকাতা বন্দরেই পৌছবার কথা। কিন্তু যখন শুনিলাম জাহাজ মান্দ্রাজ বন্দরে আসিয়া লাগিয়াছে তখন ভাবিলাম, এ আবার কি বিপদ, মান্দ্রাজ আসিতে হইল কেন? তবে বোধ হয় জাহাজ কলিকাতা যাইবার আরও কিছুদিন বিলম্ব আছে তাই শীঘ্র শীঘ্র মান্দ্রাজের পথেই আমাকে চালান দেওয়া হইয়াছে, মান্দ্রাজ নামিয়া স্থলপথে আমাকে কলিকাতা যাইতে হইবে। এরূপ মনে মনে কত কি আলোচনা করিতেছি, এমন সময় দেখি আমাদের পূর্ব্ব কথিত ইউরোপীয়ান কর্ম্মচারীটী আমাকে লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন, আমিও দেখা যাক্ কি হয়—এই বলিয়া তাহার সঙ্গে চলিলাম।

জালি বোটে করিয়া ডাঙ্গায় আসিয়া নামিলে পর, আমি কোথায় যাইব জিজ্ঞাসা করায় সোজা উত্তর করিলাম বাঙ্গলা দেশে। তিনি বলিলেন, "বাঙ্গলা দেশে! মানে কি?", আমি বলিলাম, "কেন আমার রেহাই হইয়া গিয়াছে, এখন দেশে যাব না তবে কোথায় যাব?" উত্তরে তিনি বলিলেন "আমি তো তা জানি না! আমাকে পাঠান হইয়াছিল তোমাকে আনিবার জন্য, তাই আমি গিয়াছিলাম। এখনও তোমার কাগজ পত্র আসিয়া পৌঁছায় নাই, কাগজ পত্র না দেখিয়া তোমার রেহাই সম্বন্ধে আমি কেমন করিয়া বলিব? এখন প্রশ্ন হইতেছে যতদিন পর্য্যন্ত তোমার কাগজ পত্র আসিয়া না পৌছিয়াছে ততদিন তোমাকে কোথায় রাখা যায়? যদি জেলে যাইতে চাও সেখানে পাঠাইয়া দিতে পারি নচেৎ আমি এখানকার পাগলা গারদে কাজ করি, আমার সঙ্গেই তোমাকে লইয়া যাই, সেখানেই তোমাকে

ভর্ত্তি করিয়া দিব, এবং পরে সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট যেরূপ উচিত বিবেচনা করেন সেইরূপ করা যাইবে।" আমিও উপায়ান্তর না দেখিয়া সেই সার্জ্জেণ্টের সঙ্গেই চলিলাম। তিনি একটী ভাড়াটিয়া গাড়ী ডাকিয়া আমাকে উঠাইয়া লইলেন এবং আমরা মান্দ্রাজের রাস্তা ঘাট ইত্যাদি দেখিতে দেখিতে পাগলা গারদে আসিয়া পৌছিলাম। পথিমধ্যে ইলেক্ট্রিক ট্রাম দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম তথায় ইলেক্ট্রিক ট্রাম প্রায় ত্রিশ বৎসর যাবৎ চলিতেছে, শুনিয়া একটু অবাক বোধ হইল। কলিকাতায় তখনও ইলেক্ট্রিক ট্রাম দশ বার বৎসরের অধিক হইবে না চলিতেছে। বোম্বাইতে তাহারও অনেক কম বোধ হয় চারি পাঁচ বৎসরের অধিক হইবে না। যে মান্দ্রাজ সম্বন্ধে গল্প শুনিয়াছিলাম 'তথায় রেলগাড়ীর প্রথম প্রচলনের সময় যে ব্রাহ্মণ প্রথম উহা দেখিতে যায় তাহাকে তাহার গোষ্ঠীবর্গ সহ জাতিচ্যুত করা হইয়াছিল' সেই মান্দ্রাজই ইলেক্ট্রিক ট্রামরূপ এমন একটী আশ্চর্য্যজনক ও নূতন ব্যাপারে ভারতবর্ষের প্রথম অগ্রণী, শুনিলে অবাক হইবারই কথা।

যাক্ আমাকে পাগলা গারদে লইয়া আসিলে পর পাশাপাশি দুইটী কুঠুরীযুক্ত একটী কোঠা ঘরে থাকবার স্থান দেওয়া হইল। শুনিলাম উহা নাকি বিশেষ শ্রেণীর রোগীদের জন্য। আমি আসিয়া পৌছিবার অব্যবহিত পরেই শুনিতে পাইলাম, বাসন পত্র নাড়ানাড়ির এক মহা ধুম পড়িয়া গিয়াছে। মনে হইতে লাগিল যেন খালি বাসন পত্রের ঢং ঢং আওয়াজ দ্বারা আমাকে ইঙ্গিত করা হইতেছে যে উহা খালি, উহার ভিতরে কিছুই নাই, যদি অনুমতি হয় তবে লোক মারফতে নিকটস্থ পাকশালা হইতে অন্ন পানীয় দ্বারা ঐ সকল খালি বাসন ভর্ত্তি করিয়া আনা যাইবে। সেখানকার লোক আমাকে যেন এক মস্ত কাপ্তেন পাইয়া বসিয়াছে তাই আমার কল্যাণে উহারা বহুদিনের অনশন-ক্লেশ দূর করিয়া কৃতার্থ হইবে।

অবশ্য, এখানে সোজাসুজি ভাবে কোনই কথা নাই, যা কিছু সব আকারে ইঙ্গিতে ; এবং তাহাও তৃতীয় ব্যক্তির সাহায্যে। সেখানকার স্থানীয় ভাষা তামিল, আমাদের মত নূতন লোক উহাকে দন্তস্ফুট করিবে সাধ্য কি ? সুতরাং স্থানীয় লোকদিগের সহিত আলাপ পরিচয় করিবার এক মূক-বধির-বিদ্যা—হাত নাড়া, মুখ নাড়াবই উপায়ান্তর নাই। নূতন লোক দেখিয়া কত পাগল কৌতূহলী হইয়া কত কি জিজ্ঞাসা করিত। আমি একা থাকিলে তাহাদিগের কৌতূহল চরিতার্থ করিবার কোনই উপায় থাকিত না, তবে অনেক সময় ওয়ার্ডারদিগের মধ্যে অনেকে হিন্দুস্থানী বলিতে পারিত, এমন কি ভাঙ্গা ইংরাজীতেও অনেকে বলিতে পারিত, তাহাদের সাহায্যে কথাবার্ত্তা বলিবার সুবিধা হইত।

আন্দামান পাগলা গারদ হইতে মান্দ্রাজ পাগলা গারদে আসিয়া একটা প্রধান পার্থক্য লক্ষ্য করিলাম এই যে, সেখানে ইউরোপীয় অথবা ইউরেশিয়ান রোগীদেরও থাকিবার ব্যবস্থা আছে এবং দেশীয় ও ইউরোপীয় উভয়বিধ রোগীর সেবার জন্যই নার্স নিযুক্ত আছে। যদিও মেডিকাল কলেজ হাঁসপাতাল অথবা অন্যান্য বড় বড় হাঁসপাতালে আজকাল কখনও কখনও দেশীয় নার্স দেখিতে পাওয়া যায়, পাগলা গারদের হাঁসপাতালে কখনও দেশীয় নার্স কাজ করিতে দেখি নাই। যাঁহারা সেখানে কাজ করেন তাহারা প্রায়ই ইউরোপীয় অথবা ইউরেশীয় সমাজভুক্ত এবং তাঁহাদিগের ঐরূপ ভয়াবহ স্থানেও কাজ করিতে যাওয়া খুবই সাহসের কাজ বলিতে হইবে, কারণ সেখানকার ব্যাপার যাহা স্বচক্ষে দেখিয়াছি তাহাতে পুরুষলোকদিগেরই এরূপ স্থানে কাজ করা আশঙ্কাজনক, মেয়েদের তো ভয় পাইবারই কথা ; যাঁহারা সেখানে কাজ করিতে যান বোধ হয় একেবারে প্রাণের মায়া ত্যাগ করিয়াই যান। কিন্তু দীন দুঃখী দরিদ্র অসহায় পাগলদিগের মধ্যে

তাহাদিগের মাতৃতুল্য স্নেহহস্ত অশেষবিধ মানসিক ক্লেশ উপশম করিয়া থাকে সন্দেহ নাই।

সবাই ছেড়েছে নাহি যার কেহ
তুমি আছ তার, আছে তব স্নেহ,
নিরাশ্রয় জন পথ যার গেহ,
সেও আছে তব ভবনে ॥"

গানটি যেন ঠিক এইরূপ স্থলেই প্রযুজ্য। এত দিনকার কঠিন কর্ম্মভার-পীড়িত শুষ্কতার পর এই নূতন ব্যবস্থা আমার পক্ষেও কতকটা সরস বলিয়া বোধ হইতে লাগিল,—যেন কতকটা বাড়ীর স্নেহ মমতার অভাবজনিত দুঃখ ভুলিয়া থাকিবার অবসর পাইতে লাগিলাম। তবে হাজার হোক, 'পাগলা-গারদ' বেশীদিন এরূপ স্বাচ্ছন্দ্য ভোগ করিতে হইল না।

কিছুদিন যাইতে না যাইতেই আমার পাশের কুঠুরীতে কয়েকজন গোরা সৈন্য মিলিয়া উহাদের মধ্যে একজনকে ভর্ত্তি করিয়া দিয়া গেল। নাম জিজ্ঞাসা করিলে সে এক নিঃশ্বাসে বলিয়া ফেলিত এড্মিরাল রিচার্ড্সন। বাড়ী কোথায় জিজ্ঞাসা করিলে বলিত 'বেনীস্ক'নাগু। একদণ্ড বসিয়া থাকিতে পারিত না, সর্ব্বদাই চঞ্চল, কাপড় পরাইয়া দিলে দুদণ্ড গায়ে রাখিতে পারিত না, কুঠুরীর সম্মুখেই দাঁড়াইয়া প্রস্রাব করিয়া ভাসাইয়া দিত। প্রতিনিয়ত তাহাকে খাওয়াইবার জন্য স্নান করাইবার জন্য, কাপড় পরাইবার জন্য চার পাঁচ জন লোক লাগিয়া থাকিতে হইত। প্রথম অবস্থায় বার বার করিয়া তাহার জন্য নানা প্রকার খাবার আসিতে লাগিল, যেন আমাকে পরীক্ষা করিবার জন্যই আমার সম্মুখে আমাদের দু'জনের প্রতি আদর যত্নের এতটা প্রভেদের সৃষ্টি করা হইল।

আমার নিজেরও মানসিক অবস্থা তখন একবারে সুস্থ নহে। আমার মন

হইতে লাগিল যেন আমারই খাবার আমাকে দেখাইয়া দেখাইয়া তাহাকে খাইতে দেওয়া হইতেছে। অবশেষে একদিন সত্য সত্যই ধৈর্য্যচ্যুত হইয়া তাহার খাবারের বাটি ধরিয়া টানাটানি আরম্ভ করিয়া দিলাম। যে 'বয়' তাহার খাবার আনিত সে আমাকে ছাড়াইবার জন্যই একখণ্ড জুতা হাতে করিয়া একেবারে আমার কপালে মারিয়া বসিল। গোরাটি যদিও বয়কে ঐ খাবারেরর বাটিটা দিয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিল তথাপি বয় আপন কর্ত্তব্য ভুলিল না, তাহাকে খাওয়াইতে লাগিল। আমি যেন কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হইয়া আপন কুটুরীতে ফিরিয়া আসিলাম।

বলিতে ভুলিয়া গিয়াছি, আমি মাদ্রাজ পাগলা-গারদে আসিবার পরের দিনই আমার বন্ধু জুটিয়া গেল। সেও সেখানকার একজন রাজনৈতিক কয়েদী, টীন্নেভেলী হইতে চারি বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়। সে তখন পাগলা গারদের অধীনে অপেক্ষাকৃত সুস্থ কয়েদীদিগের জন্য যে স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে সেখানে থাকিত ও কাজ করিত। আমার সঙ্গে প্রথম দেখা হইবার সময় বড় একটা কথাবার্ত্তা কিছু হইয়া উঠিল না, তবে আমি যেখানে থাকিতাম সেখানটা ছিল হাঁসপাতালের অধীনে, কাজেই ঔষধের জন্য অথবা অন্য কোনও একটা অছিলায় সে আসিয়া মাঝে মাঝে আমার সহিত দেখা করিয়া যাইত। ক্রমে উহার সাহায্যে এবং লোকের মুখে শুনিয়া শুনিয়া একটু তামিল ভাষা শিখিতে লাগিলাম।

রিচার্ডসন আমার পাশের কুঠুরীতে আসিবার কিছুদিন পরেই আমাকে অপর একটি কুঠুরীতে বদলী করা হয়। সেখান হইতে বদলী হইবার পূর্ব্বে একটা বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলাম যে, উহার শরীরে এমন সকল উৎকট রোগ-বিষ প্রবিষ্ট হইয়াছে যে, উহার মুখ হইতে যে থুতু ফেলিত তাহা মাটিতে পড়িয়া একেবারে সাদা ফেনার মত চটচটে হইয়া জমিয়া যাইত এবং উহার

উপর মাছি আসিয়া বসিলে সে প্রায় আধ হাত দূর হইতে তর্জ্জনির দ্বারা লক্ষ্য করিয়া ইংরাজী বর্ণমালা হইতে কোন একটী অক্ষর উচ্চারণ করিবা মাত্র যে মাছিটির প্রতি লক্ষ্য করা হইয়াছিল সেটি মরিয়া যাইত; এইরূপে ক্রমান্বয়ে চার পাঁচটি মাছি মরিয়া যাইতে আমি স্বচক্ষে দেখিয়াছি। ঐরূপ অবস্থায় উপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা না থাকিলে হয় তো সে নিজেই ঐ বিষের হাত হইতে রক্ষা পাইত কি না সন্দেহ।

পূর্ব্ব কুঠুরী হইতে বদলীর পর আমাকে যে কুঠুরীতে রাখা হইল, তথায় যাইতে না যাইতে আমি এক মহা উৎপাতের মধ্যে পড়িয়া গেলাম। একদিন সন্ধ্যার সময় আমি আমার বিছানায় শুইয়া আছি এমন সময় তথাকার একজন ওয়ার্ডার আসিয়া "হাঁ্যা তুমি এখন সন্ধ্যার সময় পড়িয়া পড়িয়া ঘুমাইতেছ," এই বলিয়া হঠাৎ আমার ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়! আমি তখনও মাদ্রাজের পাগলা-গারদে নূতন বলিতে হইবে; সেখানকার হাল চাল তখন ভালরূপ জানি না। ওয়ার্ডারের ঐরূপ ব্যবহার দেখিয়া একেবারে চটিয়া গিয়া উহাকে তীব্র ভৎর্সনা করিলাম, ওয়ার্ডারও একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য হইয়া আমাকেই ভয় দেখাইবার চেষ্টা করিল ও অপর একজন ওয়ার্ডারকে একখানা চটের কম্বল আনিতে বলিল। চটের কম্বল আসিলে নিজে চাবি দিয়া তালা খুলিয়া আমার কুঠুরীর ভিতর প্রবেশ করিল ও ঐ কম্বল দিয়া আমার মুখ গলা পর্য্যন্ত জড়াইয়া জোরে টানিয়া ধরিল এবং সম্মুখে, পশ্চাতে, দক্ষিণে এবং বামে কয়েকবার কাত করিয়া অবশেষে টানিয়া উপর দিকে লম্বা করিয়া তুলিল,এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমার সর্ব্বশরীরে খুব প্রহার করিল।

এইরূপ চলিতেছে এমন সময় বোধ হইল যেন আমার ঘরের চারিদিক ঘিরিয়া ঘূর্ণীবায়ুর মত কি একট চলিয়া যাইতেছে এবং পর মুহূর্ত্তেই বোধ

হইল যেন আমার মুণ্ডটি উড়িয়া গিয়াছে। এরূপ অবস্থা দেখিয়া যে ওয়ার্ডার আমাকে মারিতেছিল সেও ভীত এবং বিমূঢ়ের ন্যায় বলিয়া উঠিল, একি ব্যাপার! কত লোককে এই রকম মারিয়াছি কিন্তু এইরূপ তো কখনও দেখি নাই! আমার মাথা উড়িয়া গিয়াছে এরূপ বোধ হইয়াছিল অনুমান কয়েক সেকেণ্ড কাল, এবং ঐ সময়ের জন্য আমিও সংজ্ঞা হারাইয়াছি এরূপ বোধ করি নাই। যা-কিছু হইতেছে শুনিতে পাইতেছি এবং এক প্রকার দেখিতে পাইতেছিও বলা যাইতে পারে। কারণ তখন আমার ঠিক বোধ হইতেছে যেন আমি কবন্ধের ন্যায় মাটিতে পড়িয়া আছি এবং ঐ অবস্থাতেই শনির দৃষ্টিতে গণেশের মুণ্ড উড়িয়া গিয়াছিল এই আখ্যায়িকার কথাও মনে মনে আলোচনা করিয়া লইলাম।

কয়েক সেকেণ্ড পরেই যখন আবার ধড়ে মাথা আসিয়া লাগিয়াছে বলিয়া অনুভব করিলাম তখন মনে হইল বুঝি বা বাঁচিয়া গেলাম। অতঃপর যখন আমাকে সেই রাত্রের জন্য অন্য এক ঘরে লইয়া যাওয়া হইল, তখন বোধ হইতে লাগিল যেন আমার ঘাড় উটের মত হইয়া গিয়াছে। পরদিন সকাল বেলা সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে দেখিতে আসিলে আমি পূর্ব্ব রাত্রের ঘটনা কিছুই বলিলাম না; কিন্তু মারের চোটে আমার সর্ব্বশরীরে এমন বেদনা অনুভব করিতেছিলাম যে, একেবারে আড়ষ্ট হইয়া জড়বৎ এক কোণে বসিয়া রহিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব আমার অবস্থা দেখিয়াই বুঝিতে পারিলেন যে, একটা কিছু ব্যাপার হইয়া গিয়াছে, কারণ তাঁহাদের তো পাগলা-গারদের কাণ্ড জানাই আছে, সুতরাং তিনি আর কিছু জিজ্ঞাসা না করিয়াই আমার জন্য আহারাদির এবং অন্যান্য নানা প্রকার সুব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এইরূপে তাঁহার স্নেহ যত্নে কিছুদিনের মধ্যে কতকটা সুস্থ বোধ করিতে লাগিলাম।

অবশেষে একদিন হাঁসপাতাল হইতে আমাকে Criminal

enclosure-এ পাঠান হইল, সেখানে গিয়া আমার পূর্ব্বকথিত বন্ধুর দেখা পাইলাম এবং তাঁতশালার কাজ কিছু কিছু করিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে কাজ• কর্ম্মের ভিতর বেশ একটু স্ফূর্ত্তি পাইতে লাগিলাম এবং কতকটা সহজ ভাবেই সময় কাটিতে লাগিল। উপরোক্ত বন্ধুটির নিকট সেখানকার স্থানীয় ভাষা শিক্ষা করিবারও একটা বিশেষ সুবিধা পাইলাম, কারণ ইংরাজি জানা লোক না হইলে ভারতীয় অন্যান্য ভাষা যেমনই হোক, তামিল ভাষা শিক্ষা করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িত। সংস্কৃত মূল ভাষাভাষীর পক্ষে একেবারে বিভিন্নমূল তামিল ভাষা এক প্রকার দুর্ব্বোধ্য কটমট বলিয়া বোধ হয়, তবে অবশ্য আজকালকার আধুনিক তামিল অনেক সংস্কৃত শব্দদ্বারা আপন কলেবর পুষ্ট করিয়াছে। তাই প্রথম প্রথম স্থানীয় লোকদিগের কথাবার্ত্তার ভিতর যে সকল সংস্কৃত শব্দ ব্যবহৃত হইত, কান পাতিয়া সেইগুলিই লক্ষ্য করিতাম এবং তৎসাহায্যে একটা অর্থ করিয়া লইতাম; হয় তো এক এক সময় একেবারে বিপরীত অর্থ করিয়া বসিতাম, না হয় আপনার মন-গড়া একটা কিছু অর্থ করিয়া লইতাম, পরে কেহ বুঝাইয়া দিলে নিজেই আপন উদ্ভাবনী শক্তির দৌড় দেখিয়া হাসিতাম।

এইরূপে বেশ এক রকম করিয়া সময় কাটিতেছে এমন সময় একদিন হাঁসপাতাল হইতে এক ওয়ার্ডার আসিয়া আমাকে লইয়া যাইবার জন্য উপস্থিত। জিজ্ঞাসা করিলে বলিল, "তোমার অসুখ করিয়াছে, তোমাকে হাঁসপাতালে যাইতে হইবে, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের হুকুম।" আমি দেখিলাম ব্যাপার মন্দ নয়; আমার অসুখ আমি না জানিলেও উহাদের আবশ্যক হইলে জানিবার পক্ষে কিছুই আটকায় না! আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "কি অসুখ হইয়াছে?" সে আমার প্রশ্নের বেগ সামালাইতে

যে উহাকে সেদিন এখানে দেখিলাম! তাঁহারা তো শুনিয়া অবাক! সে যাহা হোক, মা বাবা প্রায় মাসাবধিকাল মাদ্রাজে থাকিবেন বলিলেন এবং প্রতি সপ্তাহে দুইবার করিয়া আমার সহিত দেখা করিবার বন্দোবস্ত করিলেন। পরে একদিন আমার বিশ্বাস জন্মাইবার জন্য আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতার সস্ত্রীক ফটো ও তাহার বিলাতের চিঠি আনিয়া দেখাইলেন, তথাপি আমার যেন কেমন সন্দেহ ভঞ্জন হইল না। মনে মনে চিন্তা করিয়া ইহার কিছুই ঠিক করিয়া উঠিতে পারিলাম না। দুই-ই চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ, একদিকে উহার প্রেরিত ফটো ও চিঠি-পত্র, অপর দিকে উহার সশরীর আবির্ভাব; ব্যাপারখানা এমনই জটিল বলিয়া বোধ হইতে লাগিল যে, বুদ্ধিবিচার হার মানিতে বাধ্য হইল। তবে, লোকে জিজ্ঞাসা করিলে বলিতাম যে, আমার কনিষ্ঠ ভ্রাতা বিলাতেই আছে, কিন্তু কথাটা খুব জোর করিয়া বলিতে পারিতাম না।

এই সকল দেখিয়া শুনিয়া মনে হয় যে, আমাদের পক্ষে অস্তিগুণসম্পন্ন জাগতিক ঘটনাবলীর প্রত্যেকটার ঠিক তুল্যসম্পর্কে নাস্তিগুণসম্পন্ন এমনি প্রতিক্রিয়া আছে যাহা স্থান ও কালবিশেষে প্রকটিত হইলে, সত্য মিথ্যার একেবারেই বিপর্য্যয় ঘটাইয়া দিতে পারে। তবে পার্থিব সম্পর্কে অস্তির রাজ্য যতদিন পর্য্যন্ত না আপন কর্ম্মোদ্যম নিঃশেষে ব্যয়িত করিয়াছে ততদিন পর্য্যন্ত নাস্তির রাজ্য আপন আধিপত্য সর্ব্বতোভাবে বিস্তার করিবার সুযোগ পায় না। কেবল বিশেষ বিশেষ অবস্থাতে আকস্মিক ভাবে প্রকটিত হয় মাত্র। কিন্তু এই আকস্মিকতাই আমাদিগের চিরাভ্যস্ত ও জাড্যদোষযুক্ত বুদ্ধির পক্ষে জ্ঞানাঞ্জনশলাকা, যাহার উপকারিতা ক্ষুদ্র বৃহৎ ভেদে সকল ব্যাপারেই কখনও না কখনও আমরা সকলেই অনুভব করিয়া থাকি। বাহ্যবস্তুবিষয়ক জ্ঞানলাভ করিতে হইলে আমরা দুই বিপরীত দিক হইতে উহা লাভ করিতে পারি। প্রথমতঃ কোনও বাহ্য বিষয়কে উহার

পারিপার্শ্বিক বিষয় হইতে বিশ্লেষণ করিয়া তৎপ্রতি আপন মনোযোগ স্থাপন দ্বারা, অথবা দ্বিতীয়তঃ কোনও বাহ্য বিষয় পারিপার্শ্বিক বিষয় হইতে আপন বিশিষ্টত্ব গুণে অথবা পার্থক্যের প্রাবল্যে আমাদিগের মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে। এস্থলে বিষয় বলিতে কেবল জড় বস্তু বুঝিলেই চলিবে না, চেতন অচেতন উদ্ভিদ সর্ব্বপ্রকার বিষয়ই বুঝিতে হইবে। সাধারণ ভাবে আমরা আমাদিগের অস্তিত্বকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া দেখি। যথা শারীরিক, মানসিক এবং আধ্যাত্মিক। ইংরাজীতে একটা প্রবাদ আছে "Birds of same feather flock together". বাঙ্গালায় যাহাকে বলে "চোরে চোরে মাসতুত ভাই"। তেমনি আমাদিগের জড়গুণসম্পন্ন শরীর বাহ্য জড় প্রকৃতির সহিত, এবং চেতন গুণসম্পন্ন মন ও আত্মা চেতন গুণ সম্পন্ন উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের সহিত সহজ ও নিকট সম্বন্ধে সম্বদ্ধ। পরস্পর পরস্পরের প্রতি, ঘাত প্রতিঘাত দ্বারা সহজ ভাবে আদান প্রদান এবং ভাব বিনিময়ে সক্ষম ইংরাজিতে যাহাকে বলে conduction ; কিন্তু যদি ইহাদের মধ্যে কোনও একটা এক থাক ডিঙ্গাইয়া অপর কোনটার সহিত ঘাতপ্রতিঘাত সম্বন্ধ স্থাপন করিবার চেষ্টা করে তাহা হইলেই সহজ ও সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম হইয়া পড়ে। ফলে আমরা আপন স্বভাবগত সাম্য হারাইয়া আকস্মিকতার রাজ্যে আসিয়া পড়ি। অবশ্য ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই আকস্মিকতাই আমাদিগের আমিত্ববোধকে জাগাইয়া তোলে এবং এই আমিত্ববোধই আমাদিগের ব্যক্তিগত বিশেষত্ব রক্ষার প্রধান উপকরণ। এই আমিত্ববোধ জাগরণের সঙ্গে সঙ্গেই জীব সাবালকত্ব প্রাপ্ত হয় ও আপনাপন শুভাশুভ কর্ম্মফল ভোগের অধিকার পাইয়া থাকে। নচেৎ কেবল নাঙ্গলকের অছিগিরি করিয়া স্বয়ং ভগবানকেও নাস্তানাবুদ হইতে হয় সন্দেহ নাই।

যাক্ এখন আর আমাদিগের এই সকল গবেষণা লইয়া মাথা না ঘামাইলেও চলিবে, আমাদের ইতিবৃত্ত পুনরারম্ভ করা যাক্। মা বাবা সেখান হইতে চলিয়া আসিলে পর আমিও পুনরায় আমাদিগের 'কর্ম্মস্থান Criminal enclosnre-এ ফিরিয়া আসিলাম। এবারও পূর্ব্বের ন্যায় তাঁতের কাজ করিতে আরম্ভ করিলাম এবং সকাল হইতে বিকাল চারটা পর্য্যন্ত ঐ কাজই করিতাম। মধ্যে কেবল আহারের জন্য এক আধ ঘণ্টা ছুটি লইতাম। তবে এখানকার কাজে এই সুবিধা ছিল যে, কেহ কখনও কাজের জন্য জবরদস্তি করিত না, সুতরাং যাহা কিছু করিতাম নিজের ইচ্ছাধীন বলিয়া কাজটা একটা বোঝা বলিয়া বোধ হইত না এবং কাজও অনেক বেশী করিতে পারিতাম।

এখানেই বেশ বুঝিতে পারা যায় যে, অনবরত কাজের জন্য খেঁচাখেঁচি না করিয়া যদি তাহা মানুষের স্বাধীন কর্ত্তব্যবুদ্ধির উপর ছাড়িয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে যেমন সুস্থ বোধ করে এবং কাজ করিতে পারে, তাহার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাহার স্কন্ধে চাপিয়া কাজ আদায় করিতে গেলে কখনও সে সেরূপ পারে না, কাজেই "যেন তেন প্রকারেণ" এক রকম করিয়া সারিয়া লয় এবং সুবিধা পাইলেই মাথা ফস্কাইবার চেষ্টা করে।

একদিন সকাল বেলা তখনও কাজে যাই নাই, কেবল যাইবার জন্য প্রস্তুত হইতেছি এমন সময় দেখিতে পাইলাম ফটকের দিক হইতে তিন চার জন স্ত্রীলোক আমাদের তাঁতের কারখানার দিকে আসিতেছে। আমি এক পাশে সরিয়া দাঁড়াইলে উহারা তাঁতশালায় প্রবেশ করিল এবং আমিও উহাদের পশ্চাৎ পশ্চাৎ কিছুদূর অগ্রসর হইয়া কারখানার প্রবেশ দ্বারের নিকট দাঁড়াইলাম। উহারা সোজা লম্বালম্বি ভাবে তাঁতশালার এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যাইয়া ফিরিবার সময় উহাদের মধ্যে একজন হঠাৎ

যেন আমাকে লক্ষ করিয়া একেবারে এক নিশ্বাসে আমার দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং নিকটে আসিলে মনে হইল যেন আমাকে হাত বাড়াইয়া ধরিতে চাহিতেছে, কিন্তু কেন যেন কিছুতেই পারিতেছেন না, অবশেষে হার মানিয়া বলিল, "না, এ হইবার নয়"। আমি চাহিয়া দেখিলাম আমার যে আত্মীয়ার কথা পূর্ব্বে আন্দামান বিবরণে উল্লেখ করিয়াছি ইনি তিনিই, কেবল গড়নখানা একটু লম্বা ছাঁদের, হাতে গিল্টি সোনার বালা ও কানে পূর্ব্বে উহার যেরূপ ইয়ার ড্রপস্ দেখিয়াছি, ঠিক সেইরূপই, তবে একটু বড় এবং সবই গিল্টি সোনার কাজ, পরিধানে একখানি গোলাপী রং-এর সাড়ী। উহার সঙ্গিনীরা সকলেই মাদ্রাজি মেয়ে। ব্যাপার দেখিয়া আমরা উভয়েই কিছুক্ষণ স্তম্ভিতের ন্যায় দাঁড়াইলাম, অবশেষে সকলে মিলিয়া বাহিরে আসিলে পর যাহা কিছু কথা বার্ত্তা হইল তাহাতে আমি কেবল মূক রূপে মাথা নাড়িয়া সম্মতি অথবা অসম্মতি জ্ঞাপন করিলাম মাত্র।

এখানে বলিয়া রাখা দরকার, এ পর্য্যন্ত আমার নিকট যতবার এইরূপ আকস্মিক আবির্ভাব ঘটিয়াছে প্রত্যেক বারই আমাকে পরস্পর কথাবার্ত্তার মধ্যে মূকরূপে অবস্থান করিতে হইয়াছে ; একবারও মুখ ফুটিয়া কথা বলিতে পারি নাই। তবে ইহাও বলি, এই মূকাবস্থার জন্য উহাদের নিকট আপন মনোভাব জ্ঞাপন বিষয়ে কোনই অসুবিধা অনুভব করি নাই। বলিতে কি, আমার মনের অবিকল ভাবটি যেন ঠিক সময়ে আমার মুখ হইতে কাড়িয়া লইয়া উহারা আমার নিকট উপস্থিত করিয়াছে, তাহাতে সম্মতি বা অসম্মতি-সূচক কোন ইঙ্গিত করিলেই আমার পক্ষে যথেষ্ট হইয়াছে। এইরূপে কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তার পর উহারা বাহিরের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিল এবং ফটকের নিকট আসিলে আমিও তথায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে জেলরক্ষীদের ঘরে যে সাহেব-ওয়ার্ডার উপস্থিত ছিলেন তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

"ইনি কে ?" "অর্থাৎ ঐ গোলাপী রং-এর কাপড় পরা মেয়েটী কে ?" আমি আর কি বলিব, চুপ করিয়া রহিলাম, অর্থাৎ—অনুমান করিয়া লউন এইরূপ ইঙ্গিত করিলাম মাত্র। সাহেব-ওয়ার্ডারটী সেখানকার স্থানীয় একজন খৃষ্টান, আমাকে ঠিক আপন ছোট ভাইয়ের মত স্নেহ করিতেন এবং জেল হইতে ছাড় পাইয়া কলিকাতা আসিবার সময় ইনিই আমাকে লইয়া আসেন। আমার ইঙ্গিত বুঝিয়া তিনি বলিলেন, "বুঝিয়াছি ইনিই তোমার প্রণয়পাত্রী, কিন্তু তুমি ভুল করিতেছ, ইঁহারা মানবী নহেন।" আমি কথাটা একেবারেই বুঝিতে পারিলাম না, সুতরাং আমার ধারণা পূর্ব্ববৎই রহিয়া গেল। ভাবিলাম পূর্ব্বে যেরূপ কোনও উপায়ে আন্দামান আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবারও সেইরূপ, আমি আন্দামান হইতে চলিয়া আসিয়াছি বলিয়া এখানে আসিয়া উপস্থিত। উহারা ফটকের বাহির হইয়া চলিয়া যাইতে লাগিল এবং আমি কেবল হাঁ করিয়া উহাদের দিকে চাহিয়া রহিলাম, অবশেষে কিছুদূর অগ্রসর হইয়া যেন আমার ঐরূপ সতৃষ্ণদৃষ্টি সহ্য করিতে না পারিয়া আমাকে আশ্বাস দিবার জন্য বলিল—"এরূপ ভাবে চাহিয়া থাকিও না, আমি নিকটেই আছি, ভয় কি, মাঝে মাঝে দেখা হইবে।" আমিও যেন ঐ কথায় আশ্বস্ত হইয়া ফিরিলাম। কথাবার্ত্তা যা কিছু হইল তখনকার জন্য সব ইংরাজীতেই হইল এবং সে এমন সচ্ছল ভাবে ইংরাজী বলিতে শিখিয়াছে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম এবং খুসীও হইলাম।

এই ঘটনার পর আর একদিন সন্ধ্যাবেলা সকলে, আহারাদির পর, আপনাপন কুঠুরীতে অথবা ঘরে আবদ্ধ আছি এমন সময় কেমন করিয়া কোথা হইতে আমাদিগের পূর্ব্বোক্তা আত্মীয়াটী আসিয়া আমার কুঠুরীর সম্মুখে হাজির, এবার আর সঙ্গিনী দলবল কেহই সঙ্গে নাই, নিজে একা মাত্র। কিছুক্ষণ আমার কুঠুরীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা হইল, অবশ্য আমি

উহাতে পূর্ব্বের ন্যায় মূকরূপেই অবস্থান করিতে লাগিলাম এবং ইঙ্গিত-দ্বারা সম্মতি অথবা অসম্মতি জ্ঞাপন করিতে থাকিলাম। এরূপ ভাবে আর কতদিন কাটিবে! পূর্ব্বের ন্যায় যদি আন্দামানে থাকিতাম তাহা হইলে হয় তো দশ বৎসর পরে Ticket of leave লইয়া বিবাহাদি করিয়া একসঙ্গে বসবাস করা সম্ভবপর হইত। কিন্তু এ পাগলা-গারদ, এখানে ঐরূপ কোনই ব্যবস্থা নাই, সুতরাং উপায়ান্তর না দেখিয়া বলিলাম (অর্থাৎ উহার মুখেই কথাটা বলা হইল, আমি তাহাতে সায় দিলাম মাত্র) "আপাততঃ আপন ভরণ পোষণের জন্য কোথাও একটা কাজকর্ম্ম খুঁজিয়া লও এবং যা হোক করিয়া দিনাতিপাত করিতে থাক। বিশ বৎসর পরে যদি কখনও কারামুক্তি লাভ করিতে পারি, পুনরায় মিলিত হইব।" বলা বাহুল্য আমি ইহার সহিত পার্থিব জ্ঞানেই যাহা কিছু বলিবার বলিয়াছি, নচেৎ এরূপ কথা হইবারই কোনও কারণ ছিল না। সে যদিও মাঝে মাঝে আপন প্রকৃত স্বরূপ আমাকে বুঝাইবার প্রয়াস পাইয়াছে তথাপি আমার পক্ষে উহা ধারণা করা একেবারেই সম্ভব হয় নাই! একেবারে জাজ্বল্যমান রক্ত মাংসের শরীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছে, উহার সম্বন্ধে অন্য প্রকার ধারণা কি করিয়া মনে স্থান পাইবে? সুতরাং তখন হইতে আমার মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হইয়া গেল যে, সে নিকটেই কোথাও রহিয়াছে; শুধু সে কেন, মা বাবা আমার সহিত দেখা করিয়া চলিয়া যাইবার পর হইতে তাঁহাদের সম্বন্ধেও ঐরূপ একটা ধারণা জন্মিয়া গেল; কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা তো পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এইরূপে আত্মীয় স্বজনদিগের মধ্যে ক্রমে আরও অনেকের সম্বন্ধেই ঐরূপ ধারণা জন্মিতে লাগিল। সর্ব্বদাই যেন তাঁহারা নিকটেই কোথাও আছেন এইরূপ মনে হইত।

ইহার কারণ উঁহাদের প্রত্যেকেরই আতিবাহিক সত্তা এমনই ভাবে

আমার মানসাকাশকে পূর্ণ করিয়া অবস্থান করিত যে, আমার তাহাতেই ভ্রম জন্মাইয়া দিত এবং আমি অনুমান করিয়া লইতাম যে, উঁহাদের পার্থিব সত্তাও নিকটেই কোথাও অবস্থিত। তখনও এই আতিবাহিক সত্তা সম্বন্ধে আমার ধারণা বিশেষ পরিস্ফুট হয় নাই, সুতরাং পার্থিবের সহিত অনেক সময়ই জড়াইয়া ফেলিয়াছি এবং ভ্রমে পতিত হইয়াছি। তখন মনে হইয়াছে আতিবাহিক যখন এত সন্নিকট তখন পার্থিবও অবশ্য নিকটেই কোথাও হইবে, নচেৎ ইহা আসিবে কেমন করিয়া। সাধারণ ভাবে যেমন ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও সুঘ্রাণ অনুভূত হইলে নিকটেই কোথাও ঐরূপ ঘ্রাণবিশিষ্ট কোনও বস্তু রহিয়াছে এরূপ অনুমান হয়, অথবা শ্রবণেন্দ্রিয় দ্বারা কোনও পরিচিত কণ্ঠস্বর শ্রুত হইলে ঐ ব্যক্তি নিকটেই কোথাও রহিয়াছে এরূপ অনুমান করিতে কোনই দ্বিধা বোধ হয় না, এস্থলে আমার অনুমানও কতকটা প্রায় তদ্রূপ বলিতে হইবে; এবং বলিতে কি, যদি জেল হইতে একেবারে নিষ্কৃতি পাইয়া বাহিরে না আসিতাম তাহা হইলে আমার এই ভ্রান্ত ধারণা কখনও পরিবর্ত্তিত হইত কি না কে বলিতে পারে?

প্রথম অবস্থায় যখন ঐ সকল বিম্বদেহের আবির্ভাব হইত তখন সত্য হোক, মিথ্যা হোক, একপ্রকার আত্মপ্রসাদ লাভ হইত। আত্মীয়স্বজনগণের অভাব জনিত দুঃখ বড় একটা মনে স্থান পাইত না, কিন্তু ক্রমে ব্যাপার এমনই গড়াইতে লাগিল যে, এই অপরিচিত রাজ্যের সহিত নিঃসঙ্কোচ ঘনিষ্টতার ফল হাড়ে হাড়ে অনুভব করিতে বাধ্য হইলাম। থাক্, সে কথা আর বলিয়া এখন কাজ নাই, আপন অজ্ঞতার ভোগ আপনি না ভুগিয়া আর কাহার ঘাড়ে চাপাইব?

এখন কথা হইতেছে ঐ সকল অতিলৌকিক দেহের সহিত আমাদিগের

এই পার্থিব দেহের এরূপ ধর্ম্মগত পার্থক্য কি করিয়া সম্ভবপর হইতেছে? প্রথমতঃ দেখিতেছি আমাদিগকে পার্থিব সত্তা লাভ করিতে হইলে দশ মাস গর্ভবাস ব্যতীত গত্যন্তর নাই, কিন্তু উহাদিগের সম্বন্ধে তেমন কোনও বিধি দৃষ্ট হইতেছে না। আমাদিগকে যেমন নগ্ন দেহে মাতৃক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিতে হইতেছে, উহাদিগের তাহা কিছুই করিতে হইতেছে না, যদৃচ্ছাক্রমে আপন পূর্ণাবয়ব লইয়া, এমন কি বসনভূষণে সুসজ্জিত হইয়া আবির্ভূত হইতেছে; ইঁহাদের জন্য মাতৃক্রোড়ের কোনই আবশ্যক দৃষ্ট হইতেছে না, ইহার অর্থ কি? এক যাত্রায় পৃথক ফল কেমন করিয়া সম্ভব হইতেছে! একেবারে পার্থিব দেহ ধারণ করিয়া আসিবে, অথচ উহাতে পার্থিব ধর্ম্মের কোনই বন্ধনই দৃষ্ট হইবে না, ইহা স্বীকার করিতে গেলে যে আমাদিগের দর্শন বিজ্ঞান সব একেবারে বাতিল হইয়া যাইবার কথা। কিন্তু তাহাই বা কেমন করিয়া স্বীকার করি। সচরাচর আমাদিগের পার্থিবধর্ম্মী জীবের পক্ষে পার্থিব দর্শন বিজ্ঞান অকাট্য বলিয়াই প্রমাণিত হইতেছে, সুতরাং ইহা স্বীকার করিতে হইতেছে যে, এই দুই আপাত বিপরীত রাজ্যের মধ্যে অবশ্য কোথাও একটা সামঞ্জস্য রহিয়াছে, নচেৎ সর্ব্বতোভাবেই এক অন্যের সীমার বহির্ভূত থাকিয়া যাইত। পরস্পর পরস্পরের সহিত পরিচিত হইবার কোনই কারণ হইত না। এখন দেখা যাক, এই সামঞ্জস্য কোথায় এবং কি প্রকার।

মোটামুটি ভাবে বুঝিতে গেলে আমাদিগের জাগতিক আবর্ত্তন বিবর্ত্তনের মূলে দুইটা শক্তি কার্য্য করিতেছে দেখিতে পাই—একটী কেন্দ্রানুগ এবং অপরটী কেন্দ্রাতিগ। কেন্দ্রানুগ শক্তির বলে পার্থিব বস্তুনিচয় পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে এবং কেন্দ্রাতিগ শক্তির বলে বিপরীত দিকে ধাবমান হইবার প্রয়াস পাইতেছে। এই উভয় শক্তির সাম্যাবস্থাতে বস্তুনিচয় কোন একদিকে বিক্ষিপ্ত না হইয়া স্বস্থানে অবস্থান করিতে

সমর্থ হইতেছে। সাধারণ জড়বস্তু সম্বন্ধে এই বিধিই যথেষ্ট হইলেও ইচ্ছাশক্তিসম্পন্ন জীব সম্পূর্ণরূপে ঐ পূর্ব্বোক্ত দুই শক্তির অধীন দৃষ্ট হয় না। জীব ঐ দুই শক্তির মধ্যবর্ত্তী রূপে অবস্থান পূর্ব্বক আপন ইচ্ছানুরূপ এক তৃতীয় শক্তির প্রয়োগদ্বারা যথেচ্ছ বিচরণ করিতে সক্ষম। তবে এই ইচ্ছা-শক্তিকেই যদি আমরা মাধ্যাকর্ষণ, মহাকর্ষণের ন্যায় অথবা কেন্দ্রানুগ কেন্দ্রাতিগ শক্তির ন্যায় পার্থিব এবং অপার্থিব এই দুইভাগে বিভক্ত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করি তাহা হইলে বোধ হয় আমাদিগের লৌকিক ও অতিলৌকিকের প্রক্রিয়া কতকটা পরিস্ফুট হইয়া আসিবে।

আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে, আমাদিগের পার্থিব লোকে জন্ম-গ্রহণ করিবার একমাত্র পথ মাতৃগর্ভবাস, অর্থাৎ—পার্থিব জড় প্রকৃতির সহিত এমনি ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শ যদ্দ্বারা আমরা একেবারে পার্থিব গুণসম্পন্ন হইয়া যাই। ফলে আমাদিগের ইচ্ছাশক্তিও আপন অপার্থিব ও ব্যাপকতর স্বরূপ হইতে বিশ্লিষ্ট হইয়া পার্থিব গণ্ডীর অধীনে আপন আপেক্ষিক স্বাধীনতা রক্ষা করে মাত্র, আপনাকে সম্পূর্ণ স্বাধীন বলিয়া অনুভব করিতে পারে না। অপর পক্ষে অপার্থিব অথবা অতিলৌকিক যে ইচ্ছার কথা উল্লেখ করিলাম উহা পার্থিব সম্পর্কে জাড্যগুণ নির্ম্মুক্ত বলিয়া পার্থিব হইতে অশেষ গুণে অধিক মুক্ত ও স্বাধীন। তবে একদিকে যেমন স্বাধীন, অপর দিকে উহা পার্থিব ব্যাপারে পার্থিব অপেক্ষা ক্ষণস্থায়ী; কারণ, পার্থিবের যে জাড্যগুণ (inertia) রহিয়াছে উহাতে তাহার অভাব। কাজেই যখনই ঐ সকল আবির্ভাব লক্ষিত হইয়াছে তখনই দেখা গিয়াছে যে, উহা কেবল মাত্র অল্পক্ষণই পার্থিব আকারে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছে এবং পরক্ষণেই শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে।

এস্থলে একটী বিষয় আলোচনা করিব যদ্দ্বারা পার্থিব এবং অপার্থিব

এই দুই ইচ্ছাশক্তির প্রকৃতিগত বিভেদ কতকটা আমাদিগের ধারণার বিষয় হইবে আশা করা যায়। এখানে বিষয়টী হইতেছে উভয়ের গতিশক্তি। এক খণ্ড ইষ্টক যদি একটী সূত্রে অথবা রজ্জুর এক প্রান্তে বাঁধিয়া অপর প্রান্ত ধরিয়া ঘুরান যায় তাহা হইলে হস্তস্থিত প্রান্তভাগ যে সময়ে একবার আপনার চারিদিকে ঘুরিয়া আসিবে, ইষ্টকখানাও ঠিক সেই সময়েই একবার ঘুরিয়া আসিবে সন্দেহ নাই ; কিন্তু সময় এক হইলেও গতির কত প্রভেদ ! হস্তস্থিত প্রান্ত আপনার চতুর্দ্দিকে একবার ঘুরিয়া হয় তো দুই ইঞ্চি কি চারি ইঞ্চি স্থান অতিক্রম করিল, কিন্তু সেই সময়ের মধ্যেই ইষ্টক বদ্ধ প্রান্ত হয় তো দশ গজ অথবা বিশ গজ স্থান অতিক্রম করিয়া আসিতেছে। এই দৃষ্টান্তের সহিত তুলনা করিলে দেখিতে পাইব, আমাদিগের পৃথিবীর গতি সম্বন্ধেও এই কথাই প্রযোজ্য। আমাদিগের পৃথিবীও দৈনিক একবার করিয়া আপনার চারিদিকে ঘুরিতেছে এবং গতি অনুসরণ করিয়া যদি আমরা পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে অগ্রসর হই তাহা হইলে দেখিতে পাইব, গতির বেগ ক্রমশঃই হ্রাস পাইতেছে ; পুনঃ আমরা যদি কেন্দ্র ছাড়িয়া বহির্দ্দিকে অগ্রসর হইতে থাকি তাহা হইলে আমাদিগের ঠিক ইহার বিপরীত অনুভূতি জন্মিবে, অর্থাৎ—আমাদিগের গতির বেগ ক্রমশঃই বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। এই স্বতঃসিদ্ধ গ্রহণ করিলে আমাদিগের বাসভূমি পৃথিবীর উপরিভাগ হইতে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ সীমা অতিক্রান্ত হওয়া পর্য্যন্ত যতই বহির্দ্দিকে অগ্রসর হইতে থাকিব ততই গতির বেগ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইবে সন্দেহ নাই। অবশ্য এই গতি যে সত্য সত্যই আমাদিগের অনুভূতিগম্য তাহা বলিতেছি না ; কারণ পৃথিবীর গতি সবটাই আমাদিগের মধ্যে বর্ত্তিয়া গিয়াছে সুতরাং প্রত্যক্ষ অনুভূতিগম্য হয় না, অপার্থিব জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর তুলনায় অনুমান করিয়া লই মাত্র। যেমন একটী চলমান রেলগাড়ীর আরোহীবর্গ রেলগাড়ীর সম্পর্কে কোনই গতি

অনুভব করে না, কিন্তু বাহিরের নিশ্চল ভূমি এবং বৃক্ষ লতাদির দিকে তাকাইলেই ঐ গতি অনুভব করিতে পারে। এস্থানেও ঠিক তদ্রূপ। তবে গতি অনুভূত না হইলেও গতিবেগ যে আরোহীর দেহে সঞ্চারিত হইয়া যাইতেছে ইহা বোধ হয় কাহাকেও বলিয়া দিতে হইবে না। এবং পার্থিব গতি সম্পর্কে যদিও অনুভূত না হউক, কেন্দ্রানুগ হইতে কেন্দ্রাতিগ অবস্থায় সঞ্চারিত গতির বেগ বহুল পরিমাণে বর্দ্ধিত হইয়া যাইতেছে ইহাও সিদ্ধ।

এখন দেখা যাক্, আমাদিগের ইচ্ছাশক্তির উপর এই গতির তারতম্যের কোনও প্রভাব আছে কিনা। ইতিপূর্ব্বে আমরা ইচ্ছাশক্তিকে পার্থিব এবং অপার্থিব এই দুই ভাগে বিভক্ত করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছি এবং ইহাও দেখিয়াছি যে, পার্থিব, অর্থাৎ—জীব জাড্যগুণসংস্পর্শে অধিক স্থিতিশীল এবং অপার্থিব, অর্থাৎ—ঈশ্বরগতিগুণ সংস্পর্শে অধিক গতিশীল; তবে উভয়ই এক পূর্ণ সত্বার দুই দিক মাত্র পরস্পর সাপেক্ষ। অপার্থিব ইচ্ছাশক্তি আপনাতে সঞ্চারিত গতিবেগের আধিক্যের বলে দেশ এবং কালের ব্যবধানকে পার্থিবের তুলনায় একেবারে অনায়াসে ইচ্ছামাত্রেই সংক্ষেপ করিয়া লইতে পারে, কিন্তু পার্থিবের সেই শক্তি নাই অথবা থাকিলেও উহার প্রয়োগ বহু আয়াসসাধ্য, অর্থাৎ—বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক জগৎ আপন উদ্ভাবনী শক্তির বলে বৈজ্ঞানিক যান বাহন ইত্যাদির দ্বারা দেশ কালের ব্যবধানকে কতক পরিমাণে সংক্ষেপ করিতে সমর্থ হইয়াছেন সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইলেও ঐ সকল আবিষ্কার বহু আয়াস এবং প্রয়াসের ফল। অপর পক্ষে অপার্থিব অথবা ঈশ্বরগুণসম্পন্ন ইচ্ছাশক্তি যেভাবে দেশ কালের ব্যবধানকে সংক্ষেপ করিতেছেন উহা তাঁহাদের নিসর্গলব্ধ গুণ, কোনও বিশেষ প্রচেষ্টার ফল নহে। এখন বোধ হয় ঐ সকল ঐশ্বরীয় আবির্ভাব তিরোভাব সম্বন্ধে আমাদিগের ধারণা কতকটা পরিস্ফুট হইয়া আসিয়াছে। এখানে জীব এবং

ঈশ্বর—এই উভয়ের স্বরূপ সম্বন্ধে আরও কিছু বলা আবশ্যক। মূলতঃ জীব এবং ঈশ্বর উভয়ই এক, কোনই বিভেদ নাই।

"একমিদমগ্র আসীৎ", কিন্তু সৃষ্টি-বৈচিত্র্যের ভিতর উভয়ের বিভেদ রহিয়াছে এবং এই বিভেদের ফলে প্রত্যেক জীব যেমন অপরাপর জীব হইতে সমষ্টিধর্ম্মে এক হইলেও ব্যষ্টি ধর্ম্মানুযায়ী আপনাপন বৈশিষ্ট্য রক্ষা করিয়া চলিতেছে, ঈশ্বরও যে ঠিক সেইরূপে সমষ্টিরূপে এক অদ্বিতীয়স্বরূপ হইলেও বিভিন্ন জীবস্বরূপের ন্যায় বিভিন্ন আকৃতি প্রকৃতিতে বিচিত্ররূপে প্রতীয়মান হইবেন ইহাতে আর আশ্চর্য্য কি। প্রত্যেক জীব স্বরূপের আপন বিশিষ্টতানুযায়ী এক একটী ঈশ্বরস্বরূপ রহিয়াছে এইরূপ অনুমান করিয়া লইতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। এখানে আমাদিগের বস্তু-বিজ্ঞান হইতে একটী বিষয় আলোচনা করিলেই বোধ হয় যথেষ্ট হইবে। বস্তু-বিজ্ঞান বলেন, প্রত্যেক ক্রিয়ার সমসম্পর্কিত এবং তুল্য প্রতিক্রিয়া আছে। এই স্বতঃসিদ্ধ অবলম্বনে আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে, প্রত্যেক ক্রিয়ার তুল্য সম্পর্কে প্রতিক্রিয়াও ঠিক তদনুরূপ এবং তুল্যাকৃতি, যেমন আলোক এবং ছায়া। কোনও বস্তুর উপর সূর্য্যালোক প্রতিফলিত হওয়ায় বস্তুটীর যে চিত্র আমাদিগের দৃষ্টিগোচর হইতেছে, সূর্য্যালোকের অভাবজনিত ছায়া-চিত্রটীও ঠিক তাহারই অনুরূপ। ভাস্কর্য্য বিদ্যায় যেমন একটী চিত্র অঙ্কিত করিতে হইলে চিত্রপ ভূমি হইতে উহা উত্তোলিত করিয়া চিত্রটী পরিস্ফুট করা যাইতে পারে, আবার ঐ ভূমি ক্ষোদিত করিয়াও ঠিক ঐ চিত্রটীই পরিস্ফুট আকারে অঙ্কিত হইতে পারে। একটী ভাবাত্মক চিত্র এবং অপরটী অভাবাত্মক চিত্র। কিন্তু উভয়ই এক আদর্শের চিত্র। আমাদিগের পার্থিব রাজ্যের যাবতীয় অনুভূতিনিচয়কে যদি ভাবাত্মক সংজ্ঞা দান করা যায় তাহা হইলে ঠিক তুল্য সম্পর্কে অপার্থিব রাজ্যের অনুভূতিনিচয়কে অভাবাত্মক সংজ্ঞা দান করা

যাইতে পারে। এইরূপে ঠিক একই আদর্শ অবলম্বনে পার্থিব এবং অপার্থিব, ভাবাত্মক এবং অভাবাত্মক তুইটী রাজ্য স্বীকার করিয়া লইবার পক্ষে কোনই বাধা দৃষ্ট হইতেছে না। তবে সাধারণতঃ একই লোকের পক্ষে একই সময়ে উভয় রাজ্যের অনুভূতি সম্ভবপর হয় না, কেবল মাত্র যাঁহারা উভয় রাজ্যের মধ্যবর্ত্তীরূপে দণ্ডায়মান হন তাঁহাদিগেরই প্রত্যক্ষগোচর হইয়া থাকে। আবার তুই বিপরীত শক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাম অনুমান করিয়া লইলে বোধ হয় কথাটা আরও পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে। দিবালোকে আমাদিগের চক্ষু যে সকল বস্তু দেখিতে পায় পেচকের চক্ষু তাহা দেখিতে পায় না; আবার রাত্রির অন্ধকারে ঐ সকল বস্তুই পেচকের চক্ষু যেরূপ দেখিতে পায় আমরা তাহা পাই না, অথচ উভয়েই কেবলমাত্র অবস্থাভেদে একই বস্তু তুল্যরূপেই দেখিতে পাইতেছি। এস্থলে কেবল চাক্ষুষ ইন্দ্রিয়ের তারতম্যানুযায়ী অথবা বৈপরীত্যানুযায়ী অনুভব শক্তির তারতম্য অথবা বৈপরীত্যের আলোচনা করা হইল। ঠিক এইরূপেই অপরাপর ইন্দ্রিয়গ্রাম সম্বন্ধেও গুণ বৈপরীত্য অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। এবং এই গুণ বৈপরীত্যের ফলে একই বস্তু অথবা একই জগৎ ইহলৌকিক এবং পারলৌকিক ভেদে দৃশ্য অথবা অদৃশ্য, গোচর অথবা অগোচর, প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষরূপে গৃহীত হইতে পারে।

অতঃপর একদিন মনে আছে আমার যে স্থানীয় (Tinevelly case) বন্ধুটির কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি, তাহার উপর কি জানি কেন চটিয়া গিয়া তাহাকে ডাকিয়া একটা ঘরের কোণে লইয়া গেলাম, এবং অপর সকলের চক্ষের আড়ালে তাহাকে খুব ভৎর্সনা করিতে লাগিলাম। তখন বেলা প্রায় নয়টা কি সাড়ে নয়টা হইবে, বেশ পরিষ্কার দিবালোক, কোনও প্রকার ভ্রম দর্শন করিবার কথা নহে। আমার সহিত বন্ধুটির খুব বচসা চলিয়াছে

এমন সময় হঠাৎ যেন আমাকে সতর্ক করিবার জন্য সে বলিয়া উঠিল, (It is coming. ঐ আসিতেছে !! কথাটা বলিতে না বলিতেই মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথা হইতে কি একটা ঝড়ের মত আসিয়া উহার মাথাটী উড়াইয়া দিল। আমরা উভয়েই দণ্ডায়মান অবস্থাতে কথা কহিতেছিলাম ; মাথাটী উড়িয়া যাইতেই সে যেন পড়িয়া যাইতেছিল, কিন্তু আমি বাম হাতে উহার এক হাত ধরিয়া ছিলাম তাই আর পড়িতে পাইল না। পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি আমার ভাগ্যেও ঐরূপ দশা একবার ঘটিয়াছিল, তখন আমি ধরাশায়ী অবস্থায় পড়িয়াছিলাম, এস্থলে উহাকে দণ্ডায়মান অবস্থাতেই পাইলাম।

আপনারা বোধ হয় অনেকেই দশমহাবিদ্যার এক মহাবিদ্যা, ছিন্নমস্তার চিত্র দেখিয়াছেন। এই ক্ষেত্রে দেখিতে আমার বন্ধুটীর অবস্থাও ঠিক তদ্রূপ হইয়া দাঁড়াইল। ছিন্নমুণ্ড দেহের কাণ্ডভাগ স্থিরভাবে দণ্ডায়মান, স্কন্ধদেশের চতুর্দ্দিকে আবর্ত্তের ন্যায় ঘুর্ণায়মান প্রাণবায়ু অথবা যে-কোনও এক প্রকার বায়ু (সাধারণ বায়ু নহে ইহা নিশ্চিত) ভীমবেগে ঘূর্ণিত হইতেছে, স্কন্ধদেশ হইতে ছিন্নমস্তার ত্রিশিরার ন্যায় তিনটী ধারা উর্দ্ধে শূন্য পানে ছুটিয়াছে— দেখিয়া যে কি ভাব মনে উদয় হইয়াছিল তাহার যথাযথ বর্ণনা আমার পক্ষে দুরূহ ব্যাপার। তবে ব্যাপারখানা সাধারণ চক্ষে একেবারে অদ্ভুত ও আশ্চর্য্যজনক হইলেও আমার নিকট সম্পূর্ণ নূতন নহে, তাই এমতাবস্থায়ও একেবারে বিচলিত হইয়া পড়িলাম না, বরং বিষয়টী বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়া বুঝিবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম।

এক মিনিট, কি আধ মিনিট পরেই হঠাৎ যেন কোথা হইতে ঝপ্ করিয়া মস্তক স্কন্ধে লাগিয়া গেল এবং আমরা উভয়েই যেন পরিত্রাণ পাইলাম ও পরস্পারের মুখ তাকাইতে লাগিলাম, ব্যাপারের অর্থ কি কেহই পরিষ্কার বুঝিতে পরিলাম না। বিশেষতঃ আমার বন্ধুটীর উহা প্রথম

অভিজ্ঞতা, তাহার তো আশ্চর্য্য হইবারই কথা। পরে অনেক বার বিষয়টী চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি কিন্তু তথাপি ইহার অর্থ যে ঠিক বুঝিতে সক্ষম হইয়াছি এমন বলিতে পারি না। তবে এই সম্বন্ধে আমার যাহা ধারণা তাহা যথাসম্ভব ব্যক্ত করিতে চেষ্টা করিব।

পূর্ব্বে যখন একবার আমি নিজে ঐরূপ ঘটনা প্রত্যক্ষ করি তখন ওয়ার্ডারই কেবল আমার উপর হাত এবং মুখ চালাইয়াছিল, আমি কোনও প্রত্যুত্তর করি নাই। দ্বিতীয় বারের ঘটনায় আমার বন্ধুটী অথবা আমি, কেহ কাহারও প্রতি হাত না চালাইলেও, উভয়েই উত্তর প্রত্যুত্তর করিয়াছি এবং এই প্রত্যুত্তরের মধ্যে আমি আমার বন্ধু অপেক্ষা বয়সে কিছু বড় বলিয়া কতকটা মুরুব্বি গোছের, তাই তর্কস্থলে উহাকে অনেক সময় ঘাট মানিতে হইয়াছে; বিশেষতঃ কথাবার্ত্তা সব ইংরাজীতেই হইতেছিল। তাই অপেক্ষাকৃত অনভ্যাস নিবন্ধন উহাকে কিছু অধিক বেগ পাইতে হইয়াছিল। এইরূপে হার মানিতে মানিতেই যেন শেষ মুহূর্ত্তে একেবারে ঝড়ের মত এই অদ্ভুত কাণ্ড বাঁধিয়া গেল!

এখন কথা হইতেছে, এইরূপ প্রতিক্রিয়া আমরা দুইদিক হইতে আলোচনা করিতে পারি। এক শব্দ বিজ্ঞানের দিক হইতে, নতুবা আলোক বিজ্ঞানের দিক হইতে। তবে, যদিও এস্থলে আমাদিগের উভয়ের মধ্যে কেবল পরস্পরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত এবং উত্তর প্রত্যুত্তরই চলিয়াছিল, তথাপি উক্ত বন্ধুটিকে ঘরের কোণে ডাকিয়া আনিবার সময় উহার হাত ধরিয়া আনিয়াছিলাম, এবং উত্তর প্রত্যুত্তরের সময়ও যে মাঝে মাঝে উহার হাত না ধরিয়াছি এমন নহে। হাত ধরার কথাটা এখানে উল্লেখ করা দরকার মনে করিলাম; কারণ,আমাদিগের পঞ্চেন্দ্রিয়ের মধ্যে স্পর্শেন্দ্রিয়ই সর্ব্বাপেক্ষা স্থূল; অতএব যে শক্তির খেলা দেখিলাম উহা মনোরাজ্যের হইলেও শরীরের উপর

এতই প্রবল এবং স্থূল ভাবে কার্য্য করিয়াছে যে, উহাতে সেই স্থূল শক্তির আবশ্যকতাও রহিয়াছে বলিয়া মনে হয়। মূল কথা, এই শক্তির খেলার ভিতর আমরা দুই ব্যক্তি কেবল নিমিত্ত মাত্র, আমাদিগের কথা-বার্ত্তা, ইক্ষণ-প্রতীক্ষণ এই প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদন করিল এরূপ মনে করা বাতুলতা। প্রায় সবটাই আমাদের উভয়েরই অপরিজ্ঞাত প্রদেশ হইতে হঠাৎ আগন্তুক রূপে ঝড়ের মত এই ব্যাপার ঘটাইয়াছিল। যদিও আমার বন্ধুটী একটু পূর্ব্বাভাস লাভ করিয়া আমাকে সতর্ক করিবার চেষ্টা পাইয়াছিল, তথাপি ঐ সতর্কতা কার্য্যে পরিণত হয় নাই এবং ঐ পূর্ব্বাভাসও ঠিক সজ্ঞান বলিতে পারি না। এখন কথা হইতেছে, এই অপরিজ্ঞাত প্রদেশ সম্বন্ধে আমাদিগের কোনও প্রকার ধারণা সম্ভবপর কি না? যদি সম্ভবপর না হয় তবে উহা আমাদিগের পরিজ্ঞাত রাজ্যের উপর কার্য্য করিল কি প্রকারে?

যখন দেখা গেল স্কন্ধোপরি মস্তক দৃষ্ট হইতেছে না তখনি যদি হাত দিয়া তথায় সত্য সত্যই মস্তক নাই এইরূপ অনুভব করিয়া লইতে পারিতাম, তাহা হইলে বোধ হয় কথাটা আরও সপ্রমাণ হইতে পারিত। কিন্তু ঐরূপ না করা স্বত্বেও আমি নিজেই যখন দুইবার ঐরূপ ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিয়াছি তখন সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোনই কারণ নাই। তর্ক স্থলে যদি ধরিয়া লওয়া যায় যে, ঐ ঘটনা কেবল চাক্ষুষ প্রত্যক্ষমাত্র, সুতরাং সাধারণ নিয়মের বহির্ভূত বলিয়া বাস্তব নহে, ইংরাজীতে যাহাকে হিপ্‌নোটিজম বলে, বাঙ্গলায় যাহাকে বশীকরণ বলা যায়, ইহাও কতকটা তদ্রূপ। হিপ্‌নোটিজম দ্বারা একজন সাব্‌জেক্টকে যদি বলা যায়, "তুমি চক্ষু মেলিয়া অমুক লোকটীকে আর দেখিতে পাইবে না", সে সত্য সত্যই, যদিও সেই লোক উহার সম্মুখেই দণ্ডায়মান তথাপি তাহাকে দেখিতে পায় না, এমন কি যদি ঐ লোকের মস্তকে একটি টুপী

পরাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সে কেবলমাত্র টুপীটাই দেখিতে পায় এবং কেমন করিয়া ঐ টুপী শূন্যে অবস্থান করিতেছে কিছুই বুঝিতে না পারিয়া অবাক হইয়া যায়। যদি কেহ বলেন, এস্থলে আমাদিগের ঘটনার অনুভূতিও সেই রূপ, তবে উত্তরে বলিতে হয় যে, হিপ্‌নোটাইজড্ অবস্থাতে সবজেক্ট যাহা দেখিয়া অবাক্ হইতেছেন হিপ্‌নোটাইজার অথবা অপারেটারও কি তাহাই দেখিতেছেন?—তাহা নহে, কিন্তু আমরা উভয়েই একই বিষয় অনুভব করিয়াছি, অথবা আমি নিজেই একবার স্বয়ং ছিন্নমুণ্ড হইয়া যাহা অনুভব করিয়াছি পুনশ্চ বন্ধুটীর ছিন্নমুণ্ড অবস্থায় তাহাই প্রত্যক্ষ করায় আমার ধারণা বদ্ধমূল হইবারই কথা।

এখানে অধ্যাপক টিণ্ড্যাল-এর প্রত্যক্ষীকৃত একটী ঘটনার কথা আলোচনা করিলে বোধ হয় বিষয়টি কতক পরিষ্কার হইয়া আসিবে। অধ্যাপক টিণ্ড্যাল একদিন একটী সভায় বক্তৃতা করিবার জন্য উপস্থিত। সভায় বহুলোক সমাগম হইয়াছে। তাঁহার পাশেই তড়িতপূর্ণ পনরটী বড় বড় লেডেনজার প্রস্তুত রহিয়াছে, এমন সময় তাঁহার একটু অসতর্কতা নিবন্ধন হঠাৎ ব্যাটারি সংলগ্ন একটী তারে হাত লাগিয়া যায় এবং উহার তড়িৎ প্রবাহ তাঁহার শরীরের ভিতর দিয়া নিষ্ক্রান্ত হয়। তিনি বলিতেছেন, তৎক্ষণাৎ তাঁহার জীবনী-শক্তি যেন কিছুক্ষণের জন্য একেবারে blotted out, অর্থাৎ—মুছিয়া গেল অথচ তাহাতে তাঁহার কোনও বেদনা অনুভূত হইল না। মুহূর্ত্তকাল পরেই তাঁহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, অস্পষ্টভাবে সভাস্থ শ্রোতৃবর্গ এবং তাঁহার যন্ত্রপাতি দেখিতে পাইলেন, এবং তৎসাহায্যে অনুমান করিলেন যে, তিনি ব্যাটারি হইতে তড়িৎ প্রবাহের আঘাত পাইয়াছেন। তাঁহার তাৎকালিক অবস্থাজ্ঞাপক বুদ্ধিবৃত্তি অতিশয় ক্ষিপ্রগতিতে ফিরিয়া আসিল, কিন্তু দৃষ্টি

শক্তি তাহা পারিল না। শ্রোতৃবর্গ যাহাতে ব্যাপার দেখিয়া বিচলিত না হন, তাই তিনি বলিলেন, "আমার অনেক দিন যাবৎ ইচ্ছা এইরূপ আকস্মিক ভাবে একবার বৈদ্যুতিক আঘাত পাই। সেই বাসনা আজ সফল হইল।" কিন্তু যখন তিনি ঐ কথা বলিতেছেন তখন তাঁহার শরীরের অবস্থা যাহা তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইয়াছিল তাহা অত্যন্ত আশ্চর্য্য-জনক। তিনি দেখিতে পাইলেন যেন তাঁহার শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সব খণ্ড খণ্ডরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, তাঁহার হস্তদ্বয় যেন সমগ্র দেহভাগ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া শূন্যে ঝুলিতেছে। বস্তুতঃ তাহার বুদ্ধি ও বিচারশক্তি অতি সত্বরই স্বাভাবিক কার্য্য করিতে সক্ষম হইয়াছিল; কিন্তু অন্যান্য ইন্দ্রিয় বৃত্তিনিচয় সেরূপ পারে নাই।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায়, আমাদিগের জন্মকাল হইতে আমাদিগের শারীরিক এবং মানসিক বৃত্তিনিচয়ের মধ্যে বুদ্ধিবৃত্তিই প্রায় সর্ব্বশেষ পরিণতি প্রাপ্ত হয়। কথায় বলে "গয়লার আশী বছরে বুদ্ধি হয়"। এ স্থলে কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত, যাহা সর্ব্বশেষ পরিণতি প্রাপ্ত হইয়াছে তাহাই সর্ব্বপ্রথম আবির্ভূত হইল, যেমন ক, খ, গ, এই পর্য্যায় উল্টাইয়া দিলে গ, খ, ক, হইয়া যায়। বুদ্ধিবৃত্তি আবির্ভূত হইলেও শরীরে তড়িতাঘাৎজনিত অণু পরামাণুর ভিতর যে গতিবেগের সৃষ্টি হইয়াছিল, তাহা সাম্যাবস্থা প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বাঙ্‌নিস্পত্তি করিতে যাওয়ায় অধ্যাপক সাহেবের ধারণাশক্তি অথবা ইন্দ্রিয়গ্রামের স্বাভাবিক কার্য্যকারী শক্তি কিছুক্ষণের জন্য ঐরূপ বিক্ষিপ্ত অথবা বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া যায়, তাই তিনি ঐরূপ দেখিয়াছিলেন এরূপ অনুমান করিতে বোধ হয় কাহারও আপত্তি হইবে না। এখন আমাদিগের আলোচ্য ঘটনার সহিত উক্ত ঘটনার পার্থক্য এই হইতেছে যে, টিণ্ড্যাল

সাহেব স্বয়ং যাহা অনুভব করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার ব্যক্তিগত অনুভূতি মাত্র, সভাস্থ অপর কেহই ঐরূপ অনুভব করেন নাই বা দেখেন নাই, কিন্তু আমাদিগের ঘটনায় আমরা উভয়েই অনুভব করিয়াছি, অর্থাৎ— আমি যাহা চাক্ষুষ দেখিয়াছি আমার বন্ধুটীও তাহাই অনুভব করিয়াছেন; সুতরাং ব্যাপারখানা কেবলমাত্র ব্যক্তিগত অনুভূতি বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে না। উহাতে সমষ্টিগত অনুভূতিরও একটী সাধারণ ভূমি রহিয়াছে বলিতে হইবে। পরে আমরা দেখিতে পাইব, কেবল দুইজন কেন বিশ পঁচিশ জন কিম্বা ততোধিক লোকের সমক্ষেও অতিলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে; আবশ্যক হইলে তাহাহাদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সাক্ষ্য পর্য্যন্ত লওয়া যাইতে পারে। আমি নিজে ঐরূপ অতিলৌকিক রাজ্য হইতে আমার সম্মুখে আবির্ভূত ব্যক্তিদিগের সহিত আলাপ সালাপ এমন কি করমর্দ্দন পর্য্যন্ত করিয়াছি। উহাদের আবির্ভাবকালস্থায়ী শরীর প্রায় আমাদিগের পার্থিব শরীরের ন্যায় স্থূলগুণ সম্পন্ন, এমন কি স্পর্শ পর্য্যন্ত করা যায়; সুতরাং ঐরূপ দেহ যখন চক্ষের সম্মুখে শূন্যে মিলাইয়া যাইতেছে তখন কি এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না যে, আমাদিগের পরস্পর বাক্‌বিতণ্ডার মধ্যে ঐ প্রকার কোনও ঐশী শক্তি প্রবলের সহায়তা লইয়া দুর্ব্বলকে অথবা তাহার শরীর কিম্বা শরীরের অংশ-বিশেষকে ক্ষণকালের জন্য একেবারে অদৃশ্য এমন কি কারণরেণুতে পরিণত করিয়া দিতে পারে? এবং স্বয়ং যে প্রকারে আবির্ভূত হইতেছেন সেই প্রকারেই পুনঃ বিশ্লিষ্ট অংশদ্বয় অথবা শরীর পূর্ব্বের ন্যায় পূর্ণাবয়ব করিয়া দিতে পারেন? যে তড়িৎ-শক্তির অথবা আলোক-শক্তির গতি নিমিষে লক্ষ কোটী মাইল নির্দ্ধারিত হইতেছে ঐরূপ কোন প্রকার শক্তির পক্ষে ইহা আর আশ্চর্য্যজনক বলিয়া বোধ হইবে কেন?

এখন আমরা ইহার পরের ঘটনা বর্ণন করিব। সে দিন মহরমের দিন, চারিদিকে কাড়া-নাকড়া বাজিতেছে। এই সুযোগে শুনিতে পাইলাম যেন সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের বাংলার দিক হইতে একদল মহরমের খেলোয়ার আমাদিগের criminal e closure-এর দিকে আসিতেছে। ব্যাপার দেখিবার জন্য আমরা সকলে আমাদের গেটের নিকট হাজির হইলাম। উহারাও ঢাক ঢোল ইত্যাদি বাজাইতে বাজাইতে ক্রমে আমাদিগের দরজায় আসিয়া পৌঁছিল। উহারা প্রায় পাঁচ সাত জন লোক হইবে, সঙ্গে একটি তিন চার বছরের ছেলেও রহিয়াছে। গেটের দরজা খুলিয়া দিলে উহারা সকলে ভিতরে প্রবেশ করিল এবং দেখিতে পাইলাম উহারা উহাদিগের মধ্যে একজনকে প্রায় চার পাঁচ জনে মিলিয়া গলায় হাঁসুলী পরাইয়া তাহাতে চারপাঁচটী চেন্ যোজনা করিয়া চার পাঁচ দিক হইতে টানিয়া ধরিয়াছে। যাহাকে ধরিয়াছে তাহার গায় নানা প্রকার রং লাগাইয়া চিত্রিত করা হইয়াছে এবং অপরাপর সকলেও ঐ প্রকার নানা বর্ণে চিত্রিত হইয়াছে। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম ইহাই সেখানকার "পুলিনাচ" (Tiger play)। সেখানকার স্থানীয় তামিল ভাষায় পুলি মানে "বাঘ"। মহরমের সময় সে দেশে এইরূপ সং সাজিয়া লাঠি, সরকি খেলার প্রথা প্রচলিত আছে। প্রথমতঃ দেখিলাম, সেই তিন চার বছরের ছেলেটী বেশ উহাদের বাজনার তালে তালে পাঁয়তারা ভাঁজিতেছে; দেখিয়া কৌতূহল-বশতঃ একটু অগ্রসর হইয়া উহাদেরই মধ্যে একজনকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "ছেলেটী কার?" যাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম সে যেন কথাটা প্রথমতঃ শুনিতেই পাইল না, বলিল, "শুনিতে পাইতেছি"; পুনরায় জিজ্ঞাসা করায় বলিল ভগবান এবং আমাকে আর কিছু জিজ্ঞাসা করিতে বারণ করিল। আমি ব্যাপারখানা কিছুই ঠিক করিতে পারিলাম না, তবে

জিজ্ঞাসা করিবার সময় যদিও একেবারে উহার কানের কাছে মুখ নিয়া কথাটা জিজ্ঞাসা করিয়াছি তথাপি যে, সে শুনিতে পাইতেছে না ইহা বেশ অনুভব করিলাম। খুব উঁচু পাহাড়ের উপরে উঠিলে যেমন দেখা যায় সেখানকার বায়ুস্তর এমনই পাতলা হইয়া গিয়াছে যে, পরস্পর কথা বলিবার সময় বোধ হয় যেন কথাগুলি ফাঁকা হইয়া যাইতেছে, একটু দূরে দাঁড়াইলেই যেন আর একজনার কথা অপরের নিকট পৌঁছায় না, এ ক্ষেত্রেও ঠিক সেইরূপ বোধ হইল। উহাদের দেহের আবরণটি দেখিতে আমাদিগেরই ন্যায় স্থূল হইলেও এমনই কোন সূক্ষ্ম পদার্থে নির্ম্মিত যে, আমাদের স্থূল আকাশের শব্দগ্রাম যেন সহজে উহাদের বোধগম্য হয় না। সে যাহা হোক, আমি আর বিশেষ কোনও উচ্চ বাচ্য না করিয়া উহাদের খেলা দেখিতে লাগিলাম। আমার যে কনিষ্ঠ ভ্রাতার কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি যে সে এই দলের মধ্যে রহিয়াছে ইহা আমি কখন কল্পনাও করিতে পারি নাই কিন্তু কি আশ্চর্য্য! যাহার গলায় হাঁসুলী শিকল লাগাইয়া চার পাচ জন মিলিয়া ধরিয়া রহিয়াছে এ যে সেই মূর্ত্তি!! তবে সে নিজে আসিয়া পরিচয় না দিলে উহার এরূপ রং চং-এর আবরণের ভিতর হইতেও উহাকে চিনিয়া লইতে পারিতাম এমন আশা করা যায় না। উহাদের 'বাঘ' খেলার দলের মধ্যে সে-ই সকলের প্রধান "বাঘ"। পরিধানে কেবলমাত্র একখানা লেঙ্গোট যাহাকে তামিল ভাষায় "কল্লটম" বলে, সর্ব্ব অঙ্গে হরিদ্রা বর্ণের এক প্রকার রং, মাঝে মাঝে বাঘের অনুকরণে কাল কাল রেখা, হাতের উপর বাঘের থাবার অনুকরণে এক প্রকার দস্তানার মতন। আমাকে দেখিয়া অনেক কথাবার্ত্তার পর উহার খেলা আরম্ভ হইল। মহরমের তালে তালে নানা প্রকার পাঁয়তারা ও অঙ্গভঙ্গির পর বাঘ যেন গরম হইয়া গিয়াছে তাই নিকটেই আমাদের খাইবার জন্য যে সকল জলের পাত্র ভর্ত্তি করিয়া

রাখা হইয়াছিল, তাহা হইতে প্রায় দুই তিন পাত্র জল আনিয়া উহার উপর ঢালিয়া দেওয়া হইল, কিন্তু সেই জলে যে উহার তৃপ্তি হইল না ইহা বেশ স্পষ্টই বুঝিতে পারিলাম এবং সেও ইহা স্বীকার করিল। অর্থাৎ— আমাদিগের পার্থিব জল যেরূপ স্থূলগুণসম্পন্ন উহাদের দেহ ততটা স্থূল বিষয়ানুভূতিতে অভ্যস্থ নহে, তাই যেন উহাতে তাহার বিশেষ কোনও পরিতৃপ্তি লাভ হইল না। অবশেষ সেখানকার সাহেব-ওয়ার্ডারকে একটী চেয়ারে বসিবার জন্য অনুরোধ করা হইল। উহারা সেই চেয়ারের সম্মুখে খেলা দেখাইবে ইহাই উহাদের উদ্দেশ্য। এই সাহেব-ওয়ার্ডারটী তখন প্রায় বিশ কি পঁচিশ বৎসর হইবে সেই পাগলা-গারদে কর্ম্ম করিতেছে! আমি সেখান হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া চলিয়া আসিবার কিছুদিন পূর্ব্বে পেন্সন লইয়া অন্যত্র চলিয়া গিয়াছে। মহরমের দল আসিতেছে শুনিয়া হয় তো কিছু বকশিষ দেওয়া আবশ্যক হইতে পারে এরূপ অনুমান করিয়া সেই ওয়ার্ডারটী পূর্ব্ব হইতেই একটা টাকা আনাইয়া হাতে রাখিয়াছিল। চেয়ারে বসিতে অনুরোধ করায় সে বলিল, "তোমরা বুঝি কিছু বক্‌শিষ্ চাও?" এই বলাতে সে বেচারীরা ভারি অপ্রস্তুতে পড়িল। কিন্তু যখন মানুষের খেলা খেলিতে আসিয়াছে, সবটাই মানুষের মত হওয়া চাই; নচেৎ ধরা পড়িয়া যাইবার কথা; সুতরাং বক্‌শিষ্ না লইয়া গত্যন্তর নাই; তাই একটু ইতস্ততের পর, প্রধান "বাঘ' রাজী হইল। এখন টাকাটী যে একেবারে পার্থিব জড় পদার্থে প্রস্তুত, ম্যাজিক অথবা ভোজ বাজী নহে, উহারা এই টাকা লইয়া কি করিবে? সে যাহা হোক, টাকাটী সেই সাহেব-ওয়ার্ডারের পায়ের নিকট রাখা হইল এবং আমার ভ্রাতা সেই দেব-দেহী বাঘ বাজনার তালে তালে নাচিতে নাচিতে এবং নানা প্রকার অঙ্গভঙ্গি ও পাঁয়তাড়া কসিতে কসিতে কয়েক বার সম্মুখে আগমন, এবং পশ্চাতে

প্রতিগমনের পর যেন বহু কষ্টে উপ্‌ হইয়া মুখ দিয়া সেই টাকাটা তুলিয়া লইল। এখন এই টাকাটা লইয়া যেন সে ভারি ফাঁপরে পড়িয়া গেল। সেখানে সকলের সম্মুখে ফেলিয়াও দিতে পারে না অথচ হাতে রাখিতে গেলে ঐ জড় পদার্থ উহার শরীরের উপর এমনই প্রক্রিয়া করে যে, তাহাতে যেন উহার পেটের নাড়ী পর্য্যন্ত উল্টিয়া বাহির হইতে চায়।

উহাদের দলের সকলের মধ্যে এই টাকা লইয়া সেই যেন ধরা পড়িয়া গেল; তাই কি করিবে, সঙ্গীদিগকে বিদায় দিয়া উহাদিগকে চলিয়া যাও এই আজ্ঞা করিবামাত্র যে-যাহার মত চারিদিকে অদৃশ্য হইয়া গেল; কিন্তু সে নিজে তখনকার মত অদৃশ্য হইতে পারিল না। সে এখন কি করিবে জিজ্ঞাসা করায় বলিল, "কি আর করিব নিকটেই একটা বাড়ীতে কোথাও টাকাটা রাখিয়া অদৃশ্য হইবার চেষ্টা করিব" ইত্যাদি।

যে সাহেব-ওয়ার্ডার টাকা রাখিয়াছিল তাহার বাড়ীর পাশেই আর একজন সাহেব-ওয়ার্ডার সপরিবারে বাস করিত; উভয়েই Criminal enclosure-এর খুব সন্নিকট, গেট খুলিলেই দেখিতে পাওয়া যায়। সে যখন ঐ বাড়ীর দিকে অগ্রসর হইতেছিল তখন আমরাও কয়েকজন উহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইতেছিলাম, কিন্তু সে বারণ করায় আমরা প্রতিনিবৃত্ত হইলাম। এই ঘটনার সম্বন্ধে এপর্য্যন্ত যাহা বলা হইয়াছে তাহার পর বোধ হয় ব্যাখ্যাহিসাবে আর বিশেষ কিছু না বলিলেও বিষয়টি কতকটা আমাদিগের ধারণার যোগ্য হইয়া আসিয়াছে। এখন কেবল ঐ সকল অতিলৌকিক ও অত্যাশ্চর্য্য ঘটনার বর্ণনা না করিয়া মাঝে মাঝে আমাদিগের সাধারণ দৈনন্দিন কর্ম্মকলাপ সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বোধ হয় পাঠকের কতকটা মনঃপূত হইবে। একেবারে এক সঙ্গে কতকগুলি অসম্ভব এবং অনভ্যস্ত রাজ্যের ব্যাপার লইয়া নাড়াচাড়া

করিতে গেলে যে আমাদিগের বাস্তব রাজ্যে অভ্যস্ত মস্তিষ্ক অধীর হইয়া পড়িবে তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

এপর্য্যন্ত তাঁতশালার কাজই করিয়া আসিতেছিলাম, কিন্তু ক্রমে ব্যাপার এমনই দাঁড়াইতে লাগিল যে, আর ঐ কাজ সম্ভব হইয়া উঠিল না। তাঁতের কাজে বসিলেই মনে হইত যেন আমার সমস্ত মানস-আকাশটাই একখানা তাঁত হইয়া গিয়াছে এবং এই মানস ও বাস্তব—উভয়ের মধ্যে এমনই বিপরীত প্রক্রিয়া আরম্ভ হইয়া যাইত যে, অবশেষে স্নায়ুমণ্ডলী একেবারে হার মানিতে বাধ্য হইত। শরীর হয় তো তাঁতের অংশবিশেষকে একদিকে টানিতে যাইবে, মন তৎপূর্ব্বেই তাহা টানিয়া বসিয়াছে, কাজেই শরীরের টানিবার আর অবসর রহিল না, অথবা শক্তিই রহিল না বলিতে হয়। যদি বা জোর করিয়া ঐরূপ অবস্থাতেও কোনও কাজ করিবার চেষ্টা করিয়াছি, অমনি শরীর মনের দ্বন্দ্বে তাল কাটিতে আরম্ভ হইয়াছে, এবং ফলে সূতা ছিঁড়িয়া জোট পাকাইয়া, কাপড় খারাপ করিয়া এক বিপরীত কাণ্ড বাধিয়া গিয়াছে।

ঠিক এই সময়ই আমার সৌভাগ্যবশতঃ এক নূতন কাজের আমদানী হইল। পূর্ব্বে পাগলদিগের শুইবার জন্য যে তালপাতার চাটাই দেওয়া হইত তাহা সবই বাজার হইতে ক্রয় করিয়া আনা হইত। এখন ব্যবস্থা হইল যে, ঐ সমস্ত চাটাই পাগলদিগের মধ্যেই কয়েকজন মিলিয়া প্রস্তুত করিয়া লইবে। আমি অবশ্য প্রথম প্রথম ঐ কাজে যাইতে রাজী হই নাই, কারণ তালপাতার কাজ মোটেই জানা ছিল না। জানা কাজ ছাড়িয়া পারতপক্ষে অজানার রাজ্যে কে যাইতে চাহে? তবে যখন ক্রমে তাঁতের কাজ আমার পক্ষে একেবারেই বিড়ম্বনা হইয়া দাঁড়াইল, তখন কি করা যায় ভাবিতেছি, এমন সময় আমার দুর্দ্দশা দেখিয়া সেখানকার ডেপুটি-

সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট নিজেই একদিন আমায় তালপাতার কাজ শিখিবার উপদেশ দিলেন। আমারও তখন এই পরিবর্ত্তন অতীব উপাদেয় বোধ হইল এবং স্বয়ং ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আদেশ করায় কাজ শিখিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইয়া গেল। সাধারণতঃ জেলখানায় কোনও নূতন লোককে কাজ শিখিতে গেলে প্রায়ই বড় নাস্তানাবুদ হইতে হয়। যাহারা কাজ শিখায় তাহারা অনেক সময় হাতে কিছু পাইলে যে-কাজ অতি অল্প সময়ে বেশ সহজেই শিখাইয়া দিতে পারে, ঠিক সেই কাজই একেবারে নিঃসম্বল লোককে শিখিতে গেলে অনেক নাকানি চুবানি খাইতে হয়। তবে যদি পশ্চাতে তেমন মুরব্বি থাকে তাহা হইলে আর সে সকল আশঙ্কা থাকে না। ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের কল্যাণে আমাকেও ঐ সকল দুর্ভোগ ভুগিতে হয় নাই। যথাবিধি কাজ শিখিতে আরম্ভ করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই বেশ চাটাই বুনিতে সুরু করিয়া দিলাম; এবং ক্রমশঃ গড়ে প্রায় দু'তিনখানা করিয়া চাটাই রোজ বুনিয়া দিতে লাগিলাম।

এরূপ ভাবে তাল পাতার চাটাই বোনা এক প্রকার অভ্যস্ত হইয়া গেলে দেখিলাম দু'তিনখানা চাটাই রোজ বুনিয়াও আমার যথেষ্ট সময় অবশিষ্ট থাকিয়া যায়; সুতরাং ভাবিলাম নিতান্ত সহজ ও একঘেঁয়ে রকমের কেবল চাটাই বুনিয়া কি হইবে, উহারা মোটা চাটাই-এর জন্য পাতা চাঁছিয়া যে সকল ধার অনাবশ্যক বলিয়া ফেলিয়া দিত, দেখিলাম, তাহাই পুনরায় সরু করিয়া চাঁছিয়া লইলেই বেশ অনায়াসে নানা প্রকার সূক্ষ্ম বুনানির চেষ্টা করা যাইতে পারে। দুর্ভাগ্যের বিষয় সেখানকার লোকেরা কোনও প্রকার কাজের জন্যই আমার হাতে ছুরি, এমন কি নিতান্ত ভোঁতা ছুরিও দিতে সাহস করিত না। কাজেই অগত্যা আমাকে এক উপায় অবলম্বন করিতে হইল। সেখানকার চারিদিককার দেওয়ালের মাথায় নানা রকমের বোতল

ভাঙ্গা কাচ বসান ছিল; আমি তাহার মধ্য হইতে খুঁজিয়া যেখানা ধারাল পাইতাম, সেখানা তুলিয়া লইতাম, অথবা না পাইলে বেশ বড় রকমের এক-খানা কাচ হাতে লইয়া মাটীতে আছাড় মারিয়া ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম এবং ঐ ভগ্ন অংশগুলি হইতে একখানা বেশ ধারাল কাচ বাছিয়া লইয়া উহাদ্বারাই পাতা চাঁছিতাম।

সাধারণ চাটাই বোনা শিক্ষা করিবার সময় এক গুরু গ্রহণ ভিন্ন অপর কোনও গুরু লাভ হয় নাই। তবে শুনিয়াছি অবধূত নাকি চব্বিশজন গুরু গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কাক, চিল ইত্যাদিও বাদ পড়ে নাই! আমার বলিতে গেলে, সেই হিসাবে কোনও প্রকার গুরুর অভাব হয় নাই; কারণ প্রথম অবস্থায় তো তালপাতার সূক্ষ্ম শিল্প শিখিবার জন্য যন্ত্রাদির মধ্যে কাচ, পাথর ইত্যাদি তোড়-জোড় লইয়া পরিত্যক্ত পত্রাংশ চাঁছিয়া সাবুদ করিয়া কাজ আরম্ভ করিয়া দিলাম এবং অবসর মত রোজ চার আঙ্গুল, ছয় আঙ্গুল করিয়া প্রথমতঃ অপেক্ষাকৃত মিহি জমিনের এক প্রকার পাটি বুনিতে আরম্ভ করিলাম। ক্রমে উহাই চন্দ্রমার কলার ন্যায় দিনদিন বর্দ্ধিতায়ন হইয়া প্রায় এক পক্ষ কালের মধ্যে এক একখানা পাটি হইয়া বাহির হইত এবং উহা লইবার জন্য ওয়ার্ডারদিগের মধ্যে প্রায় এক রকম কাড়াকাড়ি পড়িয়া যাইত ও আমার উপর নূতন নূতন ফরমায়েসের অন্ত থাকিত না।

ক্রমে দেখিলাম আমার এক পাখি-মাষ্টার জুটিয়া গেল, আমি যখনই কোনও প্রকার বুনানির কাজ হাতে লইয়াছি তখনই ঐ পাখি-মাষ্টার অসিয়া জুটিয়াছে এবং নিকটস্থ বৃক্ষে বসিয়া আমার কাজ দেখিয়াছে ও যখনই বুনানির ভিতর কোনও প্রকার ভুল হইয়াছে, অমনি সে কিচির মিচির করিয়া আমাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে, আবার বুনানির ভুল সংশোধন

হইয়া গেলেই চুপ করিয়াছে। অবশ্য পাখিরা যে সজ্ঞানে মানুষের মত করিয়া আমাকে শিক্ষা দিবার জন্য ঐরূপ করিত, তেমন মনে করা বোধ হয় ঠিক সঙ্গত হইবে না ; উহারা যেন আবিষ্টের ন্যায়, মানুষকে যেমন ভূতে পায় ঠিক তেমনই, অপর কোনও জাগ্রত চৈতন্যের যন্ত্রস্বরূপ হইয়া ঐরূপ করিতে থাকিত।

তখন আমার এমনই একটা অবস্থা যে, সেই সময় পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, এমন কি বৃক্ষ লতাদিতে পর্য্যন্ত এমনই এক অদ্ভুত চৈতন্য শক্তির খেলা দেখিতে পাইতাম যে, চোখ মেলিয়া চাহিলেই সেই সর্ব্বব্যাপী চৈতন্য আমাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিত। ইহা ঠিক কবি-কল্পনা নহে এবং যিনি আপন জীবনে ঐরূপ প্রত্যক্ষ করিয়াছেন তিনি ভিন্ন অপর কেহ আমার এই কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিবেন কিনা বলিতে পারি না। উহা যেন আমারই অন্তরস্থ আত্মচৈতন্যেরই প্রতিচ্ছবি অথবা প্রতিধ্বনি মাত্র। যখনই আমার মনে যে প্রশ্নের অথবা ভাবের উদয় হইয়াছে বহিঃপ্রকৃতির ভিতর অথবা পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ এমন কি বৃক্ষলতাদি যখনই যাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছি তাহারই ভিতর হইতে শ্রুত অশ্রুত, স্ফুট অস্ফুট আকারে, এমন কি আমাদিগের স্পষ্ট মানব-ভাষায় তাহারই প্রতিধ্বনি পাইয়াছি ; কেবল প্রতিধ্বনি বলিলে কথাটা পরিষ্কার বুঝা যাইবে কিনা জানি না, কারণ প্রতিধ্বনি বলিতে আমরা সাধারণতঃ জড় প্রতিধ্বনিই বুঝিয়া থাকি। এ প্রতিধ্বনি ঠিক তাহা নহে, ইহার ভিতর ঠিক জড়ভাব তেমন বিশেষ কিছুই নাই ; সম্পূর্ণ স্বপ্রকাশ, স্বচ্ছ ও সচেতন। জড় প্রতিধ্বনি কেবল মাত্র যে ধ্বনিটি উচ্চারিত হইল তাহাই প্রত্যুচ্চারণ করিয়া ফিরাইয়া দেয় মাত্র ; কিন্তু আমি যে প্রতিধ্বনির কথা উল্লেখ করিলাম উহার স্বরূপ উপরিউক্ত প্রতিধ্বনি হইতে অনেক বিভিন্ন।

উপরিউক্ত স্থলে কেবল মাত্র শব্দদ্বারাই শব্দের প্রতিধ্বনি হইতেছে, অর্থদ্বারা নহে ; তাই উহা জড়। কিন্তু যে স্থলে অর্থদ্বারা শব্দের, অথবা শব্দদ্বারা অর্থের, অথবা শব্দ অর্থ উভয় উপকরণ সাহায্যে শব্দার্থের প্রতিধ্বনি হইতেছে তাহাকে কেমন করিয়া জড় বলিয়া উড়াইয়া দিব ? তবে ইহাও বলিতে হয় যে, উহা কেবল মাত্র আমারই আত্ম-চৈতন্যের দ্বৈত-ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র, উহাতে কখনও আমার জ্ঞানের সম্পূর্ণ ও সর্ব্বথৈব বহির্ভূত কোনও বিষয়ের অবতারণা করা হইত না ; তবে অকস্মাৎ কখনও কখনও বিদ্যুৎ চমকানর মত এক একটা কথা কোথাও হইতে যে আসিয়া না পড়িত এমনও নহে। কিন্তু আমি নিজে আপন ব্যক্তিগত বুদ্ধি-বিচার লইয়াই চলা ফেরা অধিক পছন্দ করি, ঐরূপ আকস্মিকতার রাজ্যে স্ব-ইচ্ছায় ঝুঁকিয়া পড়িতে চাহি না, কাজেই এস্থলেও ঐরূপ কোনও প্রকার আকস্মিকতাকে প্রাধান্য দিতে ইচ্ছা করি না। আবার ইহাও বলি, যে সকল আকস্মিক ব্যাপার আপনা হইতেই আসিয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছে তাহার কার্য্য-কারণ বিশেষভাবে আলোচনা করিয়া উহাকে আমাদিগের জ্ঞান বুদ্ধির বিষয়ীভূত করিবার চেষ্টা না করিয়াই ব্যাপারখানা কিছুই নয় বলিয়া একেবারে বিষয়টা উড়াইয়া দিবারও আমি পক্ষপাতী নহি।

ঐ প্রকার প্রতিধ্বনির বিষয় যাহা কিছু এ পর্য্যন্ত বলা হইল উহাই এক প্রকার যথেষ্ট হইলেও একটী বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি, কারণ তদভাবে বিষয়টী একটু অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। বিষয়টী হইতেছে, ঐ প্রতিধ্বনির মূর্ত্ত আধার ও তাহার ব্যক্তিগত পার্থক্য। আমি পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, ঐ প্রতিধ্বনি এক প্রকার আমারই দ্বৈত-ভাবের অভিব্যক্তি মাত্র। এ স্থলে প্রতিধ্বনি কথাটীর প্রতি একটু দৃষ্টি রাখিলেই চলিবে এবং

আমার কথার অর্থও কতকটা বুঝা যাইবে। প্রতিধ্বনি বলিতে যে ঠিক শব্দদ্বারাই শব্দের প্রতিধ্বনি নয় ইহাও বলিয়াছি, এ স্থলে যেমন অর্থের দ্বারাও শব্দের এবং শব্দদ্বারাও অর্থের প্রতিধ্বনি, অর্থাৎ—অন্তর্নিহিত মনোভাবের সমর্ম্ম শব্দে প্রত্যুত্তর সম্ভব হইয়াছে, যেন আমারই মানসাগ্রভাগ আমা হইতে বহির্গত ও বহিঃপ্রকৃতিতে প্রতিহত ও প্রতিবিম্বিত হইয়া আমাকেই প্রত্যুত্তর করিয়াছে, যাহাকে উপনিষদকার বলিয়াছেন "তদ্ধাবতোঽন্যোনত্যেতি তিষ্ঠৎ'। কিন্তু যে আধার অবলম্বনে শব্দ অথবা প্রত্যুত্তর উচ্চারিত হইয়াছে তাহা ঠিক আমারই আকৃতিবিশিষ্ট আধার তাহা নহে (যেমন জড় প্রকৃতির ন্যায় শব্দের প্রতিধ্বনি ঠিক সেই শব্দদ্বারাই নহে) আমার জ্ঞানের বিষয়ীভূত যে-কোনও আকৃতিবিশিষ্ট আধার হইতে পারে, কারণ কাল নিয়তই আমাদিগের অখণ্ড সত্ত্বাকে খণ্ডিত ও বিভক্ত করিয়া চলিয়াছে, যাহার ফলে বিশ্বসৃষ্টির এই লীলা-বৈচিত্র্য।

তাল পাতার সূক্ষ্ম শিল্পের মধ্যে প্রথম অবস্থায় তো চাটাই বুনিলাম; পরে ক্রমে ক্রমে অন্যান্য সূক্ষ্ম কাজেও হাত দিতে লাগিলাম, তবে উহা যে কখনও কাহারও কাজে লাগিত এমন নহে; কিন্তু ইহাতে আমার বেশ আমোদ লাগিত এবং সহজ সরল রেখা বুনানী হইতে আরম্ভ করিয়া নানা প্রকার লতায়মান বক্র নমিত ও চক্রায়ত গতি সহকারে পাখা, টুপী, থলি, হ্যাণ্ড ব্যাগ, এমন কি চটি জুতা পর্য্যন্ত বুনোট করিবার কৌশল শিখিয়া ফেলিলাম। এখানে হয় তো প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, এত রকম সূক্ষ্ম শিল্পের কাজ আমার করায়ত্ত থাকিতে আবার চটি জুতা বুনোট করিবার অদ্ভুত খেয়াল মাথায় চাপিল কেন? ইহার একটু কারণ আছে; ম্যাজর লীট-পক্ নামধেয় এক বৃহদ্বপু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট যখন আমার, পূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট প্রদত্ত সকল বিশেষ সুবিধা কাড়িয়া লয়, সেই সঙ্গে আমার

পায় দিবার জন্য যে জুতা তৈয়ার করাইয়া দেওয়া হইয়াছিল তাহাও লইয়া যাওয়া হয়, সুতরাং আমার নগ্ন পদে বিচরণ ভিন্ন আর উপায়ান্তর রহিল না। কিন্তু এঁরূপ ভাবে কিছু দিন খালি পায় চলিয়া দেখিলাম কেমন যেন পায় এক প্রকার ঠাণ্ডা লাগিয়া শরীরের স্নায়বিক প্রক্রিয়ার ভিতর এক প্রকার অস্বস্তির সৃষ্টি করিতে আরম্ভ করিল। ভাবিলাম কি বিপদ, জুতাও লইয়া গেল, খালি পায় চলাও সহ্য হইতেছে না, ইহার কি কোনও প্রতিকার নাই? অবশেষে ভাবিয়া ঠিক করিলাম, যেমন করিয়াই হোক এক প্রকার জুতা অথবা খড়ম প্রস্তুত করিয়া লইতেই হইবে।

এই প্রকার স্থির করিয়া উপযুক্ত উপকরণ অন্বেষণ করিয়া আনিবার মানসে বাহিরে ঘোরা ফেরা করিয়া দেখিলাম একখানা নারিকেল পাতার মাঝখানকার শুষ্ক দণ্ড পড়িয়া রহিয়াছে, তাহারই গোড়ার দিকটা আমার পায়ের আন্দাজে দুই খণ্ড করিয়া এক প্রকার খড়ম প্রস্তুত করিবার চেষ্টা করিলাম, ও ঐ প্রকার অদ্ভুত রকমে উপানদ্গুঢ়পাদ হইয়া কিছু ক্ষণ বিচরণ ক'রয়া দেখিলাম উহা ঠিক পায় দিবার উপযোগী হইল না। অতঃপর পুনরায় আমার উদ্ভাবনী কল্পনার সাহায্যে নানা প্রকার চিন্তা করিয়া ঠিক করিলাম এবার আর অন্য কথা নাই। যে বস্তু এতকাল ধরিয়া প্রায় এক প্রকার শয়নে, স্বপনে, জাগরণে অষ্টপ্রহরের সঙ্গীরূপে আমার সাহচর্য্য করিয়াছে, আমি আমার এই সঙ্কট সময়ে সেই তালপত্রেরই শরণাপন্ন হইব, এইরূপ স্থির করিরা ঐ তাল পাতা লইয়াই নানা প্রকার নাড়া চাড়া করিয়া অবশেষে বেশ এক প্রকার চটি জুতা প্রস্তুত করিলাম, ও পায় দিয়া উপানদ্ কষ্ট নিবারণ করিলাম। আমার ঐ চটী জুতা দেখিয়া একজন সাহেব-ওয়ার্ডারের পর্য্যন্ত পছন্দ হইয়া গেল ও তাহাকে এক জোড়া তৈয়ার করিয়া দিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করিল। অগত্যা আমাকে সেই

সাহেব-ওয়ার্ডারের জন্যও এক জোড়া প্রস্তুত করিয়া দিতে হইল। মনে আছে এই উপলক্ষে তখন একটী দু'লাইন গান পর্য্যন্ত রচনা করিয়া ফেলিয়াছিলাম ও তালপাতার কাজ করিবার সময় বাউল সুরে বুনানির তালে তালে ঐ লাইন দুটী গাহিয়া আমোদ উপভোগ করিতাম :—

"আমার তালের পাতা, ও আমার তালের পাতা !
তোমার পাতায় চটি বুনি, তোমার পাতায় চাটাই বুনি
তোমার পাতায় পাখা বুনি, টুপি বুনি খলতে বুনি,
তালের পাতা।"

এ তো গেল আমার নিজের কথা, এবং ইহাও বোধ হয় এত দিনে প্রায় এক রকম একঘেয়ে হইয়া আসিয়াছে ; সুতরাং একেবারে একঘেয়ে ভাবে কেবল নিজের কথা না বলিয়া মাঝে মাঝে আমার সঙ্গী-সাথী পাগলদের কথাও কিছু কিছু লিখিলে বোধ হয় পাঠকের একটু মুখ বদলান হইবে এবং একঘেয়ে লেখা পড়ার ফলে অরুচি অথবা অজীর্ণের সম্ভাবনা থাকিবে না।

সেখানকার পাগলা-গারদে সাধারণতঃ একেবারে কাণ্ডজ্ঞানশূন্য উন্মাদ পাগল খুব কমই দেখিয়াছি, তার মাঝে মাঝে যে না দেখিয়াছি এমন নহে। সাধারণতঃ যে সকল পাগল সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় তাহারা প্রায়ই নিরীহ প্রকৃতির লোক, হয় তো কোনও পারিবারিক অশান্তির জন্য, অথবা অন্য কোনও প্রকার মানসিক ক্লেশনিবন্ধন ঐরূপ দশা-প্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা সাধারণতঃ যে যাহার আপন মনে চলিতেছে, ফিরিতেছে, কাজ করিতেছে, কাহাকেও উহাদের জন্য বড় একটা উদ্বেগ পাইতে হয় না। উহাদের মধ্যে কেহ কেহ আবার এক এক ভাবের পাগল, আপন আপন কাল্পনিক সৃষ্টির ভিতর কত কি দেখিতেছে, আপন মনে কাহারও সহিত

কথা কহিতেছে, হাসিতেছে, কাঁদিতেছে, কিন্তু কাহারও প্রতি অত্যাচার অথবা উৎপীড়ন করিতেছে না।

একটী সাহেব-পাগল দেখিয়াছিলাম, শুনিয়াছি সে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ সেই পাগলা-গারদে বাস করিতেছিল, আমি সেখান হইতে চলিয়া আসিবার কিছু পূর্ব্বে মারা যায়। তাহার কতকগুলি ভারি অদ্ভুত অভ্যাস ছিল। আমি প্রথম সেখানে পৌঁছিয়া উহাকে যে ঘরে দেখিতে পাই, শুনিয়াছি, সে নাকি বরাবর সেই ঘরেই রহিয়াছে এবং তাহাও বড় কম সময় নয়, প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ বৎসর হইবে। কখনও তাহাকে বাহির হইতে, অথবা অন্য কোথায়ও যাইতে দেখি নাই। কিছুক্ষণ পরে পরেই তাহার এক অভ্যাস ছিল, গলার একরূপ অস্বাভাবিক ঘড় ঘড় আওয়াজ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিত "এসিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা, আমেরিকা, খাড়া রও"। আবার, মাঝে মাঝে বিড় বিড় করিয়া কি সব বলিত। উহাদের যেন আমাদিগের পার্থিব রাজ্যের সহিত কেবলমাত্র এক খাইবার শুইবার সম্বন্ধ, বাদবাকী সবটাই যেন উহারা অপর কোনও অতীন্দ্রিয় রাজ্যের লোক। উহাদের ভাব গতিক দেখিয়া মনে হয় আমাদিগের যেমন সাধু মহাজনগণ পরমার্থ অন্বেষণে গৃহ-পরিবার ছাড়িয়া বনে জঙ্গলে অথবা পর্ব্বতগুহায় যাইয়া বাস করেন, উহারাও যেন তেমনি মনের বিরাগ উপস্থিত হইলে ঐ পাগলা-গারদে যাইয়া হাজির হন, নতুবা এতকাল ধরিয়া ঐরূপ একটী স্থানে বাস করার অর্থ আর কি হইতে পারে? ঐরূপ আরও দুই একজন পাগল দেখিয়াছি, যাঁহারা বহুকাল যাবৎ ঐ পাগলা-গারদেই বাস করিতেছেন এবং পরিশেষে সেখানেই অন্তিমদশা প্রাপ্ত হইয়াছেন। তবে এরূপভাবে একেবারে চলা ফেরা বন্ধ করিয়া কোনও একটী স্থানকে বিশেষ ভাবে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকার ফল এই হইতে পারে যে,

স্থান অপরিবর্ত্তনীয় থাকায় কালের গতি বিশেষভাবে আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হয়।

সাধারণতঃ আমাদিগের সাংসারিক কর্ম্ম-বন্ধনের ভিতর আমাদিগের সতত বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল মতি স্থিরভাবে কোনও নিরপেক্ষ সত্যের অনুসন্ধান করিয়া উঠিতে পারে না। সংসারের কোলাহলে আপনাপন সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধানের প্রচেষ্টায় আমরা নিয়তই ইতস্ততঃ ধাবমান হইতেছি। এক স্থানে নিশ্চলভাবে অবস্থান করিয়া কালচক্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম গতি-বেগ নিরূপণ করিবার সময় ও সুবিধা আমাদের কোথায়?

সেখানকার স্থানীয় একটী মান্দ্রাজী পাগল দেখিয়াছিলাম, বেশ লেখা-পড়া জানা লোক; সাধারণ কথাবার্ত্তার ভিতর তাহাকে মোটেই পাগল বলিয়া বোধ হইত না, কিন্তু সারাদিনের পর সন্ধ্যার সময় যখন তাহাকে তাহার কুঠুরীতে আবদ্ধ করা হইত তখন প্রায় সিংহ-গর্জ্জনে সে একটি মন্ত্র জপ করিতে আরম্ভ করিত। তাহার মন্ত্রটী হইতেছে এই, I wish at the time of death, I, be born, and take revenge in that simple way. হয় তো তাহার কোনও পারিবারিক অশান্তির অবস্থায় কেহ তাহার প্রতি শত্রুতা করিয়া থাকিবে, তাই তাহার ঐরূপ এক অদ্ভুত ভাবের উদয়। মন্ত্রের প্রথম অংশ প্রতিহিংসা—revenge—কথাটী পর্য্যন্ত সে যেরূপ সিংহ-বিক্রমে উচ্চারণ করিত তাহা শুনিয়া মনে হইত যেন সে তাহার অনিষ্টকারী শত্রুকে পাইলে একেবারে চিবাইয়া খাইয়া ফেলিবে, অথবা তাহাকে দুঃশাসনের ন্যায় মাটীতে ফেলিয়া ভীমের ন্যায় তাহার বুক চিরিয়া রক্তপান করিবে, কিন্তু পরক্ষণেই "in that simple way"—মন্ত্রের এই শেষ অংশটুকু এমনি মৃদুভাবে উচ্চারণ করিত যে, যুধিষ্ঠিরের "ইতি গজের" ন্যায় তাহাতেই তাহার মন্ত্রের অর্থ একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইত!

অপরাপর পাগলদের মধ্যে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য আরও দুই একটী পাগলের কথা উল্লেখ করিয়া পাগলদের কথা শেষ করিব। সাধারণ পাগল-দিগের মধ্যে অনেককেই দেখিয়াছি কোন এক অদৃশ্য শত্রুর প্রতি নিয়তই কোপ প্রকাশ করিতেছে এবং অতীব কুৎসিৎ ও কদর্য্য ভাষায় তাহাকে গালি দিয়া আপন মনের ক্ষোভ মিটাইতেছে—কেবল ঐটুকুই উহাদের পাগলামী, অন্যান্য বিষয়ে উহারা নিতান্ত ভাল মানুষ, পাগলামীর কোন চিহ্নই নাই।

একটী লোক ছিল সে সর্ব্বদা আমাদিগেরই সহিত কাজকর্ম্ম করিত এবং কথাবার্ত্তা আচার ব্যবহারেও বেশ শান্ত ও ধীর-প্রকৃতির বলিয়াই উহাকে জানিতাম। কিন্তু কি কারণে জানি না একদিন উহার এমনি এক অদ্ভুত অবস্থা হইয়া গেল যে, সে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমস্ত পাগলা-গারদ কাঁপাইয়া এক অদ্ভুত কাণ্ড বাধাইয়া দিল। আমি তখন কোন শারীরিক অসুস্থতার জন্য হাসপাতালে দাখিল আছি, সেও সেই সময় কেন জানি না হাসপাতালেই ছিল। একদিন রাত্রি প্রায় দ্বিপ্রহর, আমরা সকলেই আপনাপন কুঠুরীতে ঘুমাইতেছি। সেই লোকটীও আমার পাশের একটী কুঠুরীতে ছিল—এমন সময় হঠাৎ মাথার উপর, অর্থাৎ—টালীর ছাদের উপর একরূপ ঘড় ঘড় শব্দ শুনিয়া আমরা সকলেই জাগিয়া গেলাম। ব্যাপার কি জানিবার জন্য দরজার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলে দেখিলাম সমস্ত হাসপাতালময় এক মহা হুলস্থূল কাণ্ড। যে লোকটীর কথা বলিলাম সে রাত্রিকালে কোনও এক সুযোগে তাহার কুঠুরীর পশ্চাৎদিক্‌কার জানালা ধরিয়া দেয়ালের উপর উঠিয়া হাতে ঘুসা মারিয়া টালি ভাঙ্গিয়া ছাতের উপরে উঠিয়া গিয়াছে। গোলমাল শুনিয়া হাসপাতালের ওয়ার্ডার নার্স ইত্যাদি সব চারিদিকে ছুটাছুটি করিতেছে এবং সেই লোকটী প্রচণ্ড বেগে ছাতের

উপরকার টালি, সুড়কি সব চারিদিকে ছুঁড়িয়া ফেলিতেছে। সে যখন আমার ঘরের উপরে ঐরূপ উৎপাত আরম্ভ করিয়াছে এবং আমার ঘরে সুড়কির ঢেলা ইত্যাদি পড়িতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন আমি কোনও উপায়ান্তর না দেখিয়া আত্মরক্ষার্থ এক কোণে জড় সড় হইয়া দাঁড়াইয়া আছি, এমন সময় একজন সাহেব-ওয়ার্ডার আমার কুঠুরীর দরজা খুলিয়া আমাকে বাহির করিয়া লইল।

এই সাহেব-ওয়ার্ডারটীর তখনকার অবস্থা যাহা দেখিয়াছি তাহাও এক প্রকার আশ্চর্য্য ব্যাপার, সুতরাং সে সম্বন্ধে একটু উল্লেখ না করিয়া পারিলাম না। ইঁহার নাম জি, এ, ব্র্যাডি ; ইনিই আমাকে কালা-পানি হইতে মাদ্রাজে লইয়া আইসেন। আমার দরজা খুলিয়া দিবার সময় দেখিতে পাই আশ্চার্য্য এক প্রকার আলোক উহার শরীর হইতে বিকীর্ণ হইতেছে, দেখিলে মনে হয় যেন উহার শরীরের সমস্ত অনু-পরমাণু যে করিয়াই হোক, একরূপ স্বচ্ছতা প্রাপ্ত হইয়াছে এবং ঐ স্বচ্ছ আবরণের ভিতর যেন একটী আলো জ্বলিতেছে, যাহার রশ্মি উত্তাপহীন চাঁদের কিরণের ন্যায় স্নিগ্ধ ও শীতল এবং উহা শরীরের আবরণ ভেদ করিয়া চতুদ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে। শুনিয়াছি মানুষের শরীর হইতে নাকি এক প্রকার আলোক নির্গত হয়, যাহাকে বৈজ্ঞানিকগণ আলো বলিয়া থাকেন এবং উহাও সাধারণতঃ কেবল মস্তিষ্ক হইতেই বিনির্গত হয় বলিয়া জানি। সাধু মহাজনগণের শরীরের চতুর্দ্দিকে এক প্রকার আলোকমণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়, ইহা বোধ হয় অনেকেই জানেন, কিন্তু এরূপ উজ্জ্বল ও সর্ব্বাঙ্গ-পরিব্যাপ্ত আলোক আর কখনও দেখি নাই ; এমন কি কেবল মাত্র ঐ সময়ের জন্য ব্যতীত ঐ সাহেব-ওয়ার্ডারটীর শরীরেও আর কখনও দেখি নাই। তবে মাঝে মাঝে রাত্রিকালে স্বল্প বিস্তর ঐরূপ আলোক উহার শরীরে লক্ষ্য করিয়াছি।

আমাকে বাহির করিয়া আনিবার পর দেখিলাম সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ডেপুটি-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ইত্যাদি সকলেই আসিয়া উপস্থিত। তম্বিপায়ন (সেই লোকটির নাম, সকলে তাহাকে "চিন্না তম্বি" বলিয়া ডাকিত। তামিল ভাষায় তম্বি মানে ছোট ভাই) ছাতের এক দিক হইতে অপর দিক পর্য্যন্ত অসুর বিক্রমে ফিরিতেছে এবং হাত দিয়া এবং পা দিয়া টালির রাশি চারিদিকে ছড়াইতেছে, কাহার সাধ্য তাহার নিকটে যায় অথবা তাহাকে প্রতিনিবৃত্ত করে! সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কত আদর করিয়া উহাকে ডাকিলেন, কিন্তু সে কিছুতেই শুনিবে না। এরূপ ভাবে একদিককার টালি প্রায় শেষ করিয়া উহার কি এক বুদ্ধি হইল, নিকটেই একটা বটগাছ ছিল, এক লম্ফে তাহার একটা ডালে গিয়া চড়িয়া বসিল, এবং আপন পরিধান বস্ত্র খুলিয়া তথাকার একটা ডালে বাঁধিয়া যেন জয় পতাকা উড্ডীন করিয়া দিল; অতঃপর পুনরায় এক লম্ফে ছাতে আসিয়া পড়িল। এ প্রায় ত্রেতাযুগে হনুমান যাহা করিয়াছিলেন, তাহারই পুনরাভিনয় বলিতে হইবে। স্বাভাবিক অবস্থায় এতটা উঁচু হইতে একটা দূর লম্ফ প্রদান করিয়া এমন দুঃসাহসিকতার পরিচয় কেহ দিতে পারে বলিয়া আমাদিগের ধারণাই হয় না। ইতিমধ্যে চমক (মই) লইয়া ছাতে লাগান হইল এবং ওয়ার্ডারদিগের মধ্যে দুই একজন সাহস করিয়া উহাকে ধরিয়া ছাত হইতে নামাইবার জন্য অগ্রসর হইল, কিন্তু কয়কে ধাপ উঠিতে না উঠিতেই টালি হাতে লইয়া তম্বিপায়ন উহাদিগকে এমনি তাড়া করিল যে, "ত্রাহি ত্রাহি"রবে উহাদিগকে নামিয়া আসিতে হইল। অবশেষে এই অদ্ভুত পরিশ্রমের পর তম্বিপায়ন একেবারে অবসন্ন ও সংজ্ঞাশূন্য অবস্থায় ছাতের উপর হইতে গড়াইয়া পড়িয়া গেল এবং সেই অঘাতে তাহার দুইখানা হাতই ভাঙ্গিয়া নাক মুখ কাটিয়া রক্তস্রোত বহিয়া গেল। সকলে মিলিয়া ধরাধরি করিয়া

তাহাকে একটা কুঠুরীতে আনিয়া রাখিলে পর তাহার ভগ্ন হস্তদ্বয় কাঠের চেটা দিয়া বাঁধিয়া দেওয়া হইল এবং ক্ষত স্থান ঔষধ দিয়া ব্যাণ্ডিজ করিয়া দেওয়া হইল। ক্রমে সে সংজ্ঞা লাভ করিল এবং উপযুক্ত সেবা যত্নের ফলে কিছুদিনের মধ্যে বেশ আরোগ্য লাভ করিল ; কিন্তু দুঃখের বিষয় উহার হস্তদ্বয় চিরদিনের মত অকর্ম্মণ্য হইয়াই রহিল। ক্রমে যেন এই অকর্ম্মণ্য জীবন উহার নিকট একেবারে অসহ্য হইয়া উঠিল এবং কি করিবে কিছু উপায় না দেখিয়া অগত্যা একদিন রাত্রিকালে আপন কুঠুরীতে ফাঁসী লাগাইয়া আত্মহত্যা করিয়া বসিল।

অনুমান প্রায় এই সময়েই আমাদের পুরাতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বদলী হওয়ায় তৎস্থানে ম্যাজর লীটপক নামক এক বিশাল বপু সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদিগের গারদের কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করেন। উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কর্ম্মে বহাল হইবার প্রথম দিনই, কেন জানি না, উহার কি খেয়াল হইল, বিকাল বেলা অপর একটা সাহেব-ওয়ার্ডার সহ আমার কুঠুরীর সম্মুখে আসিয়া হাজির। আমি তখনও পূর্ব্ব সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নির্দ্দেশানুযায়ী সাহেব-রোগীদিগের সঙ্গেই থাকিতাম এবং কয়েদীদিগের কাপড় না পরিয়া বাড়ীর কাপড় পরিতাম। আমাদিগের নূতন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমার কুঠুরীর সম্মুখে আসিয়া আমাকে দেখিয়াই একটু রহস্য করিবার মানসে 'Ah ! you monkey" ! বলিয়া একটা সাদর সম্ভাষণ করিলেন। আমি দেখিলাম, ব্যাপার মন্দ নয়, আমার সহিত আলাপ নাই পরিচয় নাই অথচ প্রথম দর্শনেই এরূপ সুমিষ্ট সম্ভাষণ ! ব্যাপার কি ? কাজেই আমি তাঁহার ঐ রহস্যচ্ছলে মধুর সম্ভাষণটী একেবারে হুবহু গলাধঃকরণ করিতে পারিলাম না, বলিলাম, "what do you mean ? You seem to be no better

than what I am? "আপনি কি বলিতে চান? আমাকে বানর বলিতেছেন, আপনাকেও তো আমাপেক্ষা কোন অংশেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া বোধ হইতেছে না!" আমার এই প্রত্যুত্তরে সাহেব আমার উপর চটিয়া গিয়া মহা তম্বি আরম্ভ করিয়া দিলেন—"ও তুমি এতটা স্বাধীনচেতা লোক! আচ্ছা দেখা যাক্ তোমার জন্য কি করা যাইতে পারে।" এই বলিয়া তাঁহার প্রথমেই নজরে পড়িল যে, আমি সাহেবদের ওয়ার্ডে আছি, অমনি বলিয়া উঠিলেন, "কে তোমাকে সাহেবদের ওয়ার্ডে ভর্ত্তি করিয়াছে? তুমি কি সাহেব?" আমি বলিলাম, "না, আমি ভারতবাসী, তোমার আগেকার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাকে এই স্থানে থাকিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন।" অতঃপর তাঁহার দৃষ্টি পড়িল আমার পরিধান বস্ত্রের প্রতি—কয়েদীর কাপড় না পরিয়া বাড়ীর কাপড় পরিয়া আছি, তাই অম্নি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি যে বাড়ীর কাপড় পরিয়া রহিয়াছ, এ কি তোমার বাড়ী? জান, তুমি কয়েদী? তোমাকে এস্থানে থাকিতে হইলে কয়েদীর কাপড়ই পরিতে হইবে?" এই বলিয়া ওয়ার্ডারকে হুকুমজারি করিলেন, "উহার বাড়ীর কাপড় খুলিয়া কয়েদীর কাপড় পরাইয়া দাও এবং সাহেবদের ওয়ার্ড হইতে বদলী করিয়া অপরাপর পাগল-কয়েদীদিগের সহিত দেশীয়দের ওয়ার্ডে লইয়া যাও।"

হুকুমমাফিক্ কয়েদীর কাপড় আসিলে আমি দেখিলাম এ আবার কি আপদ্, এতদিন বাড়ীর কাপড় পরিয়া আবার কয়েদীর কাপড় পরিতে হইবে! কথাটা মোটেই ভাল লাগিল না। অবশেষ মনে মনে চিন্তা করিয়া এক বুদ্ধি আঁটিলাম, এবং আমার বিছানা হইতে একখানা কম্বল লইয়া তাহাই গায়ে জড়াইয়া আমার পরিধান বস্ত্র খুলিয়া দিলাম এবং বলিলাম, "কুছ পরোয়া নেই, তোমরা বাড়ীর কাপড় এবং কয়েদীর কাপড় উভয়ই লইয়া যাইতে পার, আমার ঐ সব কিছুরই আবশ্যক নাই।" এই বলিয়া সাধু বাবার মত

বারান্দায় বসিয়া পড়িলাম। কিন্তু ওয়ার্ডারেরা সকলে মিলিয়া পীড়াপীড়ি আরম্ভ করিয়া দিল এবং বুঝাইতে চেষ্টা করিল যে, এই সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট একটু হোঁতকা রকমের হইলেও মোটের উপর লোক ভাল, কোনও ছল চক্রের ধার ধারে না, সাদা প্রাণে যাহা মনে হয় তাহাই বলিয়া বসে। কিছুদিন উহার কথা মত চলিলেই আবার সব ঠিক হইয়া যাইবে, তা ছাড়া কাপড় না পরিলে চলিবে না; কারণ, যে কম্বল জড়াইয়া বসিয়া রহিয়াছি উহাও সাহেবদিগের জন্য, সুতরাং আমাকে দেশীয়দের ওয়ার্ডে বদলী করিয়া দিলে তাহাও পাওয়া যাইবে না। কাজেই বাধ্য হইয়া পুনরায় আমাকে কয়েদীর কাপড়ই পরিতে হইল। নতুবা অন্য এক উপায়ছিল বটে; সেখানকার পাগল-কয়েদীদিগের মধ্যে এমন অনেকে আছে যাহারা বসন ভূষণের একেবারেই কোন ধার ধারে না, যে নগ্ন দেহ লইয়া মাতৃক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, জীবনের অবশিষ্ট অংশটুকুও সেই দিগম্বর মূর্ত্তিতেই কাটাইয়া দিবে, ইহাতে কাহার কি বলিবার থাকিতে পারে? ইচ্ছা করিলে, ইহাদের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করিয়া বসন-ভূষণের দৌরাত্ম্য হইতে একেবারেই মুক্তি পাইতে পারিতাম বটে, কিন্তু বোধ হয় আমার তখনও উহাদের ক্লাশে প্রোমোশন পাইবার অনেক বাকী ছিল, তাই আর তখন ঐরূপ হইয়া উঠে নাই। সে যাহা হোক, কয়েদীর কাপড়ও পরিলাম এবং সাহেবদের ওয়ার্ড হইতে তাড়িত হইয়া আমাকে দেশীয়দের ওয়ার্ডেও যাইতে হইল। সেখানে গিয়া বাধ্য হইয়া আমাকে সাহেবদিগের তোড় জোড় সব পরিত্যাগ করিতে হইল এবং কেবলমাত্র রাত্রিকালে শয়নের জন্য একখানা তালপাতার মোটা চাটাই, মাথায় দিবার একখানা খড়ের বালিস ও গায়ে দিবার একখানা মোটা চট আমার শয়ন কক্ষের শোভা বর্দ্ধন করিতে লাগিল। এই সকল লঘু লাঞ্ছনার ফলে আমার মনের বল কোনও প্রকার হ্রাস হওয়া দূরে থাক্, বরং

আরও বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। ক্রমে ঐ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট দেখিলাম আর কোনও প্রকার উৎপীড়ন না করিয়া বেশ সদ্ব্যবহারই করিতে লাগিলেন।

উপরি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আমাদিগের পাগলা-গারদে অবস্থান কালীন আর একটী উন্মাদ পাগল এক ভীষণ কাণ্ড বাধাইয়া বসে। উহার নাম ইলাইয়া গৌল্ডন্। সে যখন প্রথম সেখানে অপর কোনও এক জেল হইতে প্রেরিত হইয়া আসিয়া উপস্থিত হয়, তখন উহার মধ্যে তেমন কোনও উন্মত্ততার লক্ষণ দৃষ্ট হয় নাই; তবে আমার যেরূপ কালাপানি হইতে মাদ্রাজ চালান হইবার সময় "আমার রেহাই হইয়া গিয়াছে" এরূপ একটী ধারণা যে করিয়াই হোক জন্মিয়া গিয়াছিল, উহারও দেখিলাম ঠিক তাহাই। সে সেখানে আসিয়াই কেবল বাড়ী যাইবার জন্য অস্থির হইত। এমন কি, ফটকের নিকট যে রক্ষী-ঘর ছিল তাহাকে রেলওয়ের টিকেট আফিস মনে করিয়া বারম্বার টিকেট পাইবার জন্য সেখানে গিয়া হাজির হইত। এরূপ ভাবে কিছুদিন কাটিলে পর, বিশেষ কোনও উন্মত্ততার লক্ষণ দৃষ্ট না হওয়ায়, উহার সম্বন্ধে বিশেষ কোনও সতর্কতা অবলম্বন করা হয় নাই, সাধারণ কয়েদীদিগের সঙ্গেই থাকিতে ও চলাফেরা করিতে দেওয়া হইত।

অবশেষে এক দিন বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর কি আড়াই প্রহরের সময় হঠাৎ উহার এমনই বুদ্ধিবিপর্য্যয় উপস্থিত হইয়া গেল যে, তাহার কাণ্ড দেখিয়া সেখানকার প্রায় অধিকাংশ লোকেই "কার কপালে কি যে আছে, বলা নাহি যায়" এরূপ ভাবে প্রাণ হাতের তলায় লইয়া সশঙ্কিত অবস্থায় দণ্ডায়মান হইতে হইয়াছিল। আমাদের থাকিবার স্থান Criminal enclosure-এর অধীনে একখানা ছোট কর্ম্মকারশালা ছিল, সেখানে নানা-প্রকার যন্ত্রপাতি ও লোহালক্কড় পড়িয়া থাকিত। হঠাৎ, কেন জানি না, তাহার কি এক দুর্ব্বুদ্ধি মাথায় চাপিল, সে সেই কর্ম্মকারশালা হইতে

একখানা প্রকাণ্ড লোহার ডাণ্ডা হাতে তুলিয়া লইয়া একদিকে ছুটিতে আরম্ভ করিল ও পথিমধ্যে যাহাকে দেখিতে পাইল তাহারই মস্তকে তাহার ঐ লৌহ-দণ্ডের এক এক ঘা করিয়া বসাইতে লাগিল। এইরূপে ক্রমান্বয়ে একজন, দুইজন, তিনজনকে যখন সে একেবারে সাংঘাতিক-রূপে জখম করিয়া বসিয়াছে, তখন চারিদিকে এক মহা কোলাহল পড়িয়া গেল। চার পাঁচ জন সবল ও সুস্থকায় লোক সাহস করিয়া বংশদণ্ড হস্তে উহাকে 'তাড়া করিল ও অল্পক্ষণের মধ্যেই উহাকে ধরিয়া ফেলিল। অবশ্য ধরিবার পর উহাকে যথেষ্ট উত্তম-মধ্যম দেওয়া হইল, কিন্তু তাহাতে আর কি হইবে যাহা করিয়া বসিয়াছে তাহার প্রতিকার উহাকে মারিয়া যমের দক্ষিণ দুয়ার দেখাইয়া আনিলেও হইবার নহে। আমি সৌভাগ্য-ক্রমে ঐ উন্মাদের গন্তব্য পথ হইতে কতকটা দূরে আমার কুঠুরীর নিকটে ছিলাম কোলাহল শুনিয়া ব্যাপার কি জানিবার জন্য অগ্রসর হইলে যাহা দেখিলাম তাহাতে অতি বড় সাহসীরও হৃদ্‌কম্প হইবার কথা। যেই যেই স্থানে ঐ উন্মাদ-কর্ত্তৃক আহত লোক পড়িয়া রহিয়াছে, সেই সেই স্থানে একেবারে রক্ত-গঙ্গা বহিয়া যাইতেছে এবং যাহাদিগকে আঘাত করিয়াছে, তাহাদিগের দিকে তাকাইতেও বোধ হয় সাধারণ লোকের সাহসে কুলাইবে কিনা সন্দেহ; এমন কি দুর্ব্বল-চিত্ত লোক ঐ দৃশ্য দেখিলে প্রথম দৃষ্টিতেই মূর্চ্ছা যাইবে, সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই।

যাহাদিগের মস্তকে আঘাত লাগিয়াছে, তাহাদের প্রত্যেকেরই এক এক আঘাতেই মস্তকের খুলি ভাঙ্গিয়া একেবারে চেপ্টা হইয়া গিয়াছে এবং মাথার ঘি বাহির হইয়া পড়িয়াছে। আহত তিন জনের মধ্যে দুই জনকে অচিরেই পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হইতে হইয়াছে। অপর একজন উহাদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সবল ও সুস্থকায় ছিল; সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আসিয়া তিন জনকে দেখিয়া কেবল

মাত্র উহাকেই ষ্ট্রেচারে করিয়া হাঁসপাতালে লইয়া যাইবার আদেশ করিলেন, অপর দুইজন সম্বন্ধে তো কোনই ভরসা নাই, দেখা যাক প্রাণপণ যত্নে যদি উহাকে বাঁচাইতে পারেন। হাঁসপাতালে প্রায় সাত আট দিন উহার কোনও সংজ্ঞাই হয় নাই, নাকে নল দিয়া অথবা ফিডিং কাপ দিয়া দুধ খাওইয়া দেওয়া হইয়াছে, এমত অবস্থায়ও যে সে বাঁচিয়া উঠিল ইহা খুবই আশ্চর্য্যের বিষয় সন্দেহ নাই, এবং আজকালকার অস্ত্রচিকিৎসা-শাস্ত্রের পক্ষে খুবই গৌরবের বিষয় বলিতে হইবে। যদিও গত যুদ্ধ ব্যাপারে একান্ত ইচ্ছা স্বত্বেও নিজে যাইবার কোনই সুবিধা ঘটিয়া উঠে নাই, তথাপি বলিতে পারি, ঐ দিনকার লোমহর্ষণ দৃশ্য যাহা দেখিয়াছি, ভয়াবহ সমর-ক্ষেত্রেও ঐরূপ ভীষণ দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় কিনা সন্দেহ।

পাগলা-গারদের পাগলদের কথা এই পর্য্যন্ত হইলেই যথেষ্ট হইবে। আর তেমন উল্লেখ-যোগ্য পাগলের কথা বড় বিশেষ কিছুই নাই; তবে একটী লোক দেখিয়াছিলাম, জাতিতে মুসলমান,তাহার স্বীয় অন্ননালীর উপর এমনই আশ্চর্য্য দখল ছিল যে, আহার করিয়া কয়েক বাটী জল গলাধঃকরণ করিয়া যদৃচ্ছাক্রমে সমস্ত ভুক্ত অন্ন উদ্গীরণ করিয়া ফেলিতে পারিত। আমাদিগের হটযোগ-শাস্ত্রে যে ধৌতি এবং নেতি প্রক্রিয়ার কথা পাওয়া যায়, উহার অভ্যাস কতকটা তদ্রূপ। প্রায়ই মাঝে মাঝে দেখিয়াছি যে, আমাদিগের সেখানকার খাইবার পাত্রে করিয়া এক বাটী কি দুই বাটী জল, ওজনে প্রায় তিন চার সের হইবে, একেবারেই ঢক্ ঢক্ করিয়া পান করিয়া ফেলিত এবং পরক্ষণেই উহা সমস্ত, রাস্তার জলের কলের মত, খানিকক্ষণ ধরিয়া অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে উদ্গীরণ করিতে থাকিত। লোকটী অতিশয় খর্ব্বাকৃতি, কিন্তু বেশ বলিষ্ঠ গঠন, ডন কুস্তিও উহার বেশ জানা ছিল; কিন্তু হইলে কি হইবে, তাহার ঐ সকল অদ্ভূত ক্ষমতা স্বত্বেও জেলখানাই তাহার প্রকৃত

আবাস বলিতে হয়। মাদ্রাজ অঞ্চলে যাহারা দুই তিন কি ততোধিক বার জেল খাটে, তাহাদিগকে K. D. অর্থাৎ—Known Desperado বলা হয়, আমাদের ঐ লোকটীও তাহাদিগেরই একজন অন্যতম, বারম্বার চুরি ইত্যাদি অপরাধে উহার ঐরূপ দশা।

এই তো গেল আমাদের পাগলা-গারদের কথা। এখন পুনরায় আমার পূর্ব্বকথিত অতিলৌকিক কয়েকটী ঘটনার উল্লেখ করিব। এবার যাহা বলিব তাহা শুনিয়া সকলেই আশ্চার্য্য হইবেন সন্দেহ নাই।

একদিন সকালবেলা আমি আমাদের বড় ফটকের দিকে মুখ বাড়াইয়া বাহিরের দিকে চাহিয়া দেখিতেছি, এমন সময় দেখিলাম আমাদিগের সম্মুখস্থ সার্জেন্টের বাড়ীর পাশের দিক্‌কার বাগানে একটী মহিলা, আমাদিগের দেশীয় ধরণে কাপড় পরা, আমাকে লক্ষ্য করিয়া কি যেন বলিতে চাহিতেছেন। উহার দেহের গঠন অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট ; এমন কি, একেবারে স্থূলাকৃতি বলিলেও চলে। গায়ের রং বেশ ধব্‌ধবে ফরসা, মেমেদের মত। আমাকে দেখিয়া, আমি কে তাহা জানিবার জন্য, জিজ্ঞাসা করিলেন, "who is this ?" "এ কে ?" আমি আর কি বলিব কোনও উত্তর না দিয়া উহার দিকে চাহিয়া আছি, এমন সময় পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন, "Do you know me ?" "আমাকে চেন ?" আমি উহাকে দেখিয়া আমার পরিচিত কেহ বলিয়া মনে করিতে পারিলাম না। তাই অবশেষে নিজেই আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, "I am she", অর্থাৎ "আমি তিনি"। আমি তথাপি কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না দেখিয়া বলিলেন, "I am Mary, your queen" এরূপ বলাতে আমি চাহিয়া দেখিলাম তাই তো যেন ছবির চেহারার সঙ্গে কতকটা সাদৃশ্য আছে বলিয়া বোধ হয়, তবে এরূপভাবে 'এরূপ স্থানে অভ্যুদয়ের অর্থ কি ? তখনও ইউরোপ যুদ্ধ পুরা দমে চলিতেছে, আমি মনে

মনে চিন্তা করিয়া সেই সম্পর্কে এক অর্থ করিয়া লইলাম। ভাবিলাম হয় তো এই যুদ্ধ সম্পর্কে স্বদেশে নানাপ্রকার আপদ বিপদের সম্ভাবনা এমন কি সিভিল্ল ওয়ারের সূচনা দেখিয়া মাতাজী আত্মগোপন করিয়া ভারতবর্ষে আসিরা উপস্থিত হইয়াছেন এবং মুসলিম-ফৌজদিগের ন্যায়, ভারতবর্ষে অবস্থান কালীন, ভারতীয় ধরণে আপন বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছেন। তাঁহার এই শূন্যাভরণা, এক-বস্ত্র-পরিধানা, নিরাভরণা দৈন্য দশার মূর্ত্তি দেখিয়া কেমন যেন একটু কষ্টই হইল। আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এখানে কেন? "তুমি কি করিয়াছ?" আমি ইঙ্গিতে জানাইলাম যে, "রাজবিদ্রোহের অপরাধে আমি রাজদণ্ডে দণ্ডিত।" তিনি বলিলেন, "That's nothing এ কিছুই না", অর্থাৎ—ইউরোপে যাহা এখন হইতেছে তাহার তুলনায় তোমরা যাহা করিয়াছ তাহা একেবারে কিছুই নহে বলিতে হয়। অতএব "You are free—তুমি মুক্ত।" আমি কিন্তু এরূপ ভাবে মুক্তির অর্থ কিছুই বুঝিলাম না, তবে তাঁহার এই শুভ আশীর্ব্বাদ লাভ করিয়া আপন কৃতজ্ঞতা জানাইলাম। সেদিনকার ব্যাপার সেখানেই শেষ হইল ও আমি আপন কর্ম্মস্থানে চলিয়া আসিলাম।

এই সকল ঘটনার যথাযথ বিবরণ যাহা লিপিবদ্ধ করিলাম, তদ্দৃষ্টে পাঠক অবশ্যই বুঝিতে পারিয়াছেন যে, আমি তখনও ঐ ব্যাপার আমাদিগের সাধারণ লৌকিক ঘটনা বই অন্য কিছু বলিয়া মোটেই বুঝি নাই। এখন বুঝিয়া লউন ঐ সকল ব্যাপার আমাদিগের মনে কিরূপ ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। এ পর্যান্ত যে সকল ঘটনা বর্ণনা করিয়া আসিয়াছি, তাহা সংখ্যায় নিতান্ত অল্প নহে, তথাপি পর পর এতগুলি ঘটনা লক্ষ্য করিলেও ঘটনাস্থলে লৌকিকের সহিত ঐরূপ অতিলৌকিকের পার্থক্য নির্দ্ধারণ

করিবার ক্ষমতা তখনও আমার হয় নাই, বরাবর ঐরূপ "উল্টা বুঝিলি রাম" বুদ্ধিতেই চলিয়াছি।

তারপর একদিন বেলা প্রায় দুইটা কি আড়াইটা হইবে, আমি পড়িবার জন্য তথাকার লাইব্রেরী হইতে একখানা বই আনিবার জন্য চলিয়াছি, সঙ্গে অপর একটি গোরা সৈন্য ও একজন ওয়ার্ডার আছে। সৈন্যটীর বয়স অল্প, বোধ হয় বাইশ কি তেইশের অধিক হইবে না, বেলারী ক্যাণ্টেনমেণ্ট হইতে হঠাৎ আত্মবিস্মৃত অবস্থায় তথাকার একজন দেশীয় নাপিত কি বাটলারকে গুলি করিয়া মারা অপরাধে দণ্ডিত হইয়া আমাদের পাগলা-গারদে প্রেরিত হয়। উহার নাম জন স্কট।

উহার সম্বন্ধে তখন আমার একটী অত্যন্ত ভ্রান্ত ধারণা ছিল। আমি যখন তাঁত-শালায় কাজ করি, তখন একদিন সকালবেলা সে আসিয়া আমাদের তাঁত-শালায় উপস্থিত। আমি উহাকে দেখিয়া মনে করিলাম বুঝি বা সে তাঁতের কাজ শিখিতে চাহিতেছে, তাই উহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুমি কি এখানে কাজ করিতে চাহ ?" সে উত্তর করিল, "না, তুমি কি তবে জান না আমি হচ্ছি জন্।" উহার ঐরূপ উত্তর শুনিয়া উহার সম্বন্ধে আমার এমনই এক ভ্রান্ত ধারণা জন্মিয়া গেল যে, আমি মনে করিলাম তবে বুঝি সে প্রিন্স জন্! যুদ্ধ সম্পর্কে কোথায় এক খুনের মামলায় পড়িয়া অথবা আত্মগোপনচ্ছলে একেবারে কয়েদীর বেশে কয়েদ-খানায় হাজির! যদি তাহাই হয় তবে আর সে কাজ করিবে কি ? পরে যদিও একদিন উহার বাড়ী কোথায়, উহার পিতা কি করেন ইত্যাদি অনেক কথাই বলিল কিন্তু তাহাতে যেন আমি আরও সমস্যায় পড়িয়া গেলাম। উহার সম্বন্ধে প্রথম ধারণাটী যেরূপ স্পষ্ট ও প্রবল আকারে আমার মনকে অধিকার করিয়াছিল দ্বিতীয় ধারণা তাহার তুলনায় একেবারে নিস্তেজ ও

নির্ব্বীর্য্য বলিতে হয়। প্রথমটীর বেলায় বিশেষ কোনও কথাই নাই কেবল মাত্র "নাম" আর বাদ বাকী সবই প্রায় reading between the lines. কতকটা প্রত্যাদেশের ন্যায়, অথচ উহারই এত জোর যাহাকে মিথ্যার শক্তি বলে। যে বাস্তব সত্য ভাষায় ব্যক্ত হইয়াও তাহার নিকট হার মানিতে বাধ্য হইল।

আমরা লাইব্রেরীতে উপস্থিত হইলে সেখানকার কেরাণী আমাকে ডাকিয়া বলিল, "তুমি আজ কাহাকে দেখিতে পাইবে?" আমি ভাবিলাম, কে আবার আসিবে? আমি উহার কথাটা তেমন তলাইয়া বুঝিলাম না এবং তখনই সব ভুলিয়া গেলাম। সেখানকার লাইব্রেরী ঘরটী বেশ প্রশস্ত একটী হল, ভিতরে কখনও কখনও মেডিকেল কলেজের ছেলের জন্য ক্লাস বসিত এবং মাঝে মাঝে আমোদ প্রমোদ উপলক্ষে আমরা সেখানে মিলিত হইতাম। সে দিন লাইব্রেরী ঘরে উপস্থিত হইয়া আমার আবশ্যকীয় বই ইত্যাদি দেখিতেছি এবং কেরাণী আসিয়া আলমারী খুলিয়া বই বাহির করিয়া দিবে তাই অপেক্ষা করিতেছি, এমন সময় চাহিয়া দেখিলাম হঠাৎ বাহিরের দিক হইতে কে যেন হলের দিকে আসিতেছে। চেহারা দেখিয়া মনে করিলাম হয় তো নূতন কোন সাহেব-রোগী হইবে; দেখিতে আমাপেক্ষাও প্রায় আধ হাত উঁচু, মুখের গড়ন ইত্যাদি সবই এক রকম লম্বা ছাঁদের, গায়ে একখানা নীল রঙ্গের ফ্লানেলের কোট, বেশ ভূষার তেমন কোনই আড়ম্বর নাই। আমাকে দেখিয়া ইনিও পূর্ব্ব আখ্যায়িকার "who is this—এ কে?" এরূপ জিজ্ঞাসা করায় আমি আর কোনও উত্তর করিলাম না। আমার হইয়া মিঃ ফ্রেজার নামক অপর একটী সাহেব-রোগী তথায় উপস্থিত ছিল, সেই যাহা কিছু বলিবার বলিতে লাগিল। স্কট সেই সময়ে মঞ্চের উপর উঠিয়া পিয়ানো বাজাইবার প্রয়াস পাইতেছে।

আমি একজন রাজনীতিক কয়েদী, রাজার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিবার অপরাধে দণ্ডিত শুনিয়া তিনিও বলিয়া উঠিলেন, "Oh! that's nothing, ও কিছু নয়", "I set you free, আমি তোমাকে মুক্তি দিতেছি "Do you know me? তুমি কি আমাকে চেন?" এইরূপ কথা হইতেছে, এময় সময় কেরাণী আসিল ও আমি বই আনিবার জন্য আলমারীর নিকট গিয়া দেখি একটী বিলাতী মেয়ে, বয়স অনুমান চৌদ্দ পনর হইবে, টেবিলের উপর বসিয়া সেখানকার একটী বৃদ্ধ সাহেব-রোগীর সহিত গল্প করিতেছে। আমাকে দেখিয়া সেও জিজ্ঞাসা করিল, "এ কে?" ইহার উত্তরে সেই সাহেবটি বলিল, ইনি এখানকারই একজন বাসিন্দা ইত্যাদি। পরিশেষে ঐ মেয়েটী উহাকে আমার সহিত পরিচয় করাইয়া দিবার জন্য বলিল, "পরিচয় করিয়া দাও।" এইরূপে অনুরুদ্ধ হইয়া সেই বৃদ্ধ আমাকে বুঝাইয়া দিল যে ঐ মেয়েটী হচ্ছেন "য়্যালিস, অর্থাৎ—রাজকুমারী এলিচ, সম্রাট জর্জ্জের মেয়ে। পরিচয় হইয়া গেলে পর উক্ত মেয়ে আমার সহিত নানারকম ছেলে-মানুষি আরম্ভ করিয়া দিল। আমি যেন হিন্দু ধর্ম্মের বহু ঈশ্বরবাদের একজন পাণ্ডা ও সে একেশ্বর-বাদিনী খৃষ্টান, তাই উহার একেশ্বর-বাদের এক মন্ত্র আমাদের দেশীয় ভাষায় ভজাইবার প্রয়াস পাইতে লাগিল। মন্ত্রের প্রথম চরণটী হইতেছে এই "একেশ্বরবাদী সীতা" অর্থাৎ তোমাদের ভারতবর্ষের আদর্শ সম্রাজ্ঞী যে সীতা দেবী তাহাকেও বহু ঈশ্বর-বাদ ছাড়িয়া একেশ্বর-বাদ মানিতে হইবে। মন্ত্রের প্রথম চরণটী তো আধ আধ ভাষায় উহার মুখে শুনিতে বেশ মিষ্ট লাগিল, কিন্তু দ্বিতীয় চরণটী শুনিয়া বোধ হয় যেন সে গীর্জ্জায় বসিয়া ঐ মন্ত্র আবৃত্তি করিতেছে এবং মন্ত্রের ভাষাও প্রায় ঐ অবস্থারই উপযোগী বলিতে হয়। আমি যখন জানাইলাম যে, আমি বহু-ঈশ্বরবাদী হিন্দু নহি, একেশ্বরবাদী ব্রাহ্ম, বিলাতে

যাহাদিগকে Unitarian বলে, তখন সে বলিল, "ও তাই নাকি, তবে আর আমরা ঝগড়া করিতেছি কেন? কথাটা আগে বলিলেই তো হইত" ইত্যাদি। এই সকল কথাবার্ত্তা হইয়া গেলে আমি আলমারী হইতে বই লইয়া দরজার দিকে অগ্রসর হইতেছি, এমন সময় পুনরায় ঐ আগন্তুক সাহেবটী আমার সহিত আলাপ জুড়িয়া দিলেন। উহার, "আমি কে জান?" এই প্রশ্নের উত্তরে আমি উহার দিকে চাহিয়া দেখিলাম পূর্ব্বে উহাকে কখনও দেখি নাই, সুতরাং আমি আর কি বলিব, একটু অবাক ভাবে উহার দিকে চাহিয়াই আছি, এমন সময় তিনি নিজেই আত্মপরিচয় দিয়া বলিলেন, "আমিই তোমাদের রাজা", এই বলিয়া যেন রাগের মাথায় "you bastard" এই গালিও উহার মুখ হইতে প্রায় বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, কিন্তু আমার চোখের চাহনি দেখিয়া যেন কথাটা সামলাইয়া গেলেন। ঐরূপ পরিচয় দিলেই বা কি হইবে, যে অবস্থায় আত্ম-পরিচয় দিয়া বসিয়াছেন সে অবস্থায় সম্রাট জর্জ্জ বলিয়া উহাকে চিনিবে কাহার সাধ্য! একেবারে সম্পূর্ণ রূপে রাজ-আসবাব ও আড়ম্বরশূন্য এমন একটী লোককে সম্রাট জর্জ্জ বলিয়া চিনিয়া লইতে, এমত অবস্থায় আমি কেন, তাঁহার আত্মীয় স্বজনগণের পক্ষেও নিতান্ত সহজ হইত কিনা সন্দেহ। সুতরাং আমি যখন কিছুতেই উহার উপরি উক্ত আত্ম-পরিচয় যথাযথ বলিয়া স্বীকার করিতে রাজি হইলাম না, তখন যেন বেচারী ভারী ফাঁপরে পড়িয়া গেলেন এবং পড়িবার জন্য একখানা বই আনিয়াছি দেখিয়া উহারও মর্জ্জি হইল তিনিও একখানা বই লইবেন। এদিকে কেরাণীকে বলিলে কেরাণী বলে, "তুমি কে? তোমার আবার বই কি।" এই লইয়া তো মহা তর্ক; তিনি বলিলেন, "বাঃ আমার আবার বই কি। মানে? এ সবই তো আমার, এ সব আমার নয় তো কার?" কেরাণী উত্তর করিল, "এ সব নামে তোমার হইলেও উহা এখানকার পাগলা রোগী-

দিগের জন্য, তোমার ব্যক্তিগত সম্পত্তি নহে। তোমাকে কেমন করিয়া এই বই দেওয়া যাইতে পারে? তুমি কি এখানকার রোগী?" কেরাণী এইরূপ বলাতে তাঁহাকে বাধ্য হইয়া স্বীকার করিতে হইল যে, হ্যাঁ, তিনিও সেখানকার একজন রোগী, নচেৎ বই লওয়া চলে না। তিনি সেখানকার একজন রোগী, এই স্বীকার উক্তিতে কেরাণীও বই দিতে রাজী হইল এবং আলমারী হইতে যে-কোনও একখানা বাছিয়া লইতে বলিল।

অতঃপর তিনি সোনালী বর্ডার যুক্ত ছোট একখানা লাল বই বাহির করিয়া লইলেন। তবে বইখানা যে সত্য সত্যই একখানা বই, কি মায়ার খেলা ঠিক বলিতে পারিলাম না; কিন্তু পরে একদিন আমি নিজের সেখানা কি বই জানিবার কৌতূহল সম্বরণ করিতে না পারিয়া আলমারী খুঁজিয়া ঠিক ঐ আকারের একখানা বই পাই, সে বই খানাতে রুশিয়ার ক্রোপষ্টেড নামক সর্ব্বশ্রেষ্ঠ জলদুর্গের (naval fort-এর) একটী বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে। তিনি সেই বইখানা হাতে লইয়া পাতা উল্টাইতে উল্টাইতে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "you don't believe me?" অর্থাৎ—"আমি যে সম্রাট জর্জ্জ একথা তুমি বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না?" আমি মাথা নাড়িয়া জানাইলাম, "না"। তাহাতে তিনি যেন মহা বিপদে পড়িয়াই বলিলেন, "what am I to do to make you believe? তোমাকে কেমন করিয়া বিশ্বাস করাইব?" এই বলিয়া হনুমান যেমন আপন বুক চিরিয়া রাম-সীতা দেখাইয়াছিল, তিনিও যেন ঠিক সেইরূপ আপন বুক চিরিয়া তিনি যে জর্জ্জ ইহা দেখাইতে চাহিলেন এবং আমিও যেন দেখিলাম তাঁহার বুকের ডান পাশে একখানা সরু সোনার শিকল বাহির হইল, আমার তাহাতেই যেন বিশ্বাস জন্মিয়া গেল, ও আমি তাঁহার পরিচয় জানিয়া বিস্মিত ও বিমূঢ়ের ন্যায় আপন মস্তক অবনত করিলাম। অতঃপর

তিনি বলিলেন, "আমি তোমাকে মুক্তি দিতেছি, তুমি যদৃচ্ছা গমন করিতে পার।"

আমি দেখিলাম ব্যাপার মন্দ নয়; আমার নিকট ঐরূপ মৌখিক আদেশ জারির উপর নির্ভর করিয়া যদি আমি যদৃচ্ছা চলিয়া যাইতে চাহি, তাহা হইলে গারদের কর্ত্তৃপক্ষগণ কেমন করিয়াই বা ঐ আদেশ জানিবে ও মানিবে? তাঁহারা নিশ্চয়ই আমার মস্তিষ্ক-বিকৃতির দোহাই দিয়া যে করিয়াই হোক পুনরায় আমাকে ধরাইয়া আনিবে ও আমার আবার "পুনর্ম্মূষিকো ভব" বই কোনই গত্যন্তর থাকিবে না। সুতরাং আমাকে একটু সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইল এবং তাঁহার কেবল ঐ মুখের কথায় না ভুলিয়া বলিলাম, "আপনি মুক্তি দিতেছেন, বেশ কথা, কিন্তু মুক্তি দিতে গেলে তো কেবল মুখের কথায়ই চলিবে না, আপনার লিখিত আদেশ চাই।" এইরূপ বলাতে তিনি বলিয়া উঠিলেন, "কি আমার মুখের কথায় চলিবে না! আমার মুখের কথাই আইন!" আমি বলিলাম, "তা হোক, তথাপি রাজকীয় কর্ম্ম-পরিচালনার তো একটা বিধি আছে? সেই বিধিমত আদেশটী প্রচারিত হইলেই হইল।" তিনি বলিলেন, "তবে তুমি কি চাও যে, আমি নিজে হাতে লিখিয়া তোমার মুক্তির আদেশ জারি করি?" আমি "হাঁ" বলাতে ভারি অপ্রস্তুতে পড়িলেন, এবং কেমন করিয়া ইহা হইতে পারে চিন্তা করিয়া, যেন কোনই পথ না পাইয়া বলিলেন, "তুমি কে? তোমার পরিচয়?" অর্থাৎ—তোমার মত লোকের বিষয় যদি হুজুরে হাজির করিতে হয় তাহা হইলে আমার এমন কোন বিশেষ পরিচয় তো চাই যদ্দারা আমি রাজ-সরকারে পরিচিত হইতে পারি, নচেৎ আমার বিষয় উল্লেখ করা যাইবে কেমন করিয়া? এইরূপ আলোচনা করিয়া পরিশেষে যেন আমার সহিত একটু রহস্য করিবার জন্য বলিলেন, "তুমি আমার দস্তখত চাও?

আচ্ছা আমাকে কাগজ কলম আনিয়া দাও, আমি দস্তখত করিয়া দিতেছি।" এইরূপ বলাতে আমি নিজে আফিস হইতে কাগজ কলম আনিবার জন্য গিয়া দেখিলাম আমরা উভয়েই আপন আপন দণ্ডায়মান অবস্থাতেই আটকা পড়িয়া গিয়াছি, এক পাও নড়িবার জো নাই; সুতরাং কাগজ আনা আর হইল না। কিন্তু তিনি নিজেই বুঝাইয়া বলিলেন যে, তিনি যখন কথা দিয়াছেন তখন কার্য্যে পরিণত হইবেই হইবে, তবে কিছু সময় লাগিবে, এই যা। তারপর বলিলেন, "তুমি রাজদ্রোহি অপরাধে দণ্ডিত বর্ত্তমান ইউরোপ যুদ্ধে ইংলণ্ডের যোগ দিবার মূল কারণ কি জান?" জিজ্ঞাসা করিলাম, "ইংলণ্ডের যোগ দিবার কারণ কি?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "It is she, অর্থাৎ—মহারাণী মেরীই কারণ, তিনি হইতেছেন, ওলন্দাজ বংশসম্ভূত, তাই তাঁহার প্রতিবেশী রাজ্য বেলজিয়ামের সহায়তার জন্য তিনিই তাহার স্বামীকে ঐ যুদ্ধে যোগ দিবার জন্য প্ররোচিত করিয়াছেন নতুবা সম্রাট জর্জ্জের ঐ যুদ্ধে যোগ দিবার কোনই ইচ্ছা ছিল না, সুতরাং সব অনর্থের মূল মহারাণী মেরী আর কেহই নহে।"

কথাটা কতকটা আদম ও ইভের গল্পের ন্যায় শুনাইল। আদম এবং ইভের ভগবন্নির্দ্দেশ অমান্য করিয়া জ্ঞান-বৃক্ষের ফল ভক্ষণ জন্য, যখন জ্ঞানোদয় হইল, তখন ভগবান তাহাদের ঐ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া উহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমরা এ কি করিয়াছ?" তখন আদম আপন অপরাধ ক্ষালনের জন্য বলিয়া ফেলিল, "আমি কিছুই জানি না, ইভ আমাকে পরামর্শ দিয়া নিষিদ্ধ-বৃক্ষের ফল খাওয়াইয়াছে।"

অতঃপর হঠাৎ যেন চমকিয়া উঠিয়া তিনি বলিলেন, "দেখ দেখ! একটা উল্কাপিণ্ড-আমার শরীরের ভিতর দিয়া চলিয়া যাইতেছে!" আমি লক্ষ্য করিয়া তেমন কিছুই দেখিতে পাইলাম না, তবে দেখিলাম যেন একটী

শ্বেত বিন্দু তাঁহার শরীরের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্বে চলিয়া গেল। শরীরের ভিতর দিয়া একটা উল্কাপিণ্ড চলিয়া যাইতেছে শুনিয়া ভাবিলাম, এ আবার, কি তামাসা? ঐ সাড়ে তিন হাতের ভিতর দিয়া আবার একটা উল্কাপিণ্ড চলিয়া যাইবে কেমন করিয়া? কথাটা শুনিয়া তো প্রথম হাসিই পাইল,কিন্তু তিনি বলিলেন, "তোমার বিশ্বাস হইতেছে না? আচ্ছা ইহার অর্থ পরে বুঝিবে।"

ইহার ঠিক দুই দিন, কি এক দিন পরে আমি একদিন রাত্রিকালে আমার কুঠুরীতে আবদ্ধ আছি, এমন সময় দেখিলাম হঠাৎ আমার কুঠুরীর সম্মুখ দিয়া একটী উজ্জ্বল উল্কাপিণ্ড উত্তর দিক হইতে দক্ষিণ দিকে একেবারে সোজা সরল রেখায় চলিয়া গেল। পূর্ব্বেই আমাদের দেবদেহী রাজা আমাকে বলিয়াছিলেন, "I shall take some one, but not you. You are an educated man, and I could talk to you, it must be some one else. অর্থাৎ তিনি যখন আবির্ভূত হইয়াছেন, তখন তাঁহার গ্রাস তিনি না লইয়া ছাড়িবেন না। সত্য সত্যই দেখা গেল, যে দিন ঐ উল্কাপিণ্ডটী আমার কুঠুরীর সম্মুখ দিয়া চলিয়া যায় সেই দিনই আমাদের Criminal enclosure হইতে হাসপাতালে ভর্ত্তি একটী লোক মারা গেল। লোকটিকে দেখিয়া দুই দিন পূর্ব্বেও, সে মারা যাইবে এমন আশঙ্কা বোধ হয় কেহই করে নাই। অতঃপর আমার সহিত এত কথাবার্ত্তার পরেও যেন তিনি তৃপ্তি বোধ করিতে পারিলেন না এবং বলিলেন, তোমার সহিত কথা বলিয়া আমার তৃপ্তি বোধ হইতেছে না, কারণ তুমি আমার সমবয়স্কও নহ, সমপদস্থও নহ। যাক্, আমি তোমার সমবয়স্ক ও সমপদস্থ আমার একজন প্রতিনিধি পাঠাইব।" এই বলিয়া সেদিনকার কথাবার্ত্তা শেষ হইল ও আমি বই লইয়া আবার স্বস্থানে প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম।

পাঠক নিশ্চয়ই অবগত আছেন যে, এ পর্য্যন্ত যাহা কিছু অতিলৌকিক ঘটনা লিপিবদ্ধ করিয়া আসিয়াছি, তাহার প্রত্যেকটিই ঘটনাকালে বাস্তব বলিয়া আমার প্রতীতি জন্মিয়াছে; কিন্তু উপরিউক্ত ঘটনার কয়েক দিন পর, এমনই একটী আশ্চর্য্য ঘটনা সংঘটিত হইল যে, তাহাতেই আমার ভ্রান্তি সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়া গেল, দ্বিধার আর কোনই স্থান রহিল না। সেদিন বেলা প্রায় সাড়ে নয়টা কি দশটা হইবে criminal enclosure-এ আমরা সকলেই আহারের জন্য সমবেত হইয়াছি, অনুমান প্রায় পঞ্চাশ জন লোক হইবে—ফাইল করিয়া একটী সমচতুষ্কোণ ভূমির তিন দিক ঘিরিয়া সকলে উপবেশন করিয়াছে, মধ্যে একটী টেবিল ও চেয়ার, চেয়ারে প্রধান সাহেব সার্জেণ্ট উপবিষ্ট, দ্বিতীয় সার্জেণ্ট ফাইল পরিদর্শন করিতেছে। আমি ঠিক বড় গেটের ধারে দেওয়াল ঘেঁসিয়া বসিয়া আছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম অবিকল দ্বিতীয় সার্জেণ্টের ন্যায় অপর এক ব্যক্তি বড় ফটক দিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল। উহার পরিধান-বস্ত্র, এমন কি মাথার টুপী হইতে আরম্ভ করিয়া পায়ের জুতা পর্য্যন্ত, সবই অবিকল আমাদিগের দ্বিতীয় সার্জেণ্টের ন্যায়। আমরা তো দেখিয়া সকলেই অবাক। এ পর্য্যন্ত যতগুলি আশ্চর্য্য ঘটনা দেখিয়াছি তাহার কোনটীই এরূপ নহে। প্রত্যেক ঘটনার বেলাই লৌকিকের আবর্ত্তমানে অথবা দৃষ্টির অন্তরালে অবস্থান কালে অলৌকিক আবির্ভূত হইয়াছে, সুতরাং অলৌকিককে অলৌকিক বলিয়া চিনিবার আর সুযোগ হয় নাই, তাই প্রত্যেকবারই ভ্রমে পতিত হইয়াছি এবং মনে করিয়াছি উহা সাধারণ লৌকিক ঘটনা বই আর কিছুই নহে। এবার কিন্তু আর সেরূপ ভ্রান্তির কোনই স্থান রহিল না, চক্ষু কর্ণের বিবাদ সম্পূর্ণরূপেই নিরাকৃত হইল।

উপরিউক্ত আগন্তুক আসিয়া প্রথম সার্জেণ্টের টেবিলের সম্মুখে উপস্থিত

হইলে পর প্রথম ব্যাপার বুঝিতে পারিয়া দেবদেহীর সম্মান জন্য চেয়ার ছাড়িয়া দণ্ডায়মান হইল ও আপন টুপী উত্তোলন করিল। অতঃপর দেবদেহী যেন জেল পরিদর্শন করিতে আসিয়াছে, তাই জিজ্ঞাসা করিল, "All correct সব ঠিক আছে?" প্রথম সাজেণ্ট উত্তর করিল, "all correct, Sir, সবই ঠিক আছে।" অতঃপর প্রথম সাজেণ্ট উহাকে প্রশ্ন করিল, "আপনি কেন এখানে আসিয়াছেন?" তিনি বলিলেন, "নিশ্চয় কিছু গোলমাল আছে।" অতঃপর প্রথম সাজেণ্ট প্রশ্ন করিল, "আপনি কোথা হইতে আসিয়াছেন?" ইহার উত্তরে তিনি বলিলেন, "I come from the other world, I come from planet Mars; you see, my world is dream to you and so is yours, a dream to me. I move in a world exactly similar to yours, I am also second sergeant in Lunatice Assylum Madras of my planet" অর্থাৎ—আমি পরলোক হইতে আসিয়াছি, মঙ্গল গ্রহ হইতে আসিতেছি। তোমাদের জগৎ আমার কছে যেমন স্বপ্ন-লোক তোমাদের এ মর্ত্তলোক তেমনি আমাদের কাছে স্বপ্ন লোক বলিয়াই মনে হয়। আমিও তোমাদেরই মত আমার জগতের মাদ্রাজ পাগলা-গারদের দ্বিতীয় সাজেণ্টেরই কাজ করি।" এই কথা বলিতে বলিতেই আমাদের দ্বিতীয় সাজেণ্টের প্রতি তাহার নজর পড়ায় তিনি বলিয়া উঠিলেন, "তুমি এখানে?" How is it that you are here while I am here?" "আমি যখন এখানে আছি তখন তুমি কেমন করিয়া এখানে রহিয়াছ?" এই বলিয়া উঁহার প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিতে লাগিলেন এবং আমাদের মনে হইতে লাগিল যেন ঐ দেহে প্রবেশ করিতে চাহিতেছেন। তাঁহার ঐ প্রচেষ্টার ফলে আমরা লক্ষ্য করিয়া দেখিলাম

আমাদের মানবদেহী দ্বিতীয় সার্জেন্ট যেন একেবারে সঙ্কুচিত ও আড়ষ্ট হইয়া পড়িলেন, ঐ দেবদেহীর তীব্র দৃষ্টি ও তাঁহার স্বদেহ-নির্গত তেজঃপুঞ্জ যেন আমাদিগের মানবদেহীকে একেবারে অভিভূত করিয়া ফেলিল। যদিও তিনি তখনও দণ্ডায়মান অবস্থাতেই রহিলেন তথাপি মনে হয় আর একটু হইলেই তিনি মূর্চ্ছা যাইতেন। অতঃপর দেবদেহী বলিলেন, "Have you got your scale ready ? You can weigh me, you shall find that I weigh as much as that other man." "আপনারা কি আপনাদের ভারমান যন্ত্র প্রস্তুত রাখিয়াছেন? আমাকে ওজন করিয়া দেখিতে পারেন আমি ওজনে ঠিক আপদাদের মানবদেহীর সমানই হইব।" তার পর বলিলেন, "আপনারা কি আপনাদের ক্যামেরা প্রস্তুত রাখিয়াছেন?" ক্যামেরা প্রস্তুত থাকিলে আপনারা আমার ফটো লইতে পারেন।" দুঃখের বিষয় আমরা ঐ সকল যন্ত্রপাতি লইয়া পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত ছিলাম না, তাই আর তাঁহার ওজন অথবা ফটো কিছুই লইতে পারা গেল না। ইহাতে তিনি যেন কিঞ্চিৎ মনঃক্ষুন্ন হইয়া বলিলেন, "কেন তোমরা ঐ সকল জিনিষ প্রস্তুত রাখ নাই? আমি কি তোমাদিগকে পূর্ব্ব হইতেই আমার আগমন সম্বন্ধে জানাইয়া রাখি নাই?" তাঁহার ঐ কথায় আমার পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ হইয়া গেল এবং দেখিলাম সত্যই তো আমাদিগের দেবদেহী-রাজা পূর্ব্ব ঘটনায় আমাকে এই আগমন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন কিন্তু কবে আথবা কোন্ সময় ঐ আবির্ভাব হইব তাহা যথাযথ নির্দ্দেশ করিয়া দেওয়া হয় নাই এবং নির্দ্দেশ করিয়া দিলেও কার্য্যক্ষেত্রে সে কথা আমার স্মরণ থাকিত কিনা কে বলিতে পারে? যা হোক, ঐ সকল বন্দোবস্ত সম্বন্ধে আপন ত্রুটি স্বীকার করিয়া তাঁহাকে জানান হইল যে, সময় যথাযথরূপে নির্দ্দিষ্ট না থাকায় পূর্ব্ব হইতে আমাদিগের

প্রস্তুত হইয়া থাকা সম্ভবপর হয় নাই। এই সকল কথাবার্ত্তা হইতে না হইতেই যেন তাঁহার মর্ত্ত্যলোকে অবস্থান কাল ফুরাইয়া আসিল, আর যেন সেখানে তিনি তিষ্টিতে পারিতেছেন না, তাঁহার শরীরের সমস্ত অণুপরমাণু যেন এতক্ষণ এই সাড়ে তিন হাতের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ রাখার দৌরাত্ম্যে একেবারে বিদ্রোহী হইয়া উঠিয়াছে; অবশেষ তাঁহার আগমন উপস্থিত সকলের প্রত্যক্ষ হইয়াছে, ইহা নিশ্চিতরূপে প্রমাণ করিবার জন্য সকলকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করা হইল তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে কিনা। উত্তরে সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিল, হাঁ তাহারা তাঁহাকে দেখিতে পাইয়াছে। অতঃপর সেখানকার কার্য্য সমাপ্ত করিয়া তিনি ধীরপদবিক্ষেপে ফটকের দিক দিয়া বাহির হইলেন এবং এক পাশে ফিরিয়া কয়েকবার হাত পা ছুড়িয়া ঝড়ের মত শূন্যে বিলীন হইয়া গেলেন। তাঁহার এই অন্তর্ধান আর কেহই দেখিতে পাইল না বটে, তবে আমি ফটকের গা ঘেসিয়া ছিলাম বলিয়া সবটাই আমার নজরে পড়িল।

এই ঘটনার পর বোধ হয় আর কাহারও দেবদেহীদিগের বিদ্যালোক হইতে মর্ত্ত্যলোকে আবির্ভাব সম্বন্ধে কোনও সন্দেহ করিবার কারণ রহিল না। এইরূপে অতিলৌকিক আবির্ভাবের চূড়ান্ত মীমাংসা করিয়া ঐ সকল পার্থিবকল্প চাক্ষুষ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি নাই। তবে যাহারা ঐ প্রকার চাক্ষুষ আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করি নাই। তবে যাহারা ঐ প্রকার পার্থিবকল্প দেহে আবির্ভূত হইয়াছেন তাঁহাদেরও আত্মীয় স্বজনদিগের মধ্যে অন্যান্য অনেকেরই আতিবাহিক দেহ অথবা বিম্বদেহ সর্ব্বদাই আমার মানসাকাশ পূর্ণ করিয়া রহিয়াছে, ইহাদের সহিত আমার জীবনসূত্রের কেমন যেন একটা আচ্ছেদ্য ও নিত্যকালের সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়া গিয়াছে, যাহার যোগ প্রায় কায়া-ছায়ার ন্যায় একেবারেই যেন পরস্পর সাপেক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। এই

বিশ্বদেহীদিগের মধ্যে অনেকেই পার্থিব রাজ্যে জীবিত রহিয়াছেন, আবার এমনও অনেকে আছেন যাহাদিগের পার্থিব সত্তা বহুদিন ইহধাম্ ত্যাগ করিয়া গিয়াছে ইহাদিগের সহিত এইরূপ যোগাযোগের ফলে যেন ইহলোকপর-লোকের ব্যবধান কতকটা দূরীভূত হইয়া গিয়াছে বলিয়াছে বলিয়া মনে হয়। ইহা যেন সেই ত্রেতাযুগে রাবণ যাহা করিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু দীর্ঘসুত্রিতা নিবন্ধন করিয়া উঠিতে পারে নাই, ঠিক তাহাই। আমাদিগের কল্পনায় "স্বর্গের সিড়ি" বলিতে ঠিক এই প্রকারই ইহলোক এবং পরলোকের মধ্যে কোনও যোগাযোগের ব্যবস্থা বই আর কি বুঝিব?

বলিতে ভুলিয়া গেলাম, পূর্ব্বোক্ত ঘটনার পরেও আরও দুই একটি অতিলৌকিক আবির্ভাব ঘটিয়াছিল এবং সে সম্বন্ধেও কিছু বলা আবশ্যক। একদিন সকাল বেলা আমাদিগের ফাইল পরিদর্শন হইবে এইরূপ খবর পাওয়ায় আমরা সকলে সারি বাঁধিয়া দণ্ডায়মান আছি, এমন সময় দেখিতে পাইলাম কয়েকজন সাহেব আমাদিগের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত আসিয়া উপস্থিত। তাঁহারা ফাইলের এক প্রান্ত ধরিয়া সকলে দেখিতে দেখিতে আসিতেছেন। আমার স্থান ঠিক ফাইলের অপর প্রান্তে ছিল, তাঁহারা যখন সমস্ত ফাইল পরিদর্শন করিয়া আমার নিকটবর্ত্তী হইতেছেন, এমন সময় কে যেন বলিয়া দিল যুবরাজ এবং তাহার সঙ্গের অপর একটি লোক সম্বন্ধে যেন বলা হইল "ইনি স্যার এডওয়ার্ড কার্সন।" আমি এই কথা মনে মনে আলোচনা করিয়া কৌতূহলী হইয়া যেমনই তাঁহাদের দিকে চাহিয়াছি, অমনি দেখিতে পাইলাম যেন তাঁহাদের মুখের ভাব একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এ পর্য্যন্ত তাঁহারা বেশ অনায়াসেই পার হইয়া আসিয়াছেন, কিন্তু কথায় বলে "All's well that ends well"—"ভালর ভাল শেষ ভালই ভাল।" ফাইলের শেষ প্রান্তে আসিয়া যেন তাঁহাদের আর দমে

কুলাইতেছিল না; মুখের ভাব দেখিয়া বুঝা যাইতেছিল যে, তাঁহাদের যেন কি একটা অসহ্য যন্ত্রণা বোধ হইতেছে, যেন একেবারে দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে। আমি ও "কোট্টাইয়া ডোম" নামক অপর একটী অল্পবয়স্ক বালক পাশাপাশি দাঁড়াইয়াছিলাম, ঐ আগন্তুক-পরিদর্শকবর্গের অবস্থা দেখিয়া বেশ স্পষ্ট অনুভব করিলাম যে, তথাকার উপস্থিত জনমণ্ডলীর মধ্যে এক প্রকার বায়ুস্তম্ভ ঘটিয়াছে এবং ঐ স্তম্ভন মোচন করিবার কল-কাটি যেন আমারই উপর ন্যস্ত রহিয়াছে; সুতরাং আমি যে স্থানে যে ভাবে দণ্ডায়মান আছি যদি সেই ভাবেই থাকিয়া যাই, তাহা হইলে পরিদর্শকগণ আর অগ্রসর হইতে পারেন না এবং মহা ফাঁপড়ে পড়িয়া যান; কাজেই আপোষ নিষ্পত্তি করিয়া আমাকে কিঞ্চিৎ গাত্রোৎপাটন করিতে হইল। যাই একটু নড়ন চড়ন, অমনি তাহারা যেন পরিত্রাণ পাইয়া বাঁচিল এবং যে কোনও প্রকারে ঐ স্থান পরিত্যাগ করিতে পারিলেই যেন বাঁচে, তাই একেবারে তাড়াতাড়ি আমাদিগকে পার হইয়া চলিয়া আসিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া, যেন কি মনে করিয়া একবার একটু দাঁড়াইল ও উহাদের মধ্যে যাহাকে যুবরাজ বলিয়া আমাদের ধারণা জন্মিয়াছিল সে যেন কাহাকে উদ্দেশ করিয়া "কোথায় তুমি" এই বলিয়া ডাকিল। সে যেন কাহাকে দেখিতে চাহিতেছে বলিয়া মনে হইল। তখন তাহাকে "তুমি কে" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হইল এবং উত্তরে সে বলিল, "আমি ওয়েলস্।" উহার ঐ পরিচয় পাইয়া আমরা বুঝিতে পারিলাম যে, সে তাহার পিতার খোঁজ করিতেছে; তাই উহাকে জানান হইল যে, তিনি নিকটেই কোথাও রহিয়াছেন।

তখন কিন্তু আমার সত্য সত্যই ধারণা ছিল যে, সম্রাট জর্জ স্বয়ংই ইউরোপ যুদ্ধ সংক্রান্ত কোনও ঘটনাবশে আমাদিগের গারদে আসিয়া

হাজির হইয়াছেন এবং আমার সহিত প্রথম সাক্ষাতের পর আমাদিগের গার্ডদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের বাংলায় যাইয়া আশ্রয় লইয়াছেন। ক্রমে মহারাণী মেরী প্রভৃতি তাঁহার পরিবারের প্রায় তিন চার জনের আবির্ভাব দৃষ্টে অনুমান করিলাম যে, তিনি শুধু একা নন একেবারে আপন পরিবার-বর্গসহ দেশান্তরী হইয়া আসিয়াছেন। যুদ্ধ এমনই একটী ব্যাপার যে, উহাতে একবার লিপ্ত হইলে ভাগ্য-লক্ষ্মী কখন কোন্ দিকে সুপ্রসন্না হন তাহার কোনই নিশ্চয়তা থাকে না, এবং সেই জন্যই সেই সূত্রে আমার পক্ষে এমন সকল অদ্ভুত কল্পনাও কিছুই অসম্ভব বলিয়া বোধ হয় নাই। অতঃপর যুবরাজ আপন পিতার সংবাদ জানিয়া আশ্বস্ত হইলে, আমাদিগকে বলিলেন, "You see the moon is puling me—এই দেখ চন্দ্র আমাকে টানিতেছে, এই বলিয়া তাঁহার মাথার পিছন দিককার চুল ধরিয়া যেন কেহ টানিতেছে এরূপ বুঝাইবার চেষ্টা করিল। আমাদেরও তখন মনে হইল যেন সত্য সত্যই কোনও অদৃশ্য আকর্ষণী শক্তি উহার পশ্চাৎ দিক হইতে কেশ আকর্ষণ করিতেছে।

এই ঘটনার কয়েকদিন পরেই আমি এক আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করি। একদিন রাত্রি সাতটা কি আটটা হইবে, আমি আমার কুঠুরীতে বসিয়া আছি, তখন বেশ পরিষ্কার জ্যোৎস্না উঠিয়াছে এবং আমার কুঠুরী পূর্ব্ব-মুখো হওয়ায় সেখান হইতে বেশ পরিষ্কার চাঁদ দেখিতে পাওয়া যাইতেছিল। কিছুক্ষণ এরূপ ভাবে বসিয়া চাঁদের দিকে চাহিয়া জ্যোৎস্না উপভোগ করিতেছি, এমন সময় বোধ হইতে লাগিল যেন চাঁদ ক্রমশঃই দূরে সরিয়া যাইতেছে, যতই দূরে যাইতেছে ততই ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর দেখাইতেছে এবং পরিশেষে একেবারেই অদৃশ্য হইয়া গেল। আমি তো দেখিয়াই অবাক। ভাবিলাম হয় তো মেঘে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। এরূপ মনে করিয়া কথাটা সপ্রমাণ করিবার জন্য

বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিয়া চাহিয়া দেখিতে লাগিলাম, আকাশে কোনও প্রকার মেঘ আছে কি না ; কিন্তু কি আশ্চর্য্য আকাশে মেঘের চিহ্নমাত্রও নাই, আকাশ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ ও নির্ম্মল! তবে যদিও চাঁদের অর্ক আমার দৃষ্টি গোচর হইতেছে না, তথাপি ইহাও লক্ষ্য করিলাম যে, তজ্জন্য জ্যোৎস্না-লোকের কোনই হ্রাস ঘটিল না।

তখন এই ব্যাপার অপর কেহ লক্ষ্য করিতেছে কিনা জানিবার জন্য আমার পাশের কুঠুরীতে যে ছিল, তাহাকে ডাকিয়া প্রথমতঃ সে এই ব্যাপার সম্বন্ধে কিছু বলে কিনা দেখিবার চেষ্টা করিলাম, সে বিশেষ কিছু না বলিয়া কেবল একটু হাসিল মাত্র। অতঃপর পূর্ব্ব ঘটনার দেবদেহী যুবরাজের কথা স্মরণ হইল, এবং বুঝিলাম যে, এই ঘটনার পূর্ব্বাভাস তাহার চুল টানাতেই দেওয়া হইয়াছিল। তখন ঐ তত্ত্বের কোনও প্রকার বৈজ্ঞানিক মীমাংসায় উপনীত হইবার চেষ্টা করিতে লাগিলাম। ভাবিলাম হয় তো আমাদের পৃথিবী হইতে কোনও বৃহত্তর জ্যোতিষ্ক চন্দ্রের নিকটবর্ত্তী হওয়ায় চন্দ্রদেব আপন কক্ষ হইতে বিচ্যুত হইয়া ঐ জ্যোতিষ্কের দিকে আকৃষ্ট হইয়াছে ; এরূপ জল্পনা কল্পনা করিয়া আপন বিস্ময়ে আপনি অভিভূত হইতে লাগিলাম এবং ভবিষ্যতে যদি কখনও কারা-মুক্তি লাভ করিয়া বহির্জগতের সহিত মিলিত হইতে পারি, তবে যাহাতে ঐ বিশেষ দিনে জনসাধারণের মধ্যে ঐ ঘটনা কি প্রকার কার্য্য করিয়াছে জানিতে পারি, এতদুদ্দেশ্যে সেই দিনকার বৎসর মাস এবং তারিখ বিশেষ ভাবে স্মরণ করিয়া রাখিলাম।

কারামুক্তি লাভ করিবার পর, একদিন আমার পরিচিত উচ্চশিক্ষিত এক জ্যোতিষী বন্ধুর নিকট ঐ ঘটনার উল্লেখ করি। কিন্তু তাঁহার নিকট ঐ ঘটনার কোনও সন্তোষজনক উত্তর পাইলাম না ; তিনি বলিলেন, তাঁহারা ঐ প্রকার কোনও ঘটনাই লক্ষ্য করেন নাই। সে যাহা হোক, এই প্রশ্নের

বৎসর যেন আপন বন্ধন-তমসার দুর্ভেদ্য আবরণ লইয়া আমার সম্মুখে উপস্থিত, সাধ্য কি উহা ভেদ করিয়া আপন ভবিষ্যৎ রচনা করি! যদি ঐ আবরণ ভেদ করিতে না পারি, তবে ভবিষ্যতের আশা একেবারেই বিলুপ্ত হইয়া যায় এবং আমাকে এই কারাবাসেই ভবলীলা সাঙ্গ করিতে হয়। এই প্রকার নিরাশার সর্ব্বগ্রাসী করালচ্ছায়া যখন আমাকে চারিদিক হইতে ঘিরিয়া ফেলিয়াছে এবং আমিও বাধ্য হইয়া এই কারাবাসেই একদিন জীবন-লীলা সংবরণ করিব এরূপ স্থির করিয়া এক প্রকার নিশ্চিন্ত আছি, এমন সময় সৌভাগ্য ক্রমে, একদিন একটী ক্ষীণ আশার আলোক এই নিবিড় অন্ধকার ভেদ করিয়া কোথা হইতে আসিয়া দেখা দিল এবং আমিও উহাই অবলম্বন করিয়া আশান্বিত হইলাম। সেদিন আমার পূর্ব্বাভ্যাসবশতঃ লাইব্রেরী হইতে একখানা বই আনিতে গিয়াছি, এমন সময় সেখানকার একজন বৃদ্ধ সাহেব-রোগী আমাকে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিল, 'Hallo! Mr. Dutt, how is that you have not yet been released, while all your other casemen have been released? আপনার সঙ্গীরা সকলে কারামুক্ত হইয়া গিয়াছে কিন্তু আপনাকে কেন এখন পর্য্যন্তও ছাড়া হয় নাই?" আমি ভাবিলাম, তাই তো কথাটা কি সত্যি, না সে আমাকে লইয়া তামাসা করিতেছে?" আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "Are you sure that they have been released?"—আপনি কি ঠিক জানেন যে, তাহারা ছাড়া পাইয়াছে? সে বলিল, "Yes I know for certain." আমি ঠিক জানি।" আমি বলিলাম, "How do you know that?—আপনি কেমন করিয়া জানিতে পারিলেন?" তিনি বলিলেন, "I read it in the papers. আমি কাগজে পড়িয়াছি।" আমি ভাবিলাম, হয় তো হইতেও বা পারে, কারণ তখন আমাকে কাগজ পড়িতে দেওয়া হইত না।

তথাপি কথাটা আরও নিশ্চিতরূপে জানিবার জন্য বলিলাম, "Could you show me the paper? আপনি আমাকে কাগজখানা দেখাইতে পারেন?" তিনি বলিলেন, "I know you are not allowed to read the papers. I am sorry I could not show you that. But you can take it from me that they have been released on account of the Peace Celebrations. আমি জানি তোমাকে কাগজ পড়িতে দেওয়া হয় না, সুতরাং তোমাকে কাগজখানা দেখাইতে পারিলাম না বলিয়া দুঃখিত আছি। কিন্তু তুমি আমার কথাই বিশ্বাস করিতে পার যে, তাহারা যুদ্ধ-শান্তি উপলক্ষে ছাড়া পাইয়াছে।" আমি বলিলাম, "If that be so, why should I not be released?" "যদি তাহাই হয় তবে আমাকে কেন কারামুক্তি দেওয়া হইবে না?" "I shall see the Superintendent about it. "আমি এ বিষয়ের জন্য সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সহিত সাক্ষাৎ করিব।" এই বলিয়া লাইব্রেরী হইতে চলিয়া আসিলাম এবং সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রোঁদে বাহির হইলে তাঁহাকে এ বিষয়ে প্রশ্ন করিলাম। তিনি আমার প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন, "যদি তাহাই হয় তবে তোমাকে কেন ছাড়িয়া দেওয়া হইবে না, ইহার কোনই কারণ দেখিতেছি না। তুমি এখানে বেশ নিয়মমত কাজ কর্ম্ম করিতেছ এবং তোমার ব্যবহারেও সকলেই সন্তুষ্ট; অপর সকলে ছাড়া পাইলে নিশ্চয়ই তোমারও ছাড়া পাওয়া উচিত। আচ্ছা আমি তোমার বিষয় সরকারে লিখিতেছি, আশা করি এক পক্ষের ভিতরেই জবাব পাওয়া যাইবে, এবং পাইলে তোমাকে জানাইব।" ইত্যাদি প্রকার আলোচনা করিয়া তিনি আমাকে নানা রকমে আশ্বাস দিলেন এবং আমারও মনে কারামুক্তি লাভ করিয়া পুনরায় আত্মীয় স্বজনগণের মুখ দেখিব এমন ভরসা হইল। কিছুদিন

যাইতে না যাইতেই সংবাদ আসিল যে, আমার কারামুক্তির হুকুম আসিয়াছে এবং আমাকে দুই দিবসের মধ্যেই কলিকাতা রওনা হইতে হইবে। আমি দেখিলাম এত বৎসর মাদ্রাজে আছি অথচ মাদ্রাজ সম্বন্ধে আমার কোনই জ্ঞান নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না, সুতরাং কলিকাতা রওনা হইবার পূর্ব্বে যাহাতে একবার মাদ্রাজ শহরের বিশেষ বিশেষ স্থানগুলি একটু ঘুরিয়া বেড়াইয়া দেখিয়া লইতে পারি, তজ্জন্য কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি চাহিলাম এবং কর্ত্তৃপক্ষও নিরাপত্তিতে তাহা মঞ্জুর করিলেন। এতদুপলক্ষে আমাদের গারদের গাড়ীতে করিয়া আরও কতিপয় পাগল-কয়েদী ও একজন সার্জেণ্ট সহ আমরা শহর পরিদর্শন করিতে বাহির হইলাম। প্রথমতঃ সেখানকার স্থানীয় যাদুঘর দেখিতে গেলাম। যাদুঘরটী আমাদিগের কলিকাতা যাদুঘরের তুলনায় অনেক ছোট এবং দেখিবার জিনিষপত্রের মধ্যেও তেমন উল্লেখযোগ্য বিশেষ কিছুই দেখিতে পাইলাম না। চিত্রশালায় কয়েকখানা রবিবর্ম্মার অঙ্কিত তৈল-চিত্র বড়ই সুন্দর লাগিল, এবং সূক্ষ্ম শিল্পের মধ্যে কয়েকখানি শোলার কাজ আশ্চর্য্য শ্রম ও অধ্যবসায়ের পরিচায়ক বলিয়া বোধ হইল। যাদুঘর পরিদর্শন শেষ হইলে আমাদিগকে বায়স্কোপ দেখাইবার জন্য লইয়া যাওয়া হইল। সেখানকার এলফিনষ্টোন বায়স্কোপ কোম্পানী কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই আমাদিগের পাগলা-গারদবাসীদিগের জন্য বিনা পয়সায় বায়স্কোপ দেখাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। সুতরাং সেদিন বায়স্কোপ দেখিতে আমাদিগের পয়সা-কড়ি কিছুই লাগিল না।

বায়স্কোপ দেখিয়া সন্ধ্যার সময় আমরা গারদে ফিরিলাম এবং পরদিন বিকাল বেলা আমাদিগের গারদবাসী সহচরবর্গের ও কর্ত্তৃপক্ষের নিকট বিদায় লইয়া মাদ্রাজ মেলে কলিকাতা রওনা হইলাম। সঙ্গে একজন সাহেব ওয়ার্ডার ও দুইজন স্থানীয় পুলিস আমাকে কলিকাতা পর্য্যন্ত পৌছাইয়া

দিবার জন্য চলিল। এখানে বলিয়া রাখা আবশ্যক যে, মা, বাবা মাদ্রাজে গিয়া আমার সহিত দেখা করিয়া চলিয়া আসিবার পরেও তাঁহাদের আতি-বাহিক সত্তা এমনই ভাবে আমার মানস এবং চাক্ষুষ গোচর হইত যে, তাহা হইতে আমার ধারণা জন্মিল যে, তাঁহারা মাদ্রাজেই রহিয়াছেন। তখনও আতিবাহিকের পক্ষে দেশকালের ব্যবধান যে আমাদিগের লৌকিকের ন্যায় ব্যবধান নহে, এই তত্ত্ব আমার নিকট পরিস্ফুটরূপে ধারণার বিষয় হয় নাই। আমি আমাদিগের সাধারণ লৌকিক ধারণার বশবর্ত্তী হইয়াই অনুমান করিয়া লইয়াছি যে, তাঁহারা মাদ্রাজেই আছেন এবং চলিয়া আসিবার সময় কেবলই আমার মনে হইয়াছে যে, আমি তো কলিকাতা চলিলাম কিন্তু তাঁহারা এই খবর জানিবেন কি, প্রকারে? এবং তাঁহারা কলিকাতায় না থাকিলে কোথায় যাইয়া উঠিব ইত্যাদি। এই সকল কথা আলোচনা করিয়া কোনও যথাযথ মীমাংসায় উপনীত হইতে না পারায়, আমার সঙ্গী সাহেব-ওয়ার্ডারকেই প্রশ্ন করিয়া বসিলাম, "আপনি আমাকে কোথায় লইয়া যাইতে চান?" তিনি বলিলেন, "কেন? তোমার মা বাবা কলিকাতায় আছেন, তোমাকে তাঁহাদিগের নিকট পাঠাইয়া দিব।" আমি বলিলাম, "বাঃ, তা কেমন করিয়া হইবে? মা বাবা তো কলিকাতায় নাই, তাঁরা তো মাদ্রাজে।" তিনি বলিলেন, "না, তাঁরা কলিকাতায়ই আছেন, মাদ্রাজে নহে, তুমি ভুল করিতেছ, আমাদের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট তোমার বাবার চিঠি পর্য্যন্ত আসিয়াছে। তিনি তোমার খবর প্রায়ই মাঝে মাঝে লইয়া থাকেন। এই সকল কথাবার্ত্তার পর আমি আর কি বলিব, কোনও উচ্চবাচ্য না করিয়া চুপ করিলাম, ভাবিলাম দেখাই যাক্, কলিকাতা পৌঁছিলেই সব বুঝা যাইবে।

এইরূপে গাড়ীতে দুই দিন এক রাত্র অনবরত চলিয়া, তৃতীয় দিবস

প্রাতঃকালে আসিয়া হাবড়া ষ্টেশনে পৌছিলাম। ষ্টেশনে পৌছিয়া আমিই পথ প্রদর্শক হইলাম; কারণ আমার সঙ্গের সাহেব-ওয়ার্ডারটী পূর্ব্বে কখনও কলিকাতায় আসে নাই; কাজেই আমাকেই পথ ঘাট দেখাইয়া তাহাকে লইয়া চলিতে হইল। হাবড়ার পোল পার হইয়া ট্রামে চড়িলাম এবং আমার দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বেকার ধারণানুযায়ী আলিপুর জেলে যাইবার জন্য খিদিরপুরের টিকেট করিলাম। খিদিরপুর পৌছিয়া সঙ্গের দুইজন পুলিশ ও সাহেব-ওয়ার্ডারকে লইয়া জেলের দিকে চলিলাম, সেখানে পৌছিয়া তো আমি মহা অপ্রস্তুত! যেখানে আলিপুর জেল ছিল সেখানে দেখিতে পাইলাম বড় বড় অক্ষরে লেখা রহিয়াছে "প্রেসিডেন্সী জেল।" আমার অবস্থা দেখিয়া সঙ্গের লোকেরা মনে করিল তবে বুঝি আমি পথ মোটেই চিনি না, অনর্থক তাহাদিগকে সারা শহর ঘুরাইয়া মারিতেছি। আমি তো ব্যাপারখানা কি বুঝিয়াই উঠিতে পারিলাম না, ভাবিলাম এ আবার কি বিপদ! এতদিন পরে যে ভোজবাজীর হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইলাম বলিয়া মনে করিতেছিলাম, এখানে আসিয়াও কি আবার আমাকে সেই ভোজ-বাজীর হাতে পড়িতে হইল না কি! সঙ্গীরা আর আমার কথায় আস্থা স্থাপন করিতে মোটেই রাজী হইল না এবং সোজা সেই প্রেসিডেন্সী জেলের ফটকে আসিয়া আলিপুর জেল কোথায়, কি বৃত্তান্ত সব খবর লইয়া সেইদিকে অগ্রসর হইতে লাগিল। প্রেসিডেন্সী জেলের ফটকে একজনকে জিজ্ঞাসা করায় জানিলাম যে, পূর্ব্বেকার আলিপুর জেলই এখন প্রেসিডেন্সী জেল হইয়াছে, শুনিয়া তো এক মহাসমস্যার মীমাংসা হইয়া গেল ও আমরা নূতন আলিপুর জেলের দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলাম।

জেলে পৌছিলে পর সঙ্গের সেই সাহেব-ওয়ার্ডার আমাকে সেখানকার জেলারের জিম্বা করিয়া দিয়া চলিয়া আসিল, এবং আমি জেলের ভিতর প্রবেশ

অবস্থানকালীন লৌকিক ও জাগতিক ব্যাপারসমূহই আমাদিগের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সন্নিকট ও আপনার—এই কথাগুলি যাহাতে আমরা ভুলিয়া না যাই সে জন্য উপরোক্ত কয়েকটী বিষয় উল্লেখ করা আবশ্যক বোধ করিলাম।

সমাপ্ত